কিং লীয়ার

(সেক্সপীয়র অবলম্বনে)

অশোক গুহ

বিশ্বাস পাবলিশিং হাউস
৫।১এ কলেজ রো, কলিকাতা-৯

প্রকাশক—
শ্রীবীরেন্দ্র নাথ বিশ্বাস
৫।১ এ, কলেজ রো,
কলিকাতা - ৯

প্রথম প্রকাশ—ভাদ্র, ১৩৬৭

দাম—দু' টাকা মাত্র।

প্রচ্ছদ— শ্রীশচীন্দ্রনাথ বিশ্বাস

মুদ্রাকর :
শ্রীবলদেব রায়
দি নিউ কমলা প্রেস
৫৭।২, কেশব চন্দ্র সেন ষ্ট্রীট
কলিকাতা - ৯

কিং লিয়ার

পাত্র-পাত্রীগণ

লীয়ার—ব্রিটেনের রাজা

ফ্রান্সের রাজা

বার্গাণ্ডির ডিউক

কর্ণওয়ালের ডিউক

কেণ্টের সর্দার

গ্লস্টারের সর্দার

এড্‌গার—ঐ পুত্র

এড্‌মণ্ড—ঐ জারজ-পুত্র

কিউরান—একজন সভাসদ

বৃদ্ধ—গ্লস্টারের প্রজা

ডাক্তার

বিদূষক

অসওয়াল্ড—গণেরিলের অনুচর

এড্‌মণ্ড দ্বারা নিযুক্ত ক্যাপটেন

কর্ডেলিয়ার অনুচর

ঘোষক

জনৈক ভদ্রলোক

কর্ণওয়ালের অনুচরগণ

গণেরিল
রীগান
কর্ডেলিয়া } লীয়ারের কন্যাগণ

লীয়ারের অনুচরগণ, ক্যাপটেনগণ, দূতগণ, সৈনিকগণ, অনুচরগণ।

সংযোগস্থল—ব্রিটেন

ভূমিকা

সেকস্‌পীয়র-এর 'কিং লীয়ার' অভিনয় করা সম্ভব নয়—একদা এ-উক্তি করেছিলেন সেকস্‌পীয়র-জনপ্রিয়কারী চার্লস্‌ ল্যাম্ব-মহোদয়। তিনি এই উক্তি দ্বারা এই-ই বোঝাতে চেয়েছিলেন যে—বাস্তব ঝড়কে অন্তরের ঝড়ের সঙ্গে যে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে—সেই বিশালতার প্রকাশ প্রসেনিয়ামের চৌহদ্দীর ভিতরে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব নয়! তাছাড়া, 'লীয়ারের' মহত্ত্ব বুদ্ধি-বৃত্তির আবেদন-নির্ভর। তাঁর আবেগের প্রকাশ আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদগার, ঝড়ের ঘূর্ণি—আর সে ঝড় তো মনের অতল পারাবারের তলকে প্রকাশ করে দেয়—সেখানকার রত্নখনির সন্ধান দেয়। তাই ল্যাম্ব সার কথা বলেছিলেন, রাজা লীয়ার পড়তে গিয়ে আমরা শুধু লীয়ারকে দেখিনে, বরং আমরাই এক-একজন 'লীয়ার' বনে যাই।

'রাজা লীয়ার-নাটক' সম্পর্কে এত সুন্দর এবং সুচিন্তিত মন্তব্য আমরা আর পাইনি। লীয়ারের চুম্বকটি তিনি প্রকাশ করেছেন তাঁর অননুকরণীয় ভাষায় এবং ভঙ্গিতে। আমরা সে-জন্য তাঁকে ধন্যবাদ দিই।

কিন্তু এই মহান নাটকের নাটকোচিত তিনি যে দোষ-ত্রুটি ধরেছেন, তাও প্রণিধানযোগ্য। তিনি তাঁর কালের নাট্য-বিচারের নিরিখেই তা দেখেছেন। বলেছেন—এ যেন রস-কষহীন পাথুরে নাটক, এতে প্রেমের দৃশ্য থাকা উচিত ছিল—কর্ডেলিয়া চরিত্রটি প্রেমিকা-হিসাবে দ্যুতিমান হয়ে উঠলেই বা কি ক্ষতি ছিল! আমরা ল্যাম্ব-মহোদয়ের সঙ্গে কিছুটা একমত হলেও একেবারে নই। তবে একথা বলা চলে যে, লীয়ার নাটকে 'লীয়ার' ফুটলেও পার্শ্বচরিত্রগুলো তেমন করে ফোটে নি! তাছাড়া এখানে অবাস্তবতার হাওয়াও প্রবল বেগে বইছে। কিন্তু এই অবাস্তবের মধ্যে আমরা মধ্যযুগীয় বর্বরতা

থেকে নব জাগৃতীর নতুন আলোকের সন্ধান পাচ্ছি। এখানে মানবতাবোধ, আগামীর প্রতি বিশ্বাস, ট্রাজেডীর ঘন অন্ধকারে বিজলীর আলোর মতো বিচ্ছুরিত হয়ে পড়েছে ; আমরা এখানে নবযুগের মানবতাবোধের সন্ধান পাচ্ছি।

এটি বারংবার পাঠনীয় নাটক, এর অভিনয়ও দুরূহ। কিন্তু য়ুরোপের দেশে-দেশে প্রযোজক এবং অভিনেতারা এই দুরূহ কার্য সম্পাদন করেছেন। তারা 'লীয়ার' চরিত্রকে তথা নাটকটিকে বিভিন্ন আঙ্গিকে ফুটিয়ে তুলেছেন—কিন্তু আঙ্গিকের চাপে, ভাষ্যের তোড়ে সেকস্‌পীয়র কখনো ভেসে যাননি। বরং মহান হয়ে উঠেছেন সেকস্‌পীয়র, তাঁর মহত্ব প্রকাশিত হয়েছে।

আমাদের দেশে সেকস্‌পীয়র-এর এই দুরূহ নাটকখানি অনুদিত হয়েছে বটে, কিন্তু এর ভাব অবলম্বনেও কোন নাটক মঞ্চস্থ করা হয় নি। তবে দ্বিজেন্দ্রলালের সাজাহান নাটকে নাম-চরিত্র এবং দিলদারে আমরা লীয়ার ও বিদূষকের ছাঁচ দেখতে পাই—এমন-কি কোথাও কোথাও মহাকবির ভাষার তরজমা বেমালুম আমদানি হয়েছে বলেও টের পাওয়া যায়। এ ছাড়া, লীয়ার-চরিত্রের অনুকরণ আর কোথাও দেখতে না পেলেও বিদূষকটি থিয়েটার থেকে থিয়েট্রিক্যাল যাত্রা-পার্টি অবধি সমানে রাজত্ব করেছেন এবং এখনো করছেন।

—অশোক গুহ

পূর্বকথা

সে উনিশশো বিশ সালের কথা। নতুন রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে রাশিয়া, তার জীবনের সর্বত্রই চলছে নতুন রূপারোপের পালা। সমাজ যেরূপ বিপ্লবী মূল্যবোধে উদ্দীপ্ত, তরিই আলো এসে ঠিকরে পড়ছে সাহিত্যে আর শিল্পে। পুরানোকে নতুন কষ্টিপাথরে কষিত করে দেখার পালা চলছে। ঠিক এমনি দিনে লেলিনগ্রাদের বলশয় থিয়েটার মনস্থ করলেন, তাঁরা মহাকবির একখানি নাটক অভিনয় করবেন। আর সেই-নাটকখানি 'কিং লীয়ার'। প্রথম মহলার তারিখ ঠিক হলো; আর সেই মহলার দিনে নিমন্ত্রিত হলেন রাশিয়া-খ্যাত কবি আলেকজান্দার ব্লক। তাঁকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল এক বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে। রাশিয়া-খ্যাত কবি মহাকবির নাটকের মর্ম বুঝিয়ে দেবেন—এই ছিল রঙ্গালয়-কর্তৃপক্ষের ইচ্ছা। সে ইচ্ছা পূরণ করলেন কবি। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের বুঝিয়ে দিলেন, নাটকটির মর্মকথা। তিনি বললেন,

এই নাটকটি সরল ভাষায় মানব-মনের এমন একটি রহস্য প্রকাশ করে, যা আলোচনা করতে মানুষ ভয় পায়, যা শুধু পরিণত, পাক মনই বুঝতে পারে; ভূয়ো দর্শনের নিরিখে খতিয়ে দেখতে পারে এখানে সব কিছুই বিষাদ-ঘন অন্ধকারে ভরা; সব কিছুই এখানে তিক্ততায় কটু। তবে সে তিক্ততা তো বিষময় নয়, সে আমাদের জীবনের নতুন মানে এনে দেয়···পাপ এখানে প্রতিকার পায়, অন্ধকার জয়ী হতে পারে না···কিন্তু আলো ফুটে ওঠে বহু বিলম্বে। বৃদ্ধ রাজা লীয়ার এমন সময়ে তাঁর কন্যাকে ফিরে পেলেন, যখন তাঁর কন্যার

চরম নিয়তির সাক্ষী তাঁকে হতে হল।···হয়তো মহাকবির জীবনে এলিজাবেথীয়-যুগে সপ্তদশ শতকের শুরুতে এমনি এক নতুন স্তর বদলের পালা এসেছিল। আর সেদিন মহাকবি কেন, হয়ত সমস্ত ইংরাজ জাতিই সে দিন পালা বদলের নূতনত্বে বিস্মিত হয়েছিল। সেইক্ষণে মহাকবি লিখেছিলেন এই নাটক। তাঁর প্রতিভা কল্পনায় গড়ে তুলেছিল এক তামসী যুগ—সে যুগে আশার ক্ষীণ-রশ্মিটুকুও ছিল না। মহাকবি সেই দিনকে, সেই স্মৃতিকে বহন করে এনেছেন আমাদের কাছে।

ব্লকের বক্তৃতায় আমরা পেলাম নাটকের মর্মকথা, এবার আমরা নাটকের অন্য দিকের কথা বলব।

মহাকবি এই নাটকখানি লেখেন তাঁর নাট্যরচনার তৃতীয় পর্বে। তাঁর জীবনেও বুঝি সে-পর্ব অন্ধ তামসীতে আচ্ছন্ন। তখন ব্যক্তিগত শোকে তিনি কাতর, তাই তাঁর নাটকে সেই শোকেরই সুর ধ্বনিত। সে সুরে আছে চরম পাপের প্রতি ক্রোধ, আছে ভুলের প্রতি নিষ্করুণ কটাক্ষ। হয়তো জীবনে তখন এসেছে সেই ব্যর্থতার মুহূর্ত, যখন পুরানো মূল্যবোধ তাঁর কাছে মিছে হয়ে গেছে। হয়ত সেই দিনের রচনা এই নাটক।

নাটকখানির আখ্যানভাগ মৌলিক নয়।—লীয়ার ও তার কন্যা-গণের উপকথা ইংলণ্ডে বহুদিন থেকেই চালু। হয় তো এ-উপকথার ঐতিহাসিক ভিত্তিও ছিল। গদ্যে-পদ্যে এই কাহিনী বহু পূর্ব থেকেই বর্ণিত হয়েছিল। হলিনসেড্-এর বৃত্তান্তেও ছিল এই কাহিনী। তাছাড়া রাজা লীয়ার ও তাঁর তিন কন্যা নামে একখানি নাটকও তখন প্রচলিত। সে-নাটকখানিও নিশ্চয়ই মহাকবি দেখেছিলেন। সেখানে কাঁচা হাতের ছাপ থাকলেও কয়েকটি দৃশ্য ছিল সুন্দর—আর শোকাবহ এক আবহাওয়ারও সে সৃষ্টি করেছিল। এই দুইটি উপকরণ মিলিয়ে-মিশিয়েই তিনি নিজের নাটক গড়ে তুলেছিলেন। তার পরে ছিল তাঁর প্রতিভার যাদুশক্তি। সে শক্তি বলে পুরানো

অস্থিতে জীবন সঞ্চার করতে একটুও তাঁকে বেগ পেতে হয় নি। তাই কিং লীয়ার হয়ে উঠেছে তাঁর ট্রাজেডীগুলির মধ্যে অসাধারণ এবং অনন্য। এর জুড়ি মেলে না **ম্যাকবেথে,** মেলে না **ওথেলোতে,** এমন কি **হ্যামলেটের** সঙ্গেও এর তুলনা করা যায় না। এ-নাটকে আছে অন্ধতমসার সঙ্গে সূর্যরশ্মির মিলন, তিক্ততার সঙ্গে মধুরতার মিশ্রণ, আছে সহানুভূতির বার্তা—সব মিলিয়ে এমন ভাব-সম্পুট এই নাটক যে, এর তুলনা আর কোথাও মেলে না। মনে হয় সে ভাবধারা নাম-পুরুষের রসলোকে উত্তীর্ণ। আর এই উত্তরণের প্রতিভা শুধু মহাকবি সেকসপীয়রেই সম্ভব।

নাটকের এই ভাবগত দিক, এই আত্মার নিয়তি নিয়ে আজকের বস্তুধর্মী জগত সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। আজকের বিজ্ঞানী মন খুঁত খুঁত করে—নিয়তির মূলে পৌছুতে চায়। তাই নাটকের অন্য ধরণের বিশ্লেষণও চলতে পারে এবং সেটা আজ বহুলাংশে স্বীকৃতও। মহাকবির যুগ বৈশ্যযুগ বা ধনবাদী যুগের প্রারম্ভ। তাই সেই নবযুগের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে তিনি দেখিয়েছেন—রাজার রাজ-ক্ষমতার তুচ্ছতা—রাজপদের মহিমার আড়ালে যে ট্রাজেডী আছে তাকে ফুটিয়ে তুলেছেন। রাজা লীয়ার সামন্ত মহিমার প্রতীক। তিনি তাঁর রাজ্য ভাগ করে দিয়ে যাচ্ছেন তাঁর ওয়ারিশদের—শুধু নিজে রাখছেন সামান্য কিছু। তিনি তাঁর ওয়ারিশ কন্যাদের কাছে পিতার প্রতি ভালবাসা-মিশ্রিত ভক্তি চান না, তিনি চান লোক দেখানো শ্রদ্ধা। সামন্ততন্ত্রে অধীনেরা যে শ্রদ্ধা দেখায়, তার বেশি নয়। সে শ্রদ্ধা ষড়যন্ত্রের দমকা হাওয়ায় উপে যায়, সে-শ্রদ্ধা একান্তই ভূমি-নির্ভর। সামন্ত-তন্ত্রের নাভিশ্বাসের যুগেরই এই বিকৃতি। এই বিকৃতি আমরা ভারতের ইতিহাসেও দেখতে পাই। সেখানে দেখা যায় বাদশাহ-পুত্রকে পিতা কুর্ণিশ করছেন, আভূমি প্রণত হয়ে সেলাম বাজাচ্ছেন। আবার হৃতসর্বস্ব বৃদ্ধ বাদশাহ পুত্রদের হস্তে বন্দীও হচ্ছেন। পুত্রের করুণায় জীবন কাটাচ্ছেন। সামন্ত-তন্ত্রের এ-নিয়তি সর্ব দেশেই

সমান। বাদশাহ শাজাহান আর কিং লীয়ার এখানে একাত্ম হয়ে গেছেন। দুয়ে কোন প্রভেদ নেই।

লীয়ারের দুই জ্যেষ্ঠা কন্যাও এই সামন্ত-তন্ত্রেরই প্রতীক। অবশ্য তার সঙ্গে আছে অবক্ষয়ের যুগের নিষ্ঠুরতা, লোভ প্রভৃতি দুর্দম রিপুগুলি। কিন্তু কনিষ্ঠা কর্ডেলিয়া এই সামন্ত-তন্ত্রের জঠরে ধ্বংসের বীজ, আবার নবযুগ রচনারও। সে নবযুগের প্রতীক। সে মানবতার উপাসিকা। সে শুধু এক আইন জানে, সে সত্যের আইন। কিন্তু সামন্ত-অন্ধকারে আচ্ছন্ন রাজা সেদিন এ সত্য বোঝেন নি! তাই জ্বলে উঠেছিলেন ক্রোধে, কিন্তু মিথ্যার আঁস তাঁর চোখ থেকে শীঘ্রই খসে পড়ল, তিনি বুঝলেন, নতুন করে উপলব্ধি করলেন জীবনকে—তাঁর নব-জন্ম হল। সামন্ত-তন্ত্রের অবিচার তাঁর হৃদয়ঙ্গম হল—বুঝলেন তার দাস হয়ে তিনি কি করেছেন। এমনি করেই অন্ধতমসায়, অজ্ঞানতায় বোধির উদয় হল—রজতরেখা পড়ল। সামন্ততন্ত্র ধ্বংস হবে, নবযুগ নব মূল্যবোধে উদ্দীপ্ত হয়ে আসবে বোঝা গেল। লীয়ার তাকে গ্রহণ করতে চাইলেন। এইখানেই নাটকের মহত্ত্ব, তার সার্থকতা।

পূর্বকথা যখন নাটকেরই কথা তখন এ চরিত্রে কুশীলবদের কথা না এসে পারে না।

লীয়ার এই নাটকের নায়ক। তিনি অশীতিপর বৃদ্ধঃ তাঁর পরিণতির অবকাশ নেই। কিন্তু ঘটনার আবর্ত্তে তিনি বদলালেন। লীয়ার হলেন উন্মাদ। যারা নিজের কল্পলোক গড়ে জীবন ধারণ করেন, সত্যকে স্বীকার করতে চাননা, তাঁদের এই দশাই হয়। কিন্তু যেদিন সে কল্পনা ভূমিসাৎ হয়ে গেল, রাজ্য চলে গেল, সেদিন তিনি বাস্তবকে চিনতে পারলেন। সে বাস্তব যতই নিষ্ঠুর হোক, সৌন্দর্যও তার আছে।

লীয়ার রিক্ত হয়েছেন, কিন্তু রাজকীয় মহিমা তিনি ত্যাগ করেন নি

এবং সে-মহিমা দুঃখে দৈন্যে আরও মহান হয়ে উঠেছে। মহাকবি কখনো তাঁর নায়ককে দুর্বল বা নির্বোধ করে রাখতে চাননি। তিনি দেখিয়েছেন অনমনীয় রাজা লীয়ারকে। তাই অভিনেতাদের কাছে এ চরিত্র চিরদিনই শ্রেষ্ঠ কিন্তু লোভনীয় হয়ে আছে। এ চরিত্রকে গ্যারিক যে রূপ দিয়েছেন, স্যার হেনরী আভি; সে-রূপকে বাতিল করে দিয়ে অন্য রূপ দিতে চেয়েছেন। আবার অধুনাতন স্যার লরেন্স অলিভিয়ার যদি রূপ দেন, যদি রূপ দেন গিলগুড সেও হবে ভিন্ন সৃষ্টি, আবার সোসালিষ্ট রাশিয়ায় এর রূপারোপে দেখা গেছে ভিন্নতর ভাষ্য। সাম্যবাদী দুনিয়ার সঙ্গে খাপ খেয়ে গেছে সে ভাষ্য, কিন্তু মহাকবির চরিত্রকে বিন্দুমাত্র খর্ব করেনি। সেখানে লীয়ার এমন একজন মানুষ যাঁর অন্তরে নেই স্বাধীন উপলব্ধি; তাঁর জ্ঞান মিথ্যাযুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত; তিনি বাইরে মহান বটেন, কিন্তু ভিতরে সংকীর্ণতায় সীমিত। কিন্তু ঘটনার চাপে তিনি হলেন জ্ঞানী, তিনি অন্তরে উপলব্ধি করলেন স্বাধীনতার স্বাদ, তিনি বলে উঠলেন,

চল যাই বন্দীশালায়

আমরা দুজনে গান গাইব খাঁচার বন্দী পাখীর মতো।

এমনি করেই তিনি যুগের সংকীর্ণ বন্দীশালা থেকে মুক্তি পেলেন; নবযুগের উপকণ্ঠে এসে উপস্থিত হলেন। এইখানে তাঁর মহত্ত্ব, তাঁর মানবতা প্রকাশ পেল।

তারপরেই কর্ডেলিয়া।

কয়েকটি দৃশ্যে মাত্র তিনি উপস্থিত, কিন্তু তবু তিনি আমাদের স্মরণীয়া। কর্ডেলিয়া পিতৃভক্ত, তিনি স্বাভাবিক, তিনি সাধারণী। তাঁর ভাগ্য আমাদের সহানুভূতি জাগায়। তিনি সরলভাবেই চিত্রিত, জটিল তুলির টানে তাঁকে জটিলতা দেননি মহাকবি। তিনি রাজ্ঞীর মতোই সম্ভ্রমবোধে মহিয়সী— সে-বোধ পরাজয়েও ক্ষুণ্ণ হয় না। তিনি মৃদুভাষিণী, তিনি চরিত্রবলে বলিয়সী। এই যে শান্তদৃঢ়তা এতো কথায় বর্ণনা

করা যায় না, এ গভীরতা তো অতলস্পর্শী। লীয়ার তাঁকে ভুল বুজেছেন কিন্তু তাঁর চরিত্রের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তাকে 'বিদেহী-আত্মা' বলে অভিহিতও করেছেন। তিনি সত্যের উপাসিকা রেণেসাঁ বা নবযুগের আত্মা। এই রেণেসাঁই বুঝি পৃথিবীকে একই তুনিয়ায় রূপান্তরিত করতে পারে, মানুষকে এক পৃথিবীর মানুষ করে. গড়ে তুলতে পারে। এই নবযুগের আত্মা কর্ডেলিয়ার তুলনায় তাঁর ভগিনীরা তো অন্ধ তামস-দেশের বাসিন্দে, তারা উপকথা বর্ণিত গার্গন কি হাইড্রার সঙ্গে তুলনীয়া। তারা অপচিত অবক্ষয়িত সামন্ততন্ত্রের প্রতীক। তারা তার মহত্ব বিস্মৃত, নতুন সত্যের তারা উপাসিকা নয়, মিথ্যার তারা দাস। তারা স্বার্থান্ধ—যে-স্বার্থ নবযুগে সঞ্চারিত হয়ে তারা অবক্ষয়ের মরণ বীজ উপ্ত করে দেবে।

তারপরে আছে ভাঁড়-এর চরিত্র।

ভাঁড় পুরানো নাটকে একটি সর্বজন-পরিচিত চরিত্র। সেকস্‌পীয়র-এও আমরা তার বহু আনা-গোনা দেখতে পাই। আমাদের সংস্কৃত নাটকে তাকেই দেখি বিদূষক বা কঞ্চুকীর বেশে। ঢিলেঢালা জোব্বা তার বেশ, আর সুখে তুঃখে রঙ্গরসের কথা। সেই রঙ্গরসের আড়ালে যে দীপ্তিটুকু থাকে, যে ব্যঙ্গের হুলটি লুকিয়ে রাখে, তা আপাতবুদ্ধদের মালুম হয় না। ভাঁড়-এর সাত খুন মাপ। সে যা ইচ্ছে বলে, মনিবের খুঁত ধরতেও সে ওস্তাদ। আমরা এমন চরিত্র সেকস্‌পীয়ার নাটকে বহু দেখেছি, টাচস্টোন এমনি ভাঁড়; ফেস্তেও ভাড়ামিতে কম যায় না। কিন্তু লীয়ার-এর ভাঁড় সেদিক থেকে ন ভূত ন ভবিষ্যতি। সে ট্রাজেডীর বীজ কোথায় কখন উত্তপ্ত হল তা বুঝিয়ে দেয়, লীয়ারের নির্বুদ্ধিতাকে ফুটিয়ে তোলে। ভাঁড় রাজা লীয়ারের বিবেক। সত্যকে সে কল্পনায় আচ্ছন্ন থাকতে দেয় না—সে তার হিরণ্ময় আবরণ খুলে দেখায়। সে চায় রাজা বুঝুন আর বিবেকের

নির্দেশ অনুসারে চলুন। তাই কেউ কেউ তাকে বলেছেন রাজা লীয়ায়ের মনের বিপরীত টান, তাঁর বিবেক। রাজা লীয়ার কল্পনা-প্রবণ, ভাঁড় সেখানে অভিমাত্রায় বাস্তব। সে বাইরে রংদার মানুষ, নির্বোধ কিন্তু ভিতরে আছে দুঃখ। তাই এই চরিত্রটি নিয়ে সমালোচক এবং প্রযোজকদের ভাবনার অন্ত নেই। একে ফুটিয়ে তুলতে না পারলে লীয়ার ফোটেন না, নাটক জীবন্ত হয়ে ওঠে না— মহোত্তম ট্রাজেডীর মহাস্রোতধারা উৎসারিত হয়ে পড়ে না। লীয়ার যদি নাটকটির নায়ক হন, এই ভাঁড়টি উপনায়ক। বা তার চেয়েও বেশি। লীয়ার তাকে ছাড়া নন, সে লীয়ারকে ছাড়া নয়। এখানে অবান্তর হলেও বলি, ও-দেশে-এ-দেশে নাটকে এই অনুকৃতি বহু দেখা যায়। আমার দেশেও যাত্রা-থিয়েটারের নাটকে এই ভাঁড়-এরই চোলাই-সংস্করণ দেখতে পাই। এগুলি অক্ষম হলেও বাতিল করে দেওয়া চলে না। মহাকবি যে টাইপ সৃষ্টি করে গেছেন—এ তারই প্রমাণ। এই 'ফুলের' চরিত্রই সবচেয়ে ভাল ফুটিয়েছেন দ্বিজেন্দ্রলাল—'শাজাহান' নাটকে 'দিলদার' চরিত্রে। এর কারণ, শাজাহানে লীয়ারে নৈকট্য আছে— এবং বাংলার কবি মহাকবি থেকে সেখানে বহু নাটকীয় ঘটনা—এমন কি ভাষাও পুরো মাত্রায় ধার করতেও কসুর করে নি।

রাজা লীয়ারে আরো কুশীলব আছে, কিন্তু তাদের পরিচয় পাওয়া যাবে নাটকে। এদেরও পরিচয় সেখানে মিলবে। তবে তার অন্তরে প্রবেশ করবার চাবিকাটি হিসাবে এইক'টি কথা বল হল।

মহাকবির রাজা লীয়ারের অভিনয় বহু দেশেই হয়েছে, এবং এর ভাষ্য করতে টিকাকারেরা দ্বন্দ্বে তো মেতেছেন-ই আবার উচ্ছ্বাসেও আত্মহারা হয়েছেন। কেউ বা বাস্তব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এমন অনেক কিছু আমদানী করেছেন, যা অবাস্তরের পর্যায়ে পড়ে। আবার রঙ্গমঞ্চেও দেশে দেশে তার ভাষ্য হয়েছে। সেই সব ভাষ্য নিয়ে মালা গেঁথে উপহার দিতে পারলে ভালই হোত, কিন্তু পণ্ডিতদের হাতে সেসব ছেড়ে দিয়ে এখানে এক কবির কয়েকটি

কথা উদ্ধৃত করছি। তিনি ইংলণ্ডের রাজকবি মেসফিল্ড। তিনি বলেন—

এই নাটক মহাকবির মনের একখানি চরম ছবি, পরম ছবি। এখানি নাটকীয় উৎকর্ষের চরমতায় এসে পৌঁচেছে বলে এ নাটকে যা আছে ; তা অন্য কোথাও নেই। অনন্য প্রতিভার জাদু বলে তিনি তাকে এমন ছকে এনে ফেলেছেন, যা আর কোথাও সম্ভব হয়নি। এমন কি ম্যাকবেথেও না, হ্যামলেটেও না।—রাজা লীয়ার অসীম শক্তিশালী, তাই তিনি অক্ষম আবার এই কারণেই তিনি নিয়তির পুতুলও। তিনি বলশালী বলেই জালে-বদ্ধ হয়েছেন, কিন্তু মারা যান নি। জাল পাকে পাকে জড়িয়ে ফেলবার আগেই তিনি জাল প্রায় ছিঁড়ে ফেলেছেন।

আমরাও কবির সঙ্গে একমত। জ্ঞানী হ্যামলেট বদ্ধ হয়েছেন জালে ; ভাবপ্রবন ওথেলো হয়েছেন ; মহামহিম বীর আন্তনি হয়েছেন সবাই বদ্ধ, হৃতশক্তি, নিয়তি মেনে নিয়েছেন। কিন্তু লীয়ার মানেন নি। এইখানেই তিনি পরম চরিত্র, পরম নায়ক !

প্রথম অঙ্ক

॥ এক ॥

আজকের দিনের সুসভ্য ব্রিটেন নয়, নয় ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের কেন্দ্র ইংলণ্ড। এ-ইংলণ্ডকে জানতে হলে চলে যেতে হবে সুদূর অতীতে। আদি পৃথিবীর জলা জঙ্গল থেকে সবে সে উঠে এসেছে। তখনো ইতিহাসের পাতায় এসে সে দেখা দেয়নি, আছে প্রাগৈতিহাসিকের পাতায়। তখনো সীজার আসেন নি তাঁর দিগ্‌বিজয়ে, রাণী বডেশিয়া মাতৃভূমি রক্ষার জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন দেন নি। ব্রিটেন তখন আদিম কালে, আদিম তখন তার সমাজ। আর সেই সমাজে ঘুরে বেড়ায় আদিম মানুষ—তারা দুর্দম, তারা বর্বর, তারা পুরোপুরি আদিম। তখনো তাদের রক্তে আছে বানর আর বাঘের উত্তরাধিকার, রাজা তখন গোষ্ঠীপতির স্থান জুড়ে বসেছেন, সামন্তরাজ রূপে আবির্ভূত হয়েছেন, তবু তাঁদের বর্বরতা এখনো সামন্ত সজ্জার ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়ে ক্ষণে ক্ষণে—তাদের পশুধর্ম্ম প্রবল হয়ে উঠে, মানুষ নাম ঘুচে যায়।

এমনি দিনের ব্রিটেনে আমাদের নাটকের যবনিকা উঠল। রাজা লীয়ার তখন সিংহাসনে—ইনি উপকথার রাজা, নায়ক, অশীতিপর বৃদ্ধ। তাঁরই প্রাসাদে আমরা এসে হাজির হলাম। এখানে এসে মিলেছেন কেণ্ট, গ্লস্টারের সামন্ত ও ডিউকগণ, আর তাঁদের সঙ্গে আছেন গ্লষ্টারের জারজ পুত্র এড্‌মণ্ড। এই জারজপুত্র শুনে চমকে যাবেন না পাঠক। সেকালে জারজপুত্রও পুত্রের অধিকার প্রাপ্ত না হোক, তারাও পুত্র বলে গণ্য হোত। আর এই জারজ সন্তানেরাও ছিটেফোঁটা উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হোত না।

এঁরা একটি কক্ষে বসে আলোচনা করছেন। সমস্ত জমিদারের দল রাজার অনুগৃহীত জীব। তাই তাঁদের আলোচনার বিষয়ও রাজা স্বয়ং। রাজা কাকে বেশী ভালবাসেন, এবং কাকে মুক্তহস্তে অনুগ্রহ বিতরণ করেন, কার উপরে নেকনজর—এই তাঁদের আলোচনার বিষয়।

কেণ্টের ডিউক বললেন, মনে হয়েছিল, রাজা কর্ণওয়ালের চেয়ে আলবানীর ডিউককেই বেশী ভালবাসেন।

গ্লস্টার বললেন, আমারও তাই মনে হোত; কিন্তু রাজ্যের ভাগ-বাটোয়ারায় এখন বোঝা গেল, কার উপরে তাঁর টান।

কেণ্ট এডমণ্ডকে দেখিয়ে শুধালেন, এ আপনার ছেলে না?

গ্লস্টার উত্তর দিলেন, হাঁ, ওর পরিচয় দিতে গিয়ে বহু লজ্জা পেয়েছি, এখন আর পাইনে। সয়ে গেছে। আপনি কি একে দোষ মনে করেন?

দোষ হলেও দোষ স্খালন করতে চাইনে, কেননা, এর ফল তো ভালই। যোগ্য ছেলে হয়েছে।

গ্লস্টার এড মণ্ডকে বললেন, এঁকে চেন তো?

তিনি কেণ্টের ডিউকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

এমন সময় ভেরী বেজে উঠল। মহারাজ আসছেন।

রাজা লীয়ার তাঁর দুই জামাতা কর্ণওয়াল ও আলবেনীর ডিউক, রাজার তিন কন্যা গনেরিল, রিগান ও কর্ডেলিয়া এসে প্রবেশ করলেন। কর্ডেলিয়া অনূঢ়া। সঙ্গে অনুচর-অনুচরীরাও আছে।

রাজা এসেই গ্লষ্টারকে বললেন, ফ্রান্স আর বার্গাণ্ডির সামন্ত-রাজগণের অভ্যর্থনার আয়োজন করতে। গ্লষ্টার আদেশ শিরোধার্য করে পুত্রকে নিয়ে চলে গেলেন।

এবার লীয়ার কক্ষে স্থাপিত সিংহাসনে এসে বসলেন, এবার আমাদের গোপন মন্ত্রণা শুরু হবে। মানচিত্রখানা দাও। আমার রাজ্য আমি তিনভাগে বিভক্ত করেছি। কর্ণওয়াল আর আলবেনী—

তোমরা আমার জামাতা, আমার পুত্রেরই সমান। আমার দানপত্র প্রস্তুত, আমার কন্যাদের যৌতুক ধার্য -- ভবিষ্যৎ বিবাদ বোধহয় দূর হল। বার্গাণ্ডি আর ফ্রান্সের রাজারা আমার কনিষ্ঠা কন্যার প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী—তাঁরা বহুবার আমার দরবারে এসেছেন, আজও তাঁরা আগত। আজ তাঁদের আমি উত্তর দেব। এখন বল কন্যাগণ, তোমরা কে আমাকে সব চেয়ে বেশি ভালবাস? যে সব চেয়ে বেশী ভালবাসবে, তাকেই দেব সব চেয়ে বেশি। জ্যেষ্ঠা কন্যা গনেরিলের দিকে তাকিয়ে বললেন, গনেরিল, তুমি আমার বড়, তুমি আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা, তুমিই প্রথম বল!

গনেরিল উত্তর দিলেন, আপনাকে আমি এত ভালবাসি, কথায় যার বর্ণনা চলে না। আমার দৃষ্টিশক্তি, পৃথিবীর এই অসীম বিস্তার, আমার এই স্বাধীনতা, আমার জীবন, সৌন্দর্য আমার সব চেয়ে কাম্য। আমি ওদের চেয়েও আপনাকে ভালবাসি। সন্তান কখনো এমন ভালবাসেনি পিতাকে, পিতা কখনো এমন ভালবাসা পান নি। এ ভালবাসা তো নিঃশ্বাসে বা কথায় প্রকাশ করা যায় না!

এই কথা শুনে আপন মনে কর্ডেলিয়া বললেন—সে কি করবে? সে ভালবাসবে নীরবে।

লীয়ার আনন্দিত, তিনি মানচিত্রের উপর আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন, এই খান থেকে এইখান পর্যন্ত তোমার আর আলবেনীর। এই যে ছায়াঘন বন, এই যে সমৃদ্ধ প্রান্তর, ওই বহু নদী প্রবাহিত ভূ-ভাগ পেলে তোমরা। আমার দ্বিতীয়া কন্যা কি বলবেন? কি বলবেন কর্ণওয়াল-ঘরণী? বল—তোমার কথা বল?

রিগান উত্তর দিলে, আমার ভগ্নীর মতোই একই ধাতুতে আমি গড়া। তাই তাঁরই মতো আমার উত্তর। কিন্তু আমার ভগ্নী বড় সংক্ষেপে বলেছেন—আপনাকে ভালবাসা ছাড়া আমার আর কোন আনন্দই নেই।

কর্ডেলিয়া আপন মনে বলে উঠলেন—বেচারী কর্ডেলিয়া—কি হবে তোমার? কিন্তু আমি তো জানি আমার জিভ যা বলবে—তার চেয়ে কত গভীর আমার ভালবাসা।

লীয়ার সন্তুষ্ট, তিনি বললেন, আমার রাজ্যের দ্বিতীয় ভাগ দিলাম তোমাকে আর তোমার উত্তরাধিকারীদের। গনেরিল যা পেয়েছে, তার চেয়ে কম নয়! এবার আমার সর্বকনিষ্ঠা কন্যার পালা। তুমি সর্বশেষ হলেও তো কারো চেয়ে কম নও! তোমার ভালবাসার কামনায় ফ্রান্সের আঙুর বাগিচা আর বার্গাণ্ডীর প্রান্তর অধীর। তুমি এমন কি কথা বলতে পার, যাতে তোমার ভগ্নীদের চেয়েও সমৃদ্ধ জনপদ তোমার ভাগ্যে জুটবে!

কর্ডেলিয়া মৃদুস্বরে জানালেন, প্রভু, আমার তো কিছু বলবার নেই।

কিছু নেই! বিস্মিত হলেন লীয়ার।

না।

লীয়ার ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ, বললেন, নেতির ফল নেতি। আবার বল কন্যা!

কর্ডেলিয়া স্পষ্টভাষিনী, চাটুকারীতায় তাঁর মন সায় দেয় না। তাই বললেন, আমি তো অন্তরকে মুখে ভাষা দিতে পারিনে। আপনার সঙ্গে আমার যা সম্পর্ক সেই অনুসারেই আপনাকে ভালবাসি। তার চেয়ে বেশি বা কম আমার ভালোবাসা নয়।

রাজা ক্রোধে জ্বলে উঠলেন; তবু রাজকীয় সংযমে ক্রোধ দমন করে বললেন, কর্ডেলিয়া, তোমার বাক্য সংশোধন কর কন্যা, নচেৎ তোমার দুর্ভাগ্য এসে দেখা দেবে।

কর্ডেলিয়া অকম্পিত স্বরে উত্তর দিলেন, প্রভু, আপনি আমার জন্মদাতা, আপনি লালনকারী—আপনি স্নেহশীল; আমিও তার প্রতিদান দিচ্ছি। আপনাকে আমি মানি, ভালবাসি, শ্রদ্ধা করি। আমি যাঁকে বিবাহ করব, তিনিও আমার অর্দ্ধাঙ্গ হবেন

—তাঁকে আমার ভালবাসা দিতে হবে, আমার কর্তব্য তাঁর প্রতিও থাকবে। আমার ভগ্নীদের মতো পিতাকে সব ভালবাসা নিঃশেষ করে দিয়ে আমি তো নিস্ব হয়ে স্বামীর কাছে যাব না!

কর্ডেলিয়ার উক্তি আজকের বিত্তবান পিতাও কি সর্বান্তকরণে গ্রহণ করবেন? অন্য দেশে হলে কি হবে, জানি না, আমাদের দেশে আজও সামন্ত-প্রথার যে ভগ্নাবশেষটুকু রয়ে গেছে, তাতে পিতার প্রতি কন্যার মমতায় অনেকখানি খাদ মিশে আছে। হিন্দুকোডবিল সে খাদ ঘুচিয়ে দিতে চাইলেও পারছে না। এখনো সনাতনীদের জিগির উঠছে এরই বিরুদ্ধে। কোন কোন রাজ্য একে বাতিল করেও দিতে চাইছেন। লীয়ার আদি যুগের, প্রায় বর্বর যুগের মানুষ, তার উপরে সামন্ত-মহিমার প্রতিভু—তিনি তো ক্রোধান্ধ হয়ে উঠবেনই, কিন্তু তবু নিজের সম্ভ্রম-বোধ হারালেন না-বলে উঠলেন—

এ কি তোমার অন্তরের কথা কন্যা?

নির্বাত নিষ্কম্প দীপশিখার মতো অচঞ্চল কর্ডেলিয়া উত্তর দিলেন ধীর স্বরে—হ্যাঁ, প্রভু।

কি—বয়সে এমন তরুণ—অথচ এমন নিষ্ঠুর!

হ্যাঁ—প্রভু, বয়সে তরুণ আর তাই সত্যের সেবিকা।

লীয়ারের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল, তিনি বলে উঠলেন—বেশ তবে তাই হোক! সত্যই হোক তোমার যৌতুক। ঐ সূর্যের উজ্জ্বল কিরণ, ডাকিনীর ইষ্টদেবী হেকেতীর আর তামসী রাত্রির রহস্য, গ্রহ-তারার আবর্তন—সবাইকে সাক্ষ্য রেখে বলছি—আজ থেকে পিতৃস্নেহ আমি বিসর্জন দিলাম। রক্তের সম্বন্ধ আজ থেকে আর রইল না। বর্বর শকের মতো—নয় তো নরমাসাংসী অসভ্যের মতো, নিজ সন্তান-খাদক অসভ্যের মতো হবে আমার হৃদয়।

কেন্ট এই উক্তি শুনে আর আত্মসংবরণ করে থাকতে পারলেন না, বলে উঠলেন—প্রভু!

রাজা লীয়ার তাঁকে বাধা দিয়ে বলে উঠলেন—থাক কেণ্ট! ড্রাগনের ক্রোধ জ্বলে উঠেছে, তার ভিতরে নিজেকে নিক্ষেপ কোরো না! আমি ওকে সব চেয়ে ভালবাসতাম। ভেবেছিলাম ওরই আশ্রয়ে আমি থাকব। যা—দূর হয়ে যা! ডাক—ফ্রান্স আর বার্গাণ্ডীকে ডাক—আমার রাজ্যের তৃতীয়াংশ কর্ণওয়াল আর আল-বেনীর—ওর গর্ব আর সত্যবাদীতার যৌতুক নিয়ে ও বিবাহ করুক! আমি দুই কন্যাকে দিলাম রাজ্য, তাদের আশ্রয়ে পালা করে আমি থাকব। শুধু নামে রাজা থাকব আমি—কিন্তু মুকুট নাও তোমরা।

মুকুট নিজের মাথা থেকে নামিয়ে দিলেন কর্ণওয়াল আর আলবেনীর হাতে।

কেণ্ট জ্ঞানী, তিনি বুঝলেন—এ রাজা লীয়ারের নির্বুদ্ধিতা। রাজা লীয়ার নিজে এক জগৎ সৃষ্টি করে সেখানেই বাস করেন, তাঁর আদর্শ নিয়ে তিনি চলেন। কিন্তু নখীদন্তী বাস্তবের সঙ্গে তাঁর কোন সম্বন্ধ নেই! অশীতিপর বৃদ্ধ রাজাকে তাই তিনি বাধা দিতে গেলেন।

কিন্তু রাজা বাধা মানলেন না, শুনলেন না, তিনি কেণ্টের দিকে তাকিয়ে বললেন,

কেণ্ট, ধনুক নুইয়ে গুণ পরিয়েছি, তীর ছুটেছে—সরে যাও!

কেণ্ট বলবো, সে-তীর এসে পড়ুক, আমাকে বিঁধে দিক! লীয়ার যখন উন্মাদ, কেণ্ট কেনই বা উদ্ধত হবে না? বৃদ্ধ রাজা কি করতে পার তুমি? তুমি কি মনে কর, কর্তব্যবোধে আমি কথা বলব না, যখন ক্ষমতা চাটুকারীতার কাছে মাথা নত করে, তখন তো বলতেই হবে,—তোমার ঐ নিয়তিকে বাধা দাও রাজা, বাধা দাও এই হঠকারীতায়! তোমার কনিষ্ঠা কন্যা তোমাকে তো কম ভালবাসেন না। তিনি তো ঐ শূন্যগর্ভ মানুষের মতো নয়, তাঁর ধীর স্বরে মিথ্যার ফঁকা-ফাঁকা বুলি ধ্বনিত হয় না।

লীয়ার উত্তেজিত হয়ে বললেন, কেণ্ট, যদি জীবনের মায়া থাকে, আর দ্বিরুক্তি কোরো না !

কেণ্ট অকুতোভয় : তিনি উত্তর দিলেন, আমার জীবন তো তোমার শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে আমি বাজী রেখেছি। তোমার নিরাপত্তার জন্য তাকে হারাতে তো আমার ভয় নেই।

যাও—দূর হয়ে যাও ! গর্জে উঠলেন রাজা লীয়ার।

কেণ্ট ধীর স্বরে বললেন, লীয়ার, এখনো চোখ চেয়ে দেখ ! তোমার দৃষ্টি হয়ে আমাকে থাকতে দাও।

লীয়ার উত্তেজিত হয়ে তরবারীর উপর হাত রাখলেন। আলবেণী ও কর্ণওয়াল সমস্বরে বাধা দিলেন—

ক্ষান্ত হোন প্রভু !

কেণ্ট তবু ধীর, স্থির ; তিনি বললেন, রাজা নিজের বৈদ্যকে হত্যা করে দুষ্ট মারণব্যাধিকে দিতে চাইছ দর্শনী। প্রত্যাহার কর শ্র আদেশ—এ-বিধান ! আমি বলব—তুমি অধর্মাচারী।

লীয়ার কেণ্টের এই ঔদ্ধত্যের জন্য আদেশ দিলেন, তাঁকে আজ থেকে দু'দিনের মধ্যে রাজ্য ছেড়ে চলে যেতে হবে। যদি দু' দিন পরে তাঁকে রাজ্যে দেখা যায়, প্রাণদণ্ড তার অবধারিত !

কেণ্ট অবিচলিত স্বরে বললেন, রাজা, বিদায় হই ! এখানে তো আর স্বাধীনতা নেই, এখানে এখন নির্যাতন। কর্ডেলিয়ার দিকে তাকিয়ে বললেন, কুমারী, তোমাকে দেখবেন দেবতারা। তোমার উচিত ভাবনা, উচিত বাক্য। তারপরে গনেরিল আর রীগানের দিকে তাকিয়ে বললেন—

আপনাদের কাজে যেন আপনাদের কথা প্রমাণিত হয়। কেণ্ট এবার বিদায় নিচ্ছে। নতুন দেশে নতুন করে সে গড়ে তুলবে তার জীবন !

কেণ্ট ধীরে ধীরে চলে গেলেন। অপর দিক দিয়ে প্রবেশ

করলেন ফ্রান্স আর বার্গাণ্ডির দুই রাজা। রাজা বার্গাণ্ডির আর ফ্রান্সের রাজাদের সম্ভাষণ জানিয়ে বললেন—

বার্গাণ্ডির অধিপতি—আপনি আমার কন্যার প্রণয়ের এক অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী। যে যৌতুক আমি দেব, তাতে কি আপনি রাজী—না প্রেমের এই প্রচেষ্টা থেকে বিরত হবেন ?

বার্গাণ্ডি জানেন রাজ্যের এক তৃতীয়াংশ তিনি বিবাহে যৌতুক পাবেন, তাই তিনি বললেন—আপনি যা দেবেন—তার বেশি আমি কামনা করি না।

এবার লীয়ার বললেন তাঁর বিধানের কথা। যখন কন্যা ছিল প্রিয়, তখন তার ছিল মূল্য। কিন্তু আজ তার মূল্য কমে গেছে ! আজ কন্যার প্রতি পিতা বিরূপ। তাকে যদি এখনো যোগ্যা ভাবেন তো গ্রহণ করতে পারেন।

সামন্ততন্ত্র তা চায় না; রাজ্যের সঙ্গে চাই কন্যা। তাই বার্গাণ্ডি রাজী হলেন না। এবার লীয়ার ফ্রান্সের অধিপতিকে কন্যা সমর্পন করতে চাইলেন। কর্ডেলিয়াকে দুশ্চারিণী বলে বুঝিবা তাঁর সন্দেহ।

কর্ডেলিয়া মর্ম্মাহত; পিতা তাকে এমন অপমানের ইঙ্গিত দিয়েছেন যাতে ফ্রান্সের ঐ কুমার তাকে দুশ্চারিণী ভাবতে পারে। তাই তিনি এবার বলে উঠলেন,

মহারাজ—আমার প্রার্থনা শুনুন, চাটুকারীতা আমি জানিনে, আমি যা মনে করি তাই বলি। আপনি সবাইকে জানিয়ে দিন, পাপাচার, হত্যা বা দুষ্কর্ম বা ব্যাভিচারের কারণে আমাকে আপনার ভালবাসা থেকে বঞ্চিত করেননি। যে কারণে আপনার ভালবাসা হারিয়েছি, তার জন্য আমার গর্ব। চোখের দৃষ্টিতে জিভের আন্দোলনে ভালবাসা জানাব, অন্তরে যে তার ছিটেফোঁটা থাকবে না—এমন ভালবাসা নেই বলেই তো আপনার স্নেহ থেকে আমি বঞ্চিত।

লীয়ার বলে উঠলেন—জন্ম না হলেই তোর ভাল ছিল—আমাকে দুঃখ দেবার জন্যই তোর জন্ম।

যৌতুক পাবে না বলে বার্গাণ্ডী সরাসরি অস্বীকার করে বসলেন; কিন্তু সামন্ততন্ত্রের ক্ষয়িষ্ণু কাঠামের মধ্যেও প্রকৃত মানুষ আছে।

বার্গাণ্ডীর কথা শুনে ফ্রান্সের রাজকুমার বলে উঠলেন,

আমি চাই তোমাকে কর্ডেলিয়া, তুমি সম্পদহীনা হলেও সম্পদশালিনী। তোমার গুণাবলীই তোমার সম্পদ। রাজা লীয়ারের দিকে তাকিয়ে ফ্রান্সের রাজকুমার বললেন, শুনুন্ রাজা,—আজ হতে আপনার যৌতুকবিহীনা কন্যা ফ্রান্সের রাণী।

লীয়ার গম্ভীর স্বরে বললেন, ফ্রান্স, তুমি ওকে গ্রহণ কর। এতে আমার কিছুই বলবার নেই। ও তো আমার কন্যা নয়, ওর মুখও আর দর্শন করব না! চল তোমরা—চলে এস বার্গাণ্ডী।

আবার ভেরী বাজল; লীয়ার বার্গাণ্ডীর রাজকুমার, কর্ণওয়াল, আলবেনী, গ্লস্টার ও পরিচারকবৃন্দসহ দরবার কক্ষ পরিত্যাগ করলেন। ফ্রান্সের রাজকুমার এবার কাছে এসে বললেন, কর্ডেলিয়া, তোমার ভগ্নীদের কাছে বিদায় গ্রহণ কর!

কর্ডেলিয়া গনেরিল ও রিগানের দিকে চেয়ে বললেন, ভগ্নীগণ, তোমরা পিতার অমূল্য নিধি, তোমাদের কাছে সজল চোখে আমি বিদায় জানাচ্ছি। আমি জানি তোমাদের, তোমাদের দোষ-ত্রুটি দেখাতে চাইনে। শুধু একটি মিনতি—তাঁকে ভালবেসো—তাঁকে তোমাদের হাতে সঁপে দিয়ে গেলাম। হায়, যদি তাঁর করুণা থেকে বঞ্চিত না হতাম, তাহলে তাঁর জন্যে এর চেয়ে উত্তম আশ্রয়েরই ব্যবস্থা করতাম।

রিগান কটু কণ্ঠে জবাব দিলে, আমাদের কর্তব্য শেখাতে এস না কর্ডেলিয়া!

গনেরিল রিগানের সুরে সুর মিলিয়ে বললে, তোমার ঐ প্রভুটিকে গিয়ে তুষ্ট কর—উনি তো মহা-সৌভাগ্যের দান হিসেবে তোমাকে গ্রহণ করলেন। কাউকে মানা তোমার স্বভাব নয়—তাই ভালবাসা যে চাইবে তার তুমি যোগ্য নও!

কর্ডেলিয়া উত্তর দিলেন, সময়ে ছল-চাতুরী ধরা পড়বে। তখন বোঝা যাবে কে ও কারা আড়াল করে রেখেছিল তাদের দোষ-ত্রুটি—আর তারাই হবে ঘৃণার-পাত্রী। তোমাদের ভাল হোক !

ফ্রান্স ডাকলেন, কর্ডেলিয়া তাঁর সঙ্গে চলে গেলেন।

গনেরিল এবার বললে, বোন, অনেক কথা আছে। আমাদের ছু'জনকে নিয়েই সে কথা। মনে হয় বাবা আজই চলে যাবেন।

হাঁ—রিগান বললে, উনি তোমার সঙ্গে যাবেন, পরের মাসে আমাদের পালা।

গনেরিল বললে, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কী পরিবর্তন হয়েছে দেখ ! আমাদের বোনটিকে তো তিনি সবচেয়ে বেশি ভালবাসতেন, এখন কত সামান্য কারণেই তাকে ত্যাগ করলেন ; ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।

রিগান উত্তর দিলে, এ ওঁর বুড়ো বয়সের দোষ। নিজের মতিগতির ঠিক নেই।

তা যখন তিনি সুস্থ-সবল ছিলেন, তখন তো এমনি রেগে উঠতেন ; ওঁর এখন তো আবার বয়েস হয়েছে—শুধু অনেক দিনের অভ্যেস আর দোষ ত্রুটিগুলিই এখন দেখা দেবে না, দেখা দেবে বুড়ো বয়সের উদ্ভট খেয়াল, আর স্বেচ্ছাচার।

ওঁর কাছ থেকে কেন্টকে তাড়ানোর মতো এমনি সব খাম-খেয়ালিপনাই পাব।

বিদায়ের সময় পিতা ফ্রান্সের সঙ্গেই কি ভাল ব্যবহার করলেন !—শোন বলি, আমাদের জুটি বাঁধতে হবে, একসঙ্গে চলতে হবে। উনি যদি এমনি কর্তৃত্ব করতে থাকেন, তাহলে ওঁর ওয়ারিশান হয়ে আমরা শুধু ছুর্ভোগই ভোগ করব।

আচ্ছা, এ নিয়ে পরে ভাবা যাবে।

না, না, গরম গরম উপায় ঠাওরানোই ভাল।

গনেরিল আর রিগান চলে গেল।

প্রথম দৃশ্য এমনি করেই শেষ হল। রাজা লীয়ার নিয়তির জালে জড়িয়ে পড়লেন। যে তাঁকে ভালবাসে, সেই কন্যাকে দূরে ঠেলে দিলেন; আর যারা ভালবাসে না, তাদের ছলনাকেই সত্য বলে মনে করলেন। নিয়তি তাকে পাঁকে পাঁকে জড়িয়ে ধরল। তিনি নিয়তির খেলনা হলেন। আর খেলনা হল গনেরিল ও রিগান। তারা হল নিয়তির হাতিয়ার। তারা উদ্ধত চাবুক। তারা উপলক্ষ্য হয়ে লীয়ারকে চরম পরিণতির দিকে নিয়ে যাবে। ম্যাকবেথের ডাইনীরা তো শুধু নির্দেশ দিয়েছিল,—এ তো শুধু নির্দেশ নয়। নিয়তি তাদের দিয়ে খেলাবে খেলা, তারই ভিত্তি আজ রচিত হল রাজার অপরিনামদর্শিতায়, তাঁর নির্বুদ্ধিতায়। আমরা এবার সেই নিয়তির খেলাই দেখব। চলুন পাঠক, আমরা প্রস্তাবনা থেকে চলে যাই কাহিনীর অন্তঃস্থলে, প্রথম অঙ্ক থেকে পঞ্চম অঙ্ক বা পরিণতি পর্যন্ত চলুক আমাদের অভিযান—দেখি কি হয়? নিয়তি কি খেলা খেলে রাজা লীয়ারকে নিয়ে!

॥ দুই ॥

তার পর দিন। রাজা লীয়ারের দরবার থেকে আমরা এলাম গ্লস্টারের প্রাসাদদুর্গে। মধ্যযুগের প্রাসাদ-দুর্গ। পরিখা দিয়ে ঘেরা। সেই পরিখা পার হলে দুর্গ। সেখানে সশস্ত্র প্রহরীর দল। তারা সঙ্কেত পেলে তবে ফটক খোলে। তারপর সদর ফটক পেরিয়ে দ্বারের পর দ্বার অতিক্রম করে আসতে হয় অভ্যন্তরে। মধ্যযুগের সামন্ত পরিবেশে ঘেরা, এখানে বর্ম শিরস্ত্রাণ পরিহিত বীর যোদ্ধার দল আছেন, আছেন, সামন্ত জমিদার তাঁর স্ব-মহিমায়। এই প্রাসাদ দুর্গ এমনি সারা ব্রিটেন জুড়েই আছে, কোথাও দুর্গস্বামীর নাম কেণ্টের জমিদার, কোথাও বা তিনি গ্লস্টার। রাজ-দরবারে এই জমিদারদের আমরা দেখেছি। এবার আমরা এলাম গ্লস্টারের প্রাসাদ-দুর্গে।

প্রাসাদদুর্গের দীর্ঘ অলিন্দে এড্‌মণ্ড একখানা চিঠি হাতে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এড্‌মণ্ড জারজ সন্তান, সমাজে সে হেয়, ঘৃণিত—তাই তার ক্ষোভ। ধর্মপত্নীর গর্ভে তার জন্ম নয়—এই তো তার একমাত্র দোষ। তাই তার মন বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে।

কেন নীচ হব আমি? আমার মনে আছে উদারতা, আমার দেহে আছে সুঠামতা, তবে কেন আমি জারজ? কেন আমাকে নীচ, হীন বলে দূরে সরিয়ে রেখেছ? বেশ—যদি তাই হয়—এড্‌গার, তোমার ভূ-সম্পত্তি আমি ছিনিয়ে নেব। আমাদের পিতা তো এড্‌গার আর এড্‌মণ্ড দু'জনেই ভালবাসতেন। সু-পত্নীর গর্ভজাত আর উপ-পত্নীর গর্ভজাত দু'জনেই তাঁর কাছে সমান। এই চিঠি-পত্রে যদি কাজ হয়—জারজ এড্‌মণ্ড সু-জাত এডগারকে পরাস্ত করবে। হে স্বর্গের দেবতা, তোমরা আমাকে দয়া কর, আমার সহায় হও!

এমন সময় এড্‌মণ্ডের পিতা গ্লস্টার এসে প্রবেশ করলেন।

তিনি আপন মনে ভাবছেন নির্বাসিত কেণ্টের কথা। রাজার নির্বোধ খেয়ালেও তিনি ভাবিত। তাই এতক্ষণ তিনি এড্‌মণ্ডকে দেখেন নি। এবার দেখে বলে উঠলেন,

এই যে এড্‌মণ্ড! কি সংবাদ?

সে তাড়াতাড়ি চিঠিখানি জোব্বার ভিতরে লুকিয়ে ফেলে বললে, না—সংবাদ নেই।

কার চিঠি পড়ছিলে?

না তো!

কি কাগজ পড়ছিলে বল!

আজ্ঞে—না তো!

আমাকে চিঠিখানা দাও!

এড্‌মণ্ড উত্তর দিলে, দিলেও দোষ, না দিলেও দোষ। চিঠির বয়ানই দোষে ভরা।

গ্লস্টারকে সে পত্রখানা বার করে দিলে।

গ্লস্টার পড়তে লাগলেন।

এডগার লিখেছে এড্‌মণ্ডকে। বৃদ্ধ বয়সে জমিদারী ভোগ করার তার ইচ্ছে নেই। যৌবনেই চাই জমিদারী। কিন্তু সে তো পিতার মৃত্যুর উপর নির্ভর করছে। তাই এড্‌মণ্ডকে লিখেছে—তাকে সে অর্ধেক সম্পত্তি দিতে রাজী—সে যদি তার কথা শোনে। গ্লস্টার পত্র পড়ে উত্তেজিত হয়ে উঠলেন; তিনি শুধালেন, এ পত্র কখন পেলে? পত্রবাহক কোথায়?

এড্‌মণ্ড বললে, খোলা জানালা দিয়ে ফেলে দিয়ে গেছে ঘরে।

এ এড্‌গারের হাতের লেখা?

তার হাতের লেখা, কিন্তু মনের সায় নেই।

গ্লস্টার শুধালেন, তোমাকে আগে কিছু বলেননি এড্‌গার?

না। তবে তিনি একথা প্রায়ই বলেন, বাপ বৃদ্ধ হলে পুত্রের শাসনে থাকাই উচিত, পুত্রই তখন তাঁর সম্পত্তি দেখবে।

গ্লস্টার ক্রোধে চিৎকার করে উঠলেন—ওরে পাপিষ্ঠ ! ওর মনের ভাব তো পত্রের ছত্রে ছত্রে আছে। পশু সে—না, না, পশুর চেয়েও অধম ! যাও, তাকে নিয়ে এস ! কোথায় সে ?

এড্‌মণ্ডের ষড়যন্ত্র সফল, সে তবু মুখে নিরীহভাব এনে বললে, আমি তা জানিনে ! কিন্তু আমার মনে হয়, তার মন জেনে তবে যা হয় করা উচিত। তা নাহলে আপনার মানহানি হবে, আর তিনিও বাধ্যতায় জলাঞ্জলি দেবেন। আমার মনে হয়, আমার পিতৃভক্তি পরীক্ষা করতেই তিনি এমন ধারা করেছেন, এতে আর কোনো মন্দ অভিপ্রায় নেই।

তোমার তাই মনে হয় ?

আপনি যদি পরীক্ষা করতে চান, আমি বন্দোবস্ত করে দেব। আমাদের মধ্যে যখন কথা হবে, এমন জায়গায় আপনি থাকবেন—যেখান থেকে সবই শোনা যায়। আর দেরীও করব না—আজ সন্ধ্যায়ই জানতে পারবেন।

না, না, এমন অধম সে হবে না !

নিশ্চয়ই নয় !

বাপ তাকে স্নেহ করে, ভালবাসে ! আর সে ! না, না, এড্‌মণ্ড তুমি তাকে নিয়ে এস, তারপরে, যা হয় কর। আমি তো কর্তব্যে বিচলিত হব না। গ্লস্টার অধীর হয়ে উঠলেন ক্রোধে।

এখনই যাচ্ছি। আপনাকে সবই জানাব। এড্‌মণ্ড বললে।

সূর্য আর চন্দ্রগ্রহণ সম্প্রতি ঘটে গেছে, সংস্কার-বশে তারই উপর জোর দিলেন গ্লস্টার। এসব ঐ গ্রহদেরই কীর্তি। বিজ্ঞান এ নিয়ে তর্ক তুলতে পারে, কিন্তু মানুষের জীবন এর ফল তো মহা অনিষ্ট নিয়ে এল ! এই গ্রহণের ফলে ভালবাসা শীতল হয়ে যায়, বন্ধুত্বের বন্ধন খসে পড়ে, ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হয়,

বিদ্রোহ দেখা দেয়, রাজপ্রাসাদে ষড়যন্ত্রের জাল বোনা হয়, বাপ আর ছেলের মধ্যেও বিচ্ছেদ ঘটে। তিনি রুদ্ধকণ্ঠে বলে উঠলেন—সুদিন চলে গেছে। এখন শুধু ষড়যন্ত্র, বিশ্বাসঘাতকতা—বিশৃঙ্খলা এই নিয়েই কবরে যেতে হবে। এড্‌মণ্ড—ঐ দুরাত্মাকে খুঁজে বের কর! তাতে তোমার ক্ষতি নেই। হায়, এই তো নিয়ম? সাধু কেণ্ট নির্বাসিত—এই তো তাঁর অপরাধ—তিনি সত্যবাদী। অদ্ভুত এই নিয়ম—অদ্ভুত! উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটে চলে গেলেন গ্লস্টার।

এড্‌মণ্ড হাসল। এইতো সংসারের মজা! যখন বরাত খারাপ হয় কর্মফলে, তখন গ্রহ-নক্ষত্রদের দায়ী করি, দুষি। আমরা দায়ে ঠেকে পাপ করি, পাপী হই—কিন্তু স্বর্গের দেবতাদের চাপে বোকা বনে যাই; চোর বা বিশ্বাসঘাতক হই; গ্রহ-নক্ষত্রের বিপর্যয়ে—মাতাল, মিথ্যাবাদী, লম্পট হতেও বাধে না। আমাদের পাপ তো দেবতাদের মরজিতে জোর করে চাপানো। এমনি করেই তো মানুষ আত্ম-প্রতারণা করে, সে গ্রহ-নক্ষত্রের উপর নিজের মনকে চাপিয়ে বসে থাকে। আমার নক্ষত্র যদি আমার জন্মস্থানে বসে হাসত, আমি তো এমনিই হতাম।

এড্‌মণ্ডের মুখ দিয়ে মধ্য যুগের ফলিত-জ্যোতিষ-বিদ্যার বিরুদ্ধে এমনি করেই মহাকবি বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। এড্‌মণ্ডের কথা আজকের যুগেও কি সত্য নয়?

এমন সময় দেখা গেল, এড্‌গার আসছে।

তাকে দেখে সে বলে উঠল, পুরানো কমেডীর নটের মতো সে আসছে।

এড্‌গার এসে ঢুকল।

কি খবর ভাই এড মণ্ড? কিন্তু ভাবছ?

এড্‌মণ্ড উত্তর দিলে, ভাবছি—এই গ্রহণের ফল কি হবে! এই সেদিন পড়ছিলাম।

ঐ কথা ভাবছ?

কিন্তু বড়ই অশুভ কথা। ঠিক ঠিক সে গুলো মিলে যাচ্ছে। মড়ক, অভাব, ধ্বংস, উপদ্রব—সবই তো হচ্ছে।

তুমি কবে থেকে এমন জ্যোতিষ শাস্ত্রের ভক্ত হলে? এড্‌গার শুধালে।

এড্‌মণ্ড কথা ঘুরিয়ে বললে, বাবার সঙ্গে কবে তোমার শেষ দেখা হয়েছে?

কাল রাতে।

কথা হয়েছে?

দু'ঘণ্টা ধরে।

কোন অসন্তোষ লক্ষ্য করনি?

না।

এড্‌মণ্ড বললে, ভেবে দেখ, তাঁর বিরাগের কারণ হয়েছ কিনা! আমার পরামর্শ শোন—কয়েকদিন তাঁর কাছেও ঘেঁষো না। তা'হলেই অসন্তোষের উত্তাপ কমে যাবে। এখন তো তিনি অগ্নিমূর্তি—তোমাকে দেখলে তা কমবে তো না-ই, বরং বেড়ে ওঠবে।

তা'হলে কোন পাপিষ্ঠের এই কাজ! এড্‌গার মন্তব্য করলে।

হাঁ, তাই মনে হয়। তাই বলি, ক্রোধের উত্তাপ না কমা অবধি তাঁর সামনে যেয়ো না! আমার সঙ্গে আমার বাড়ীতে চল। সেখান থেকে সময় মতো আমি বাবার কাছে নিয়ে যাব। এই আমার চাবি নাও, বাইরে বেরুলে সশস্ত্র বেরিয়ো!

সশস্ত্র—কেন?

তোমার ভালর জন্যই আমি বলছি।

তোমার কাছ থেকে কি শীগ্‌গীরই খবর পাব?

নিশ্চয়; আমি তোমার সহায় রইলাম।

এড্‌গার চলে গেল। এডমণ্ডের ষড়যন্ত্র সফল হতে চলেছে। যে-নিয়তি লীয়ারকে তার জালে জড়িয়ে ধরেছে, সেই নিয়তি

আজ তার সভাসদেরও। নিয়তির জাল ছড়িয়ে পড়েছে। সেই জালে বদ্ধ হতে চলেছেন গ্লস্টার, এডগার; এডমণ্ড উপলক্ষ্য মাত্র। সে-জারজ সন্তান, সে চায় সন্তানের অধিকার। কিন্তু সমাজ কোনকালেই তা দেয় নি, দেবে না। তাই তার হীনমন্যতাই তাকে ষড়যন্ত্রের কুটিল চক্রে টেনে নিয়ে গেছে। জন্ম তাকে যা দেয় নি, দিতে পারেনি; সে তা অধিকার করবে বুদ্ধিবলে।

॥ তিন ॥

গ্লস্টার পার্শ্বচরিত্র, তাঁর জীবনে উপ্ত হল নিয়তির বীজ। সমাজ-ব্যবস্থার অসম বিন্যাসের মধ্যে আছে এই নিয়তি। সেই নিয়তি তাকে টেনে নিয়ে চলেছে, তাকে ত্যাগ করে এবার আমরা আল-বেনীর সামন্তরাজের প্রাসাদে এলাম। ইনি রাজা লীয়ারের জামাতা; তাঁর রাজ্যের উত্তরাধিকারী—গনেরিলের স্বামী। রাজা লীয়ার এখন তাঁদের ভাগে। তাঁদের পালা চলেছে। কিন্তু ভাগের মা গঙ্গা পায় না, ভাগের বাপও পায় না! তাই বাপের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ধূমায়িত হয়ে উঠেছে গনেরিলের মনে। গনেরিল আর তার অনুচর অসওয়াল্ড লীয়ার সম্পর্কেই আলাপ করছিল।

গনেরিল বললে, ওঁর ঐ ভাঁড়টাকে আমার একজন অনুচর ভৎর্সনা করেছে বলেই কি তিনি তাকে আঘাত করেছেন?

হাঁ—রাণী—মা!

রাতদিন উনি আমাকে জ্বালাচ্ছেন। একটার পর একটা অন্যায় তিনি করে চলেছেন আর তাতে আমরা মুশকিলে পড়ছি। আমি এসব সইব না। ওঁর অনুচরের দল উচ্ছৃঙ্খল, আমাদের তুচ্ছ ব্যাপারে ভৎর্সনা করছেন। শিকার থেকে বাবা আজ ফিরুন, আমি ওঁর সঙ্গে কথা কইবো না। বোলো—আমার অসুখ; যদি ওঁর সেবায় ত্রুটি ঘটে—তার জন্য দায়ী থাকব আমি।

শিঙাধ্বনি শোনা গেল নেপথ্যে।

অনুচরটি বললে, ঐ উনি আসছেন।

গনেরিল বললে, তাহলে তোমরা সেবায় অবহেলা করবে, তোমাদের ভয় নেই। আমি করব জবাবদিহী। যদি ওঁর পছন্দ না হয়, আমার বোনের কাছে চলে যাবেন। আমি তো জানি তার মনের ভাব-খানা। তার মনের ভাবও আমার চেয়ে ভিন্ন নয়। নিষ্কর্মা বুড়ো,

সব ক্ষমতা সঁপে দিয়ে এখন আবার কর্তৃত্ব করতে চায়। বুড়োরা দেখছি আবার শিশু হয়ে যায়! ওদের যেমন আদর দিতে হয়, তেমনি ধমকে ওদের চালাতে হয়—যা বলেছি মনে রাখবে।

তাই হবে মহারাণী! অনুচরটি মাথা নোয়ালে।

গনেরিল আবার স্মরণ করিয়ে দিলে ওঁর সঙ্গোপাঙ্গদের সঙ্গেও ভাল ব্যবহার করবে না। যা হয় হোক, ঘাবড়াবে না। তোমার লোকদের বলে দিয়ো এমন সব ঘটনা সৃষ্টি করবে, যাতে বাবাকে কিছু বলার সুযোগ পাই।

বোনকেও চিঠি দিচ্ছি আমার মতো করতে। যাও—খানা দাও গে!

॥ চার ॥

আলবেনীর প্রাসাদের প্রশস্ত হলঘর। সেই হলঘরে এসে প্রবেশ করলেন ছদ্মবেশী কেণ্টের ডিউক। তিনি প্রভুভক্ত। নির্বোধ রাজা নিজের যে সর্বনাশ করলেন তার ফল দেখতেই তিনি এখানে এসেছেন। প্রতিকার তাঁর ইচ্ছা, যদি পারেন তো করবেন। ছদ্মবেশ ধরেছেন, কণ্ঠস্বর বদলাতে পারলেই তাঁর কার্যসিদ্ধি হয়। তা হলেই নির্বাসিত কেণ্ট তাঁর প্রাণের প্রভুর সেবা করতে পারবেন। আর সেই সেবায় প্রভু বুঝবেন তাঁর মূল্য।

ভেরী বাজানোর শব্দ হোল, রাজা লীয়ার তাঁর সভাসদবর্গ ও অনুচরগণ সহ প্রবেশ করলেন

লীয়ার এসেই আদেশ দিলেন, আহারের যেন বিলম্ব না হয়। যাও খানা দাও গে!

অনুচর চলে গেল। রাজা লীয়ারের এবার দৃষ্টি পড়ল ছদ্মবেশী কেণ্টের দিকে। তিনি শুধালেন,

তুমি কে?

একজন মানুষ, কেণ্ট উত্তর দিলেন।

পেশা কি?

আমাকে যা দেখছেন, আমি তাই। আমাকে যিনি রাখবেন, তাঁরই সেবা করব। যিনি সৎ তাকেই ভালবাসব, জ্ঞানী যিনি তাঁর সঙ্গে আলাপ করব! কথা কইব কম!

তুমি কে?

একজন সৎমানুষ—আর রাজার মতই দরিদ্র।

লীয়ার হেসে বললেন, রাজা যেমন রাজা হিসাবে দরিদ্র, তুমি যদি প্রজা হিসেবে তেমনি দরিদ্র হও—তাহলে দরিদ্রই বটে। কি চাও?

চাই কাজ।

কি কাজ জান ?

কেণ্ট উত্তর দিলেন, পরামর্শ দিতে পারি, বলতে গিয়ে গল্পের রস মাটি করতে পারি, খোস খবর সোজাসুজি বলতে পারি। সাধারণ মানুষ যা পারে তা পারি। আর একটা কথা—খুব মেহনৎ করতে পারি।

লীয়ার শুধালেন, কত বয়েস তোমার ?

কেণ্ট একটু রহস্য করে বললে, আমার বয়স এমন নয় যে কোন মেয়ের গান শুনেই ভালবেসে ফেলব, আবার এমন বুড়োও নই যে মেয়ের পায়ে লুটিয়ে পড়ব। আমার আটচল্লিশ বছর বয়েস।

রাজা খুশী হয়ে তাঁকে চাকরীতে বহাল করলেন। তারপর হুকুম দিলেন, যাও বিদূষককে নিয়ে এস !

এমন সময় গনেরিলের প্রিয় অনুচর অসওয়াল্ড্ এসে ঢুকল।

রাজা শুধালেন—আমার মেয়ে কোথায় ?

অসওয়াল্ড বললে—আজ্ঞে—

রাজা রেগে উঠে বললেন—কি বলবে বল ! সবাই গেল কোথায় ? সারা দুনিয়াই ঘুমোচ্ছে না কি ?

একজন সভাসদ বললেন—ও বলছে আপনার কন্যা অসুস্থা।

ও আমার কাছে এল না কেন ?

সভাসদ বললেন, জানিনা কি হয়েছে প্রভু; তবে মনে হচ্ছে আপনার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হচ্চে—ডিউক আর আপনার কন্যা থেকে শুরু করে সবাই যেন কেমন হয়ে গেছেন।

তাই কি ?

আমার ভুল হতে পারে ! আপনার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হলে নীরব তো থাকতে পারি নে।

লীয়ার বললেন, তাহলে আমার ধারণার কথা বলি। কিছুদিন থেকেই আমি অতি ক্ষীণ অবহেলার একটা সুর লক্ষ্য করছি; ভেবেছি এ আমার তীব্র কৌতুহল, ওদের নিষ্ঠুর উদাসীনতা নয় ! বেশ—আমি দেখব, আমার বোকাটি কোথায় ? তাকে তো দু'দিন দেখিনি।

সভাসদ জানালেন, ছোট রাজকুমারী চলে যাবার পর থেকে তিনি শুকিয়ে যাচ্ছেন।

না, না, এসব চলবে না! যাও—গিয়ে আমার মেয়েকে বল—আমি ওর সঙ্গে দেখা করতে চাই। আর আমার বিদূষকটিকে ডেকে দিয়ে যেয়ো।

অনুচরেরা আদেশ পেয়ে চলে গেল।

অসওয়াল্ড একবার দেখা দিয়েই চলে গিছল, সে আবার এসে ঢুকল। রাজা তাকে ডেকে শুধালেন—আমি কে বল তো?

আমাদের রাণীমার পিতা।

রাজা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন,—আমাদের রাণীমার পিতা! ওরে রাজার নফর! ওরে কুকুর, ওরে দাস!

হুজুর, আমি ওসব কিছুই নই!

কি—আমার মুখে মুখে জবাব!

রাজা তাকে আঘাত করলেন।

আঘাত করবেন না, হুজুর!

কেণ্ট তাকে ল্যাং মেরে ফেলে দিয়ে বললে, দেখ্—কি করলাম!

লীয়ার খুশী হলেন। বললেন, তোমাকে আমি রাখব, তোমাকে ভালবাসব।

অসওয়াল্‌ডকে কেণ্ট তুলে বললে, উঠুন মশাই! আপনাকে সহবৎ শেখাব। আসুন! এই বলে গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দিলে।

এমন সময় বিদূষক এসে প্রবেশ করল।

এস—এস! রাজা বলে উঠলেন। কেণ্টকে বললেন, তোমার পুরস্কার নাও! তাকে কয়েকটি মুদ্রা দিলেন!

বিদূষক তার মাথার গেলাসের মতো মস্ত টুপিটা খুলে কেণ্টের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন—ওকে আমিও আমার এই মাথার টুপিটা বকশিস দিলাম।

কেন ও-বকশিশ্ দিচ্ছেন ভাঁড়-মশাই? কেণ্ট শুধালেন।

বিদূষক হেসে বললে, যাঁর ভাগ্য মন্দ, তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছ বলে। তুমি আমার টুপীটা নাও! এই লোকটি দুটি মেয়েকে তাঁর যথাসর্বস্ব দান করেছেন। যে মেয়েটি পিতৃভক্ত তাকে ভুল বুঝে তাড়িয়েছেন। ওঁর সঙ্গে যদি থাকতে হয়, তাহ'লে এই গাধার টুপী পরতেই হবে। আহা—আমার যদি দুটো মেয়ে আর দু-দুটো গাধার টুপী থাকত!

কেন? রাজা লীয়ার শুধালেন।

আমার যথাসর্বস্ব দিয়ে দু-দুটো গাধার টুপী নিয়ে থাকতাম্। আমারটি নিন মহারাজ—আর একটি মেয়েদের কাছ থেকে চেয়ে নেবেন।

রাজা বললেন, চাবুকের কথা মনে রেখো।

তা সত্য তো কুকুর—তাকে চাবুক মেরে তাড়াতেই হবে।

কি বলছ!

তাহলে শুনুন এক বক্তৃতা,

ওগো খুড়ো—ওগো খুড়ো
নজর রাখো বুড়ো।
বাইরে যা দেখালে, বেশী যেন থাকে,
যা জানো তার চেয়ে কম যেন বকে!
যা ধার করবে, তার চেয়ে ধার দেবে কম
হাঁটার চেয়ে ঘোড়ায় জোর কদম।
বিশ্বাস কর না কর
শিখবে বেশী
বাজী রাখবে কম।
পাশা চালবে বেশী।

এতো কিছুই নয়। রাজা বললেন।

তাহলে এ বিনে-পয়সার উকিলের বক্তৃতা—বিদূষক জবাব দিলে। আপনি আমাকে কিছু দেন নি—তাই এই ফল হল। আপনি এই কিছু-না কে কাজে লাগাতে পারেন না খুড়ো!

লীয়ার বললেন, না হে, যখন কিছু নেই—তার থেকে কিছু গড়ে তোলা যায় না।

বিদূষক কেণ্টকে বললেন—আপনি মশাই বলুন তো—ওঁর রাজ্যের রাজস্ব কি হয়?

লীয়ার বললেন—তুমি বড় তিক্ত ভাঁড়!

তিক্ত আর মধু ভাঁড়ে তফাৎ কি আপনি জানেন?

না।

তাহলে শুনুন! বিদূষক আবার ছড়া কাটলে,

যে তোমারে শেখালে রাজ্য ছাড়তে
তাকে এনে বসাও আমার পাশে,
যদি নিজে না পার বসতে
তাহলেও তেঁতো আর মধু ভাঁড় হবে হাজির।
একজন তো জোব্বা পরে হেথায় আছে
আর একজন হোথায় আছে।
কেউ তো নয় গরহাজির।

রাজা শুধালেন, আমাকে কি বোকা বলছ?

আপনি তো সব খেতাব বিলিয়ে দিয়েছেন; শুধু ঐটেই জন্ম থেকে আছে।

প্রভু—এ তো বোকা নয়—কেণ্ট বললেন।

বিদূষক বললে, না, না, হোমরা-চোমরারা আমাকে বোকা হতে দেবে না, ওটা একচেটিয়া করে নিতে গেলেই ওঁরা ভাগীদার হবেন। আমাকে সবটুকু বোকামি রাখতে দেবেন না। বিদূষক আবার গান গেয়ে উঠল—

বোকা, বোকা বোকা!
বোকার দাম কমে নি কো, লাগে ধোঁকা!
জ্ঞানীরা আজ হচ্ছে বোকা
বুদ্ধি সুদ্ধি বেবাক ফাঁকা
তারা এখন বোকা বোকা।

লীয়ার বললেন—কতদিন এমন গায়ক হয়েছ?

যেদিন থেকে আপনি কন্যাদের মা বানিয়ে বসে আছেন। তাদের হাতে দিয়েছেন চাবুক আর আপনার পিঠের কাপড় তুলে দিয়েছেন।

লীয়ার ক্ষেপে উঠে বললেন, 'আমি তোমাকে চাবকাব বোকা!'

বিদূষক বললে, ভাবছি আপনি আর আপনার মেয়েরা কি ধাতে তৈরী। সত্যি বললে তাঁরা আমাকে চাবকাবেন, আর মিছে বললে আপনি চাবকাতে চান। কখন বা চুপ করে আছি বলে চাবুক খাই। আমি যা-ই হই, আর বোকা হতে চাইনে। খুড়ো, আপনার মতও হতে আমি চাইনে! আপনি বুদ্ধি দু'ভাগ করে তার মাঝখানে কিছুই রাখেন নি! ঐ একভাগ আসছেন!

গনেরিল এসে ঢুকল!

রাজা বললেন, কি খবর? কপালে পট্টি কেন? মুখেও ভ্রূকুটি দেখছি।

বিদূষক বললে, যখন ওঁর ভ্রূকুটির ধার ধারতে হোত না, তখন আপনার সু-সময় ছিল। আপনি এখন একেবারে একটি শূন্য। আপনার চেয়ে আমি ভাল আছি। আমি বোকা, আপনি কিছুই নন। গনেরিলের উদ্দেশ্যে বললে, হাঁ, চুপ করছি—আপনার মুখ দেখেই ঠাহর হল ঠাকরুণ।

গনেরিল বোকার বোকামীতে ভ্রূক্ষেপ না করে রাজাকে বললে, মহারাজ, আপনার বোকার কথা ছেড়েই দিলাম, আপনার সভাসদদের বিবাদে আমি অতিষ্ঠ। ভেবেছিলাম, আপনাকে জানালে, আপনি এর একটা বিহিত করবেন, কিন্তু আপনার কথা শুনে আর কাজ দেখে, ভয় হয়—এর প্রতিবিধান হবে না। মুখে আপনিই এসবে উৎসাহ দিয়ে থাকেন। তা না হলে, এরা শাস্তি পেত। কিন্তু এদের শাস্তি-বিধান তো প্রয়োজন।

বিদূষক বললে, খুড়ো, তুমি তো জান—

কাক কোকিলকে খাওয়ায় দাওয়ায়
তার পরে সেই কাকে কোকিল তাড়ায়

তাহলে এবার বাতি নিভল, আমরা আঁধারে ডুবে গেলাম।

লীয়ার উত্তেজিত হয়ে বললেন—তুমি কি আমার কন্যা?

গনেরিল স্পষ্ট উত্তর দিলে, মহারাজ! আগে যেমন জ্ঞান-বুদ্ধি নিয়ে চলতেন, তেমনি চলুন। এসব ছাড়ুন—আপনি বদলে গেছেন।

বিদূষক ফোঁড়ন কাটলে, ঘোড়া যখন গাড়ি টানে—গাধা কি টের পায় না?

লীয়ার স্তম্ভিত; তিনি শুধু বললেন—আমাকে কি কেউ চেনে? এতো লীয়ার নয়, এমনি করে কি লীয়ার কথা কইতেন? এই কথা বলতেন? কোথায় তাঁর চোখ? কে বলতে পারে আমি কে?

আপনি লীয়ারের ছায়া—তাঁর প্রেতাত্মা, বিদূষক বললে!

শুনেছিলাম রাজা লীয়ারের কন্যা ছিল—ব্যঙ্গ করে বললেন রাজা।

বিদূষক আবার মন্তব্য করলে, এখন সে কন্যারা বাধ্য পিতাকে চায়।

লীয়ার গনেরিলের দিকে তাকিয়ে বললেন, সুন্দরী, কি আপনার নাম?

গনেরিল ক্রোধে অন্ধ, তবুও সে সংযত হয়ে বললে, জানি আপনার এ নতুন খেলা, এসব অভিসন্ধি ত্যাগ করুন মহারাজ!

লীয়ার ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন,—যাও, নিপাত যাও! আমার অশ্ব সাজাও! আমার অনুচরদের ডাক! ওরে কৃতঘ্ন জারজা! আর তোকে আমি উত্যক্ত করব না! আমার আর এক কন্যা আছে!

আলবেণীর ডিউক এসে ঢুকলেন এমন সময়।

তাঁর দিকে তাকিয়ে রাজা বলে উঠলেন—এসেছ! তাহলে এই কি তোমারও ইচ্ছা? বল—বল! আমার অশ্ব সজ্জিত কর! অকৃতজ্ঞতা—তুই তো পাষাণ-হৃদয় শয়তান—নিজের সন্তানের অকৃতজ্ঞতা সে তো আরো ভয়াবহ—আরো কুৎসিত!

আলবেণী বললেন—মহারাজ ধৈর্য ধরুন!

লীয়ার গনেরিলের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন—ওরে ঘৃণ্য শকুনী! এ তোর মিথ্যা কথা। আমার অনুচরবর্গ বিরল গুণে

ভূষিত, তাঁরা মহাসম্ভ্রান্ত—অগ্রগণ্য। তাঁরা জানেন তাঁদের কর্তব্য। কর্ডেলিয়ার সামান্য দোষ, কত বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল; তাই তো ভালবাসা দূরে গেল, বিষে ভরে গেল হৃদয়। লীয়ার, লীয়ার, কপাল চাপড়ালেন, তিনি করাঘাত করলেন শিরে, এই শিরে তুমি নির্বুদ্ধিতাকে স্থান দিলে! বিচার-বুদ্ধি হারালে!

আলবেণী বললেন, কি হয়েছে আমি তো জানি না প্রভু।

না ও জানতে পার! প্রকৃতি শোন—শোন দেবী। এই সৃষ্টিকে যদি ফলবতী করবার সাধ থাকে, সংবরণ কর তোমার ইচ্ছা। ওকে বন্ধ্যা করে দাও, উৎপাদনের যন্ত্র শুকিয়ে দাও—যেন সন্তান ওর না হয়! যদি সন্তানই হয়, যেন সে হয় কুসন্তান। সে যেন হয় ওর নির্যাতন। ওর যৌবনের মসৃন কপালে সে যে এঁকে দেয় বলিরেখা, মুখে অশ্রুধারার কলঙ্ক রচনা করে, তার মাতৃহৃদয়ের ব্যথা যেন সন্তানের উপহাসের বিষয় হয়। তাহলে ও বুঝতে পারবে কৃতঘ্ন সন্তানের নিষ্ঠুরতা সাপের দাঁতের চেয়েও কী ভীষণ, তীব্র। যাই—যাই

লীয়ার উদ্‌ভ্রান্তের মত ছুটে চলে গেলেন।

আলবেণী বিস্মিত হয়ে বললেন—একি হ'ল?

গণেরিল বললে, জানতে চেয়োনা কারণ, এ তো বুড়ো বয়সের রোগ।

লীয়ার আবার ছুটে এলেন।

কি—আমার পঞ্চাশ জন অনুচরকে পক্ষকালের মধ্যে তাড়িয়ে দিয়েছ!

কি—ব্যাপার? আলবেণী শুধালেন।

বলছি। গণেরিলের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন—কি লজ্জা! এই যে উষ্ণ অশ্রুধারা আমার দুর্বলতা প্রকাশ করছে—এ তো তোমারই জন্য। অশনি-সম্পাত হোক—কুয়াশা তোকে ঘিরে ফেলুক! পিতার অভিশাপ তোকে বিদ্ধ করুক! ওর

চোখ চেয়ে আবার দেখ্—আবার কাঁদছিস! আমি তোকে উপড়ে ফেলব! শেষে এই হল! হোক, হোক! এখনো আর এক কন্যা আছে। সে দেবে শান্তি, সে সেবা করবে। তোর কথা শুনলে, তোর ঐ নেকড়ের রূপ ছিঁড়েখুড়ে ফেলবে তার নখে। তুই ভেবেছিস—আমি চিরদিনের জন্য আমার রাজমহিমা ত্যাগ করেছি—আবার সেই মহিমা নিয়েই আমি দেখা দেব।

লীয়ার অনুচরদের নিয়ে চলে গেলেন।

গণেরিল শান্ত, সে শুধু বললে, দেখলে স্বামী! সে অসওয়াল্ডকে ডাকলে, অসওয়াল্ড! তারপর বিদূষকের দিকে চেয়ে বললে,—আপনি বোকার চেয়ে ধূর্ত বেশী—প্রভুর অনুসরণ করুন!

বিদূষক চিৎকার করে ডাকলে, ওগো লীয়ার-খুড়ো—দাঁড়াও—আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাও। এবার সে ছাড়া কাটলে—

যদি কেউ শেয়াল ধরে
আর হেন মেয়ে থাকে ঘরে
তাহলে তো কেয়াবাৎ
একেবারে মরণ নির্ঘাৎ!
আমার টুপী দিয়ে কিনব দড়ি
বোকা চলে তড়বড়ি।

বিদূষক চলে গেল।

গনেরিল একটু বা ভীত—সে স্বামীকে বললে, একশত যোদ্ধা আছেন রাজার। তাঁরা ওঁকে রক্ষা করবেন। তাঁদের উপর গনেরিলদের জীবন নির্ভর করছে।

অবিশ্বাস্য বলে স্বামী উড়িয়ে দিতে চাইলেন। এ তার অমূলক ভয়। কিন্তু গনেরিলের সন্দেহ দূর হয় না। সে জানালে, বোনকে সব লিখে পাঠিয়েছে। সে কিছুতেই রাজা আর তাঁর অনুচরদের ঠাঁই দেবে না।

এর মধ্যে অসওয়াল্ড এসে হাজির।

তাকে গণেরিল শুধালে, আমার বোনকে চিঠি পাঠিয়েছ ?

হাঁ—মহারাণী।

যাও—লোক নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে ছুটে যাও—গিয়ে তাকে সব কথা বল—তোমার যা মনে হবে তাও বলবে। যাও—তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে।

অসওয়াল্ড আদেশ পেয়ে চলে গেল, এবার স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললে, না, না, স্বামী—এই কোমলতা তোমার সাজে না।

আলবেণী শুধু বললেন, তোমার দৃষ্টি কতদূর যায় জানিনে, কিন্তু যা শুভ তাকেই তো সুফলের আশায় আমরা ধ্বংস করছি।

না, না! গণেরিল বলে উঠল।

দেখা যাক্ কি হয়!

॥ ছয় ॥

প্রাসাদ-দুর্গের প্রাঙ্গণে দেখা গেল রাজা লীয়ার, ছদ্মবেশী কেণ্ট আর বিদূষককে। রাজা লীয়ার ছদ্মবেশী কেণ্টকে বললেন,—

তুমি গ্লস্টারের রাজ্যে যাও এই পত্র নিয়ে। আমার কন্যাকে কিছু বলবে না। পত্র পড়ে সে যদি কিছু জানতে চায়, উত্তর দিয়ো। যদি যেতে বিলম্ব হয়, আমি তোমার আগেই সেখানে গিয়ে পৌঁছিব।

কেণ্ট উত্তর দিলেন, আপনার পত্র বিলি না করে আমার নিদ্রা হবে না।

তিনি পত্র নিয়ে চলে গেলেন।

বিদূষক এবার বলে উঠল, মানুষের মগজ যদি তার পায়ের

গোড়ালিতে থাকত, তাহলে তার আর গোড়ালিতে ঘা হবার বিপদ থাকত না!

লীয়ার তার কথায় সায় দিলেন।

বিদূষক এবার বললে, আপনার অন্য মেয়েটি ঠিক এমনি করবে। নোনাফলের যেমন নোনাফলের মতই স্বাদ, সেওতো একই জাতের—একই জুটি—ঠিক অমনি হবে।

লীয়ার এসব কথা শুনতে চাননা, তিনি শুধালেন, আমার অশ্ব সাজানো হয়েছে!

বিদূষক উত্তর দিলে, হাঁ বোকা নফরগুলো গেছে সে কাজে। তারপরে বললে, সাত ভাই তারারা সাতটি কেন হল তার যথেষ্ট কারণ আছে।

তার কারণ—তারা আটটি নয়—লীয়ার রঙ্গ করে বললেন।

বাঃ চমৎকার খুড়ো! তুমি খাসা ভাঁড় হতে পারতে!

লীয়ার গাম্ভীর্যের ভান করে বলে উঠলেন—এ তো ভীষণ অকৃতজ্ঞতা!

বিদূষক বললে, খুড়ো, তুমি যদি আমার ভাঁড় হতে, তাহলে অকালে বুড়িয়ে যাবার জন্য তোমাকে চাবকাতাম।

সে আবার কি? রঙ্গের সন্ধান পেয়ে শুধালেন লীয়ার।

বুদ্ধি পাকার আগেই তোমার বুড়ো হওয়া ঠিক হয় নি!

লীয়ার হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন, অনুশোচনার চাবুক এসে পড়ল মনের উপর। তিনি অধীর হয়ে বললেন, ঈশ্বর—ঈশ্বর—আমাকে ক্ষিপ্ত করে দিও না! আমি তো পাগল হতে চাইনে! তাঁর প্রার্থনা উৎসারিত হয়ে পড়ল বেদনা-গর্ভ হৃদয় থেকে।

অনুচর সংবাদ নিয়ে এল—অশ্ব প্রস্তুত। লীয়ার ছুটে চলে গেলেন।

প্রথম অঙ্কের যবনিকা নেমে এল।

দ্বিতীয় অঙ্ক

॥ এক ॥

গ্লস্টারের প্রাসাদ-দুর্গের প্রাঙ্গন। এডমণ্ড ও একজন সভাসদকে দেখা গেল। তার নাম কিউরান। দু'জনে আলাপ চলছে। কিউরান সংবাদ দিলে, কর্ণওয়াল আর আলবেণীর বিবাদ এখন চরম পর্যায়ে। যে কোন মুহূর্ত্তে যুদ্ধ বাধতে পারে। কর্ণওয়ালের অধিপতি আর তাঁর পত্নী আজ গ্লস্টারের প্রাসাদে আতিথ্য গ্রহণ করবেন। কিউরান চলে যেতে এড্মণ্ড উৎফুল্ল হয়ে উঠল। সে আপন মনে বললে,

সংবাদ শুভ, কর্ণওয়াল আসছেন! হয়তো আমার সংকল্প সিদ্ধ হবে। ভ্রাতাকে পাহারা দেবার জন্যে প্রহরী নিযুক্ত করেছেন পিতা। আমাকে এবার কাজে নামতে হবে। তাহলেই সৌভাগ্য সুনিশ্চিত! এই যে এড্গার আসছেন!

এড্গার এসে প্রবেশ করল।

এড্গারকে বললে এড্মণ্ড, তোমার গতিবিধির উপরে লক্ষ্য রাখার জন্য প্রহরী বসেছে। তুমি পালাও! এই রাতের আঁধারে পালিয়ে যাও! কর্ণওয়ালেব বিরুদ্ধে না তুমি? তিনি আসছেন। তাই আর দেরী কোরোনা। তাঁর সঙ্গে আসছেন রিগান। তুমি আলবেণীর সঙ্গে তাঁর যুদ্ধের কথা নিয়ে আলোচনা করনি? ভেবে দেখ!

এড্গার যেন আকাশ থেকে পড়ল: সে বললে, না, আমি তো একটি কথাও বলিনি!

শোন, এড্মণ্ড বললে, ঐ বাবাও আসছেন। এস খেলাচ্ছলে আমরা একটু লড়াই করি। আমি তলোয়ার খুলে ফেলি, তুমিও খোল, যেন আত্মরক্ষা করছ। তারপরে হার মানো। আমি তোমাকে বাবার

কাছে নিয়ে যাই। ভাই, পালাও পালাও। ঐ আলো নিয়ে কারা এল! তুমি আড়ালে গিয়ে দাঁড়াও ভাই।

এড্গার চলে গেল। এডমণ্ড নিজের তলোয়ার দিয়ে নিজেকে আঘাত করল! রক্ত ঝরছে। সে চীৎকার করে উঠল—

পিতা—পিতা! থামো—থামো! হায়, কে আমাকে রক্ষা করবে!

গ্লস্টার পরিচারক ও মশাল সহ এসে প্রবেশ করলেন।

তিনি এসে দেখেই বলে উঠলেন, বল, এড্মণ্ড? সেই দুরাত্মা কোথায়?

ঐ অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে, হাতে তার খোলা তলোয়ার।

কোথায়, কোথায় সে?

প্রভু, আমাকে দেখুন—রক্তাপ্লুত আমার দেহ।

কোথায় সে?

এই তো পালিয়ে গেল। যখন আমাকে আর—

অনুচরদের গ্লস্টার আদেশ দিলেন, যাও ওর অনুসরণ কর, তারপর এড্মণ্ডের দিকে তাকিয়ে বললেন—হাঁ কি বলছিলে বল।

যখন আপনাকে হত্যা করার প্রস্তাবে আমাকে রাজী করাতে পারল না, তখনি সে খুলে বসল তার তলোয়ার—আমাকে আক্রমণ করলে। আমার বাহুতে সে আঘাত করলে। আমি যখন ক্ষিপ্ত হয়ে আঘাত করতে ছুটলাম, অমনি সে পালিয়ে গেল।

গ্লস্টার বললেন যাক্ দূরে হয়ে যাক! আমার প্রভু ডিউক আজ রাতে এখানে আসছেন। তাঁর আদেশ নিয়ে ঘোষণা করে দেব, তাকে যে বন্দী করে আনতে পারবে, সে পাবে ধন্যবাদ—আর যে তাকে লুকিয়ে রাখবে তার প্রাণদণ্ড হবে। ঐ শোন ভেরী বাজছে! প্রভু কর্ণওয়াল আসছেন। ডিউকের অনুমতি নিয়ে আমি বন্ধ করে দেব নগরের সমস্ত ফটক, দুরাত্মা পালাতে পারবে না। তার ছবি পাঠাব রাজ্যের সর্বত্র। আর তুমি আমার জারজ-সন্তান হলেও তোমাকে আমি আমার যোগ্য উত্তরাধিকারী বলে মেনে নেব।

কর্ণওয়াল রাণী রিগান ও অনুচরবর্গ সহ এসে প্রবেশ করলেন।

কর্ণওয়াল গ্লস্টারকে সম্ভাষণ জানিয়ে বললেন, এক অদ্ভুত সংবাদ শুনলাম বন্ধু।

রিগান বললেন, যদি সত্য হয়, তাহলে শাস্তি বিধান তো কঠিন হবে। আপনি কেমন আছেন?

গ্লস্টার উত্তর দিলেন, আমার বুক ভেঙে গেছে!

রিগান শুধালে, আমার বাবার ধর্মপুত্র কি আপনাকে হত্যা করতে গিয়েছিল? বাবা তার নাম না এড্‌গার রেখেছিলেন?

মহারাণী—সেই তো আমার লজ্জা।

রিগান শুধালেন, বাবার উচ্ছৃঙ্খল অনুচরদের মধ্যে সেও তো একজন—তাই না?

হাঁ! এড্‌মণ্ড উত্তর দিলে।

তাহলে আর আশ্চর্য কি! ওরাই তাকে হত্যার প্ররোচনা দিয়েছে। তাহলে আপনার বিষয় পাবে, সবাই মিলে ভোগ করতে পারবে। আমি ভগ্নীর কাছ থেকে আজ সন্ধ্যায়ই পত্র পেয়েছি। তিনি সতর্ক করে দিয়েছেন, যদি বুড়ো এসে হাজির হন, আমি যেন সেখানে না থাকি।

কর্ণওয়াল বললেন, এডমণ্ড, তুমি সুপুত্র!

এড্‌মণ্ড অভিবাদন করে জানাল, এ আমার কর্তব্য মহারাজ।

ও আঘাত পেয়েছে। গ্লস্টার বললেন।

তার পশ্চাৎধাবন করা হয় নি?

হাঁ, হয়েছে প্রভু।

কর্ণওয়াল বললেন, যদি তাকে বন্দী করা যায়, সে আর কারো অনিষ্ট করতে পারবে না। এড্‌মণ্ড তোমার কাজ, তোমার গুণাবলী তোমাকে আমাদের চোখে যোগ্য করে তুলেছে। এমন কর্তব্যনিষ্ঠাই তো আমাদের প্রয়োজন।

এড্‌মণ্ড বললে, আমি আপনার সেবক, পরম নিষ্ঠার সঙ্গে সেবা করা তো আমার কর্তব্য!

গ্লস্টার বলে উঠলেন, আমি এডমণ্ডের হয়ে আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

কর্ণওয়াল বললো, আমরা কেন এসেছি, আপনি নিশ্চয়ই জানেন না!

রীগান বললে, এই অসময়ে, অন্ধকার রাত্রে, আমরা এসেছি প্রয়োজনে। গ্লস্টার, আমরা চাই আপনার পরামর্শ। আমাদের পিতা পত্র লিখেছেন, ভগ্নীও লিখেছেন। তাঁরা লিখেছেন তাদের পরস্পরের বিপদের কথা। এইখান থেকেই আমরা দূতের মারফৎ তার উত্তর দেব। আমাদের শুভাকাঙ্খী বন্ধু আপনি, আপনি নিশ্চিন্ত হোন—আমাদের সৎ পরামর্শ দিন!

গ্লস্টার সসম্ভ্রমে জানালেন—স্বাগত আমার মহামহিম অতিথি: আমি আপনাদের সেবক—ভৃত্য।

॥ দুই ॥

গ্লস্টারের প্রাসাদ-দুর্গের সম্মুখভাগ। ছদ্মবেশী কেণ্টকে দেখা যাচ্ছে! ওদিকে অসওয়াল্ড এসে ঢুকল।

অসওয়াল্ড ছদ্মবেশী কেণ্টকে চিনতে পারে নি, সে শুধাল,

বন্ধু আপনি কি এ-বাড়ীর কেউ?

হাঁ।

বলুন, কোথায় ঘোড়া রাখব?

পগারে রাখুন।

ওকথা বলছেন কেন? আমি তো আপনাকে চিনিনে!

আমি চিনি।

চেনেন?

হাঁ, কেণ্ট বললেন, চিনি, তুমি একটি পাজী, তুমি একটি বদমাস।

একেবারে নেহাৎ পাজী। ভীতুরাম—একথা অস্বীকার করলে তোকে বেধড়ক পেটাব।

অসওয়াল্ড বললে, তুমি কি ভয়ানক মানুষ—চেনা নাই, শোনা নাই, গাল পাড়ছ ?

কেণ্ট বলে উঠলেন, সে কি, চিনতে পারছিস্ নে! দু'দিন আগে তোকে ল্যাং মেরে ফেলে দিয়েছিলাম। এবার হাতিয়ার খোল্—আমি তোকে দেখাব।

কেণ্ট তলোয়ার খুলে ফেললেন।

নে বেটা, বের কর হাতিয়ার! তুই রাজার বিরুদ্ধে চিঠি নিয়ে এসেছিস। তুই হাতিয়ার না খুলিস তো তোকে কচুকাটা করব।

অসওয়াল্ড চেঁচিয়ে উঠল, রক্ষা কর, খুন হলাম—মরে গেলাম!

তার চীৎকার শুনে গ্লস্টার, কর্ণওয়াল, রীগান, এড্মণ্ড ও অনুচরবর্গ ছুটে এলেন। তাঁরা বিবাদ থামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাপার কি ?

কেণ্ট বললেন, ব্যাপার বিবাদ—দুই বিপরীত স্বভাবে যেমন মেলে না, এও তাই।

অসওয়াল্ড বললেন, না মশাই, সে দিন ওর প্রভু রাজামশাই আমাকে মেরেছিলেন, আর ও আমাকে ল্যাং মেরে ফেলে দিয়েছিল। আর আজ ও তলোয়ার নিয়ে তেড়ে এসেছিল।

কর্ণওয়াল ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, যাও শেকল নিয়ে এস—শিক্ষা দেব!

কেণ্ট হেসে বললেন, বুড়ো মানুষ—শেখার বয়স পেরিয়ে গেছে।

শিকল আনা হল। কেণ্টকে বাঁধতে যাবে প্রহরীরা এমন সময় গ্লস্টার বাধা দিয়ে বললেন, মহারাজই ওর শাস্তি দেবেন—আমরা তো ওকে শাস্তি দিতে পারিনে। দূতকে পায়ে বেড়ি পরানো যায় না। দূতকে অসম্মান করা উচিত নয়! মহারাজ এতে ক্রুদ্ধ হবেন।

সে-ক্রোধের উত্তর দেব আমি, কর্ণওয়াল উত্তর দিলেন।

রীগান বলে উঠল, আমার ভগ্নীর দূতকে ও অপমান করেছে।

ওকে শাস্তি না দিলে তিনি দুঃখিত হবেন। বাঁধো, পায়ে পরাও বেড়ী!

অনুচরবর্গ কেণ্টকে বন্দী করলে, তাঁর পায়ে পরিয়ে দিল বেড়ী।

কর্ণওয়াল ও রীগান চলে গেলেন।

গ্লস্টার ছদ্মবেশী কেণ্টের কাছে এসে বললেন, বন্ধু, তোমার জন্য আমার দুঃখ হচ্ছে। কিন্তু এ কর্ণওয়ালের আদেশ। ওঁর স্বভাব সবাই জানে, সে তো শোধরাবার নয়। আমি তোমার হয়ে প্রার্থনা করব!

কেণ্ট বললেন, না, না, তা করবেন না। আমি বহুক্ষণ জেগে আছি, বহু ঘুরেছি। এখন ক্লান্ত—ঘুমিয়ে পড়ব। আর বাকী সময়টা শীস দিয়ে কাটাবো। মাঝে মাঝে ভাল মানুষের ভাগ্যও বানচাল হয়ে যায়, তখন জোড়াতালি দিয়ে ফুটো মেরামত করতে হয়। আপনি আমার নমস্কার নিন।

কিন্তু এ কর্ণওয়ালেরই অপরাধ! গ্লস্টার বললেন, এর জবাবদিহী ওঁকে করতে হবে। গ্লস্টার চলে গেলেন।

কেণ্ট বন্দী, প্রহরী-বেষ্টিত। তিনি আপন মনে বললেন, রাজা, আপনি প্রবচনকে প্রমাণ করে দিলেন, স্বর্গের আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়লেন এসে জ্বলন্ত অনলে। একটু আলো চাই—চিঠিখানা পড়ব। কিন্তু এতে আশ্চর্যের কিছু নেই—এখন তো দুঃখেরই পালা। জানি এ কর্ডেলিয়ার চিঠি। তিনি ভাগ্যবতী, তিনি আমার ছদ্মবেশ চিনতে পেরেছেন। তিনি আমাদের দুর্ভাগ্যের প্রতিকার করবেন। ভালো, ভালো! আমি ক্লান্ত, ঘুমিয়ে পড়ি!

কেণ্ট নিদ্রাগত, রক্ষীয় দল তাঁকে ঘিরে আছে। তারা অন্তরালে পাহারায় রত।

॥ তিন ॥

প্রান্তর। ভাগ্যাহত এড্গার এসে প্রবেশ করলে ঘোড়ার পিঠে ফেরারী সে। গাছের কোটরে লুকিয়ে বহুবার রক্ষীদলের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। প্রতি প্রবেশদ্বার রুদ্ধ। সতর্ক রক্ষীর দল পাহারা দিচ্ছে। পালানো অসম্ভব, তাই লুকিয়ে থাকে। আত্মরক্ষার জন্য সে চরম দৈন্যের বেশ ধারণ করবে, মুখে মাখবে কাদা, কোমরে জড়াবে লেংটি, চুলে জট পাকাবে, এমনি করে সে আত্মরক্ষা করবে। —সে বলে উঠল,

নগ্নদেহে আমি দাঁড়াব হাওয়ার মুখোমুখী—আকাশের অবিচার ঝড়-বৃষ্টি গ্রহণ করব। আমি দেখেছি ভিক্ষুকদের, তাদের অবসন্ন বাহুতে লৌহ শলাকা ফোটায়, এমনি করে তারা ভিক্ষা চায়। এখন থেকে আমিও তাদেরই দলে, আমিও হব গরীব টম! এডগার আর আমি নই।

॥ চার ॥

গ্লস্টারের প্রাসদ দুর্গের সম্মুখভাগ। পরিখার বাইরে ঝোপের আড়ালে কেন্ট লুকিয়ে আছেন! পায়ে এখনো তাঁর বেড়ী।

রাজা লীয়ার, বিদূষক ও একজন অনুচর এসে দেখা দিলেন।

রাজা লীয়ার বললেন, আশ্চর্য! বাড়ীতে কেউ নেই, আমার দূতও ফিরে এল না।

আমি জেনেছি, কাল রাতেও তাঁরা কোথাও যাবেন বলে ঠিক ছিল না, অনুচরটি জানালে।

এমন সময় ঝোপের আড়াল থেকে কেণ্ট বেরিয়ে এলেন।

কেণ্টকে দেখে রাজা ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, এ তোমার কি চাতুরী ?

প্রভু, চাতুরী নয়—কেণ্ট উত্তর দিলেন।

কেণ্টের পায়ের দিকে তাকিয়ে অনুচরটি বলে উঠল, দেখুন, দেখুন, ও পায়ে পরেছে কেমন কড়া গার্টার।

লীয়ার বেড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন—কে তোমার এদশা করেছে ?

কেণ্ট উত্তর দিলেন, আপনার জামাতা আর কন্যা—দু'জনে।

না।

হাঁ।

আমি বলছি—না।

আমি বলছি—হাঁ।

না, না, তাদের এ সাহস হবে না। এ তো হত্যার চেয়েও চরম, চূড়ান্ত।

কেণ্ট সব কথাই খুলে বললেন, গনেরিল রীগানকে চিঠি পাঠালেন, আর সেই চিঠি পড়েই রীগান ও কর্ণওয়াল এখানে চলে আসেন। আর তারই ভৃত্যের সঙ্গে বিবাদে কেণ্টের এই দশা। রাজার কন্যা আর জামাতা এই আদেশ দিয়েছেন।

বিদূষক এবার রঙ্গ করে বললে, তাহলে এখনো শীত পালায়নি।

বাপ যার কাণি পরে
ছেলে তার কাণা
আর বাপ যার থলেদার
ছেলে তার সোনা।

মহারাজ, মেয়েদের হাতে অনেক দুঃখ পাবেন।

লীয়ার মেয়েদের অকৃতজ্ঞতায় অধীর, অস্থির, তিনি বললেন, আমার বুকে উথলে উঠছে ব্যথা। আমি কি জ্ঞান হারাব! হায়রে প্রকৃতি—হায় রে শোকার্ত দুনিয়া! আমার কন্যা কোথায় ?

এই দুর্গেই আছেন, কেণ্ট জানালে।

তোমরা এখানে থাক—আমায় অনুসরণ কোরো না !

লীয়ার চলে গেলেন।

অনুচরটি কেণ্টকে শুধালে, যা বললে, তার চেয়ে বেশি দোষ করনি তো ?

না, কেণ্ট উত্তর দিলেন। কিন্তু রাজা সামান্য কজন লোক নিয়ে এলেন কেন ?

বিদূষক বললেন, এমনিধারা প্রশ্ন কর বলেই তো তোমার পায়ে বেড়ী পড়ে !

কেন ?

তোমাকে পিঁপড়ের পাঠাশালে দেব, তাহলে শিখবে শীতকালে কর্ম নাস্তি। যাদের নাককে চালায় চোখ, তারা কাণা নয় ! কিন্তু এমন নাক তো দেখলাম না, যা গন্ধ টের পায়। বড় পাহাড় থেকে গড়ানে চাকা ধরতে যেও না, তাহলে তুমি পিষে যাবে। যদি কোন জ্ঞানী এর চেয়ে ভাল করে বোঝায়, আমার শিক্ষাটুকু ফিরিয়ে দিয়ো। আমি চাইব—পাজীরা এ শিক্ষা নিক—কেন না—বোকা যে তাদের গুরুমশায়,

লাভের আশে যেজন সেবা করে,
সে তো ঠিক তার ব্যবহারে।
যখন বৃষ্টি ঝরবে,
সেজন ছুটে ছুটে পালাবে,
তোমাকে ফেলে জল-ঝড়ে।
আমি কিন্তু থেকে যাবো ভাই।
নির্বোধের তো গত্যন্তর নাই।
পালাক তাই জ্ঞানীরা
যাবে না তো বোকারা।

কেণ্ট বললেন, এত শিখলে কোথায় ?

পায়ে বেড়ী এঁটে শিখিনি।

গ্লস্টার ও লীয়ার এসে এমন সময় প্রবেশ করলেন।

ক্রোধে ক্ষিপ্ত, অপমানে অধীর রাজা লীয়ার ; বলতে বলতে ঢুকলেন -কথা কইলে না ? অসুখ ! ক্লান্তি ! সারারাত ভ্রমণ করেছেন ! এই তো বিদ্রোহ। না, না, উত্তর চাই গ্লস্টার, উত্তর চাই !

গ্লস্টার বললেন, আপনি তো কর্ণওয়ালকে জানেন। তিনি স্বার্থান্ধ মানুষ।

রাজা বললেন, তাদের সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই !

সে কথা জানিয়েছিলাম।

জানিয়েছিলে ?

হাঁ, প্রভু।

রাজা চান কর্ণওয়ালের সঙ্গে কথা বলতে, চান তাঁর কন্যার সঙ্গে কথা বলতে ! এ তাঁর আজ্ঞা, এ কথা কি জানিয়েছ ? আমার নিশ্বাস, আমার শোণিত—একথা বলেছ ? উদ্ধত ডিউক ? হাঁ, ঐ উদ্ধত ! কাউকে গিয়ে বল—না, না, একটু দাঁড়াও ! হয়তো ওরা সত্যই অসুস্থ। কেণ্টের দিকে তাকিয়ে বললেন,

এখানে বসে কেন ? তোমার উপরে এই অবিচার দেখে মনে হয়, এ ওদের এক চাতুরী। যাও গ্লস্টার—বল গে—আমি ওদের সঙ্গে কথা বলতে চাই। এখনি চাই। এখানে ওরা আসুক, আমি দামামা নির্ঘোষে জানিয়ে দেব আমার আগমন, ওদের নিদ্রা ভেঙে যাবে।

গ্লস্টার চলে গেলেন।

লীয়ার এবার বক্ষ চেপে ধরে বললেন, না না, হৃদয়, উত্তেজিত হোয়ো না ! শান্ত হও !

বিদূষক বললে, কাঁদো, কাঁদো খুড়ো—মাছকে যখন জ্যান্ত ছাল ছাড়ায়, তখন যেমন কাঁদে, ছটফট করে—তেমনি ছটফটিয়ে মর !

কর্ণওয়াল, রীগান, গ্লস্টার এসে এমন সময় প্রবেশ করলেন।

লীয়ার তাদের সম্ভাষণ জানালেন, সুপ্রভাত! এসো, এসো!

কর্ণওয়াল বললেন, স্বাগত প্রভু!

কেণ্টের বন্ধন মোচন করে দিলেন কর্ণওয়াল।

রীগান বললে, মহারাজ, আপনি এসেছেন—এ আমার আনন্দ।

লীয়ার বললেন, রীগান, তাইত মনে হয়। অন্তত মনে হওয়া উচিত। যদি আনন্দিত না হও, আমি তো তোমার মাতাকে ভাবব অসতী। রীগান—শোন্ মা, শোন্—তোর ঐ ভগ্নী—সে তো গৃধিনীর মত নিষ্ঠুর—তীক্ষ্ণ-নখী। এইখানে, এইখানে—(বুক দেখিয়ে দিলেন) নখ বসিয়ে দিলে! কি বলব—তুই তো বিশ্বাস করবিনে মা! কত নীচ, কত হীন সে!

রীগান বললে, ধৈর্য ধারণ করুন পিতা। আমি তো ভাবতেও পারিনে, আমার ভগ্নী কর্তব্যে অবহেলা করেছেন। যদি তিনি আপনার অনুচরদের বিশৃঙ্খলা বা গোলমাল থামাতে চান, তাহলে তো তিনি নির্দোষ।

রাজা বললেন, তার উপরে বর্ষিত হোক আমার অভিশাপ!

রীগান আবার বললে, আপনি বৃদ্ধ, আপনাকে এখন চালাতে হবে। যিনি চালাবেন তিনি আপনার অবস্থা আপনার নিজের চেয়েও ভাল বুঝবেন। তাই বলি, আপনি ভগ্নীর উপর অবিচার করেছেন।

তাহলে কি তার কাছে ক্ষমা চাইব? বলব—প্রিয় কন্যা আমার, আমি স্বীকার করি আমি বৃদ্ধ। আমি এখন অপ্রয়োজনীয়—আমি বাতিল, তাই নতজানু হয়ে ভিক্ষা চাই—আমার বেশ, আমার শয্যা, আমার খাদ্য—তিক্ত হয়ে বলে উঠলেন লীয়ার। অকৃতজ্ঞতা তাঁর বুকে আবার আঘাত হানলো।

রীগান বললে, আপনি ভগ্নীর কাছে ফিরে যান!

না, না, সে আমার অনুচরদের তুচ্ছ করেছে, আমার প্রতি তার কোপদৃষ্টি। আমাকে তাড়না করেছে রসনায় সাপের মতো। না, না, তার উপরে বর্ষিত হোক দেবতাদের অভিশাপ!

ধিক্—ধিক্ ! কর্ণওয়াল বলে উঠলেন !

লীয়ার এবার উন্মাদের মতো বলে উঠলেন, বিদ্যুৎ, তোমার অন্ধ অগ্নিকণার তীর নিক্ষেপ কর তার ঐ ঘৃণাপূর্ণ বক্ষে। ওর সৌন্দর্য বিষাক্ত কুয়াশায় সংক্রামিত হোক ! ওর দর্প চূর্ণ হোক !

হায় ঈশ্বর ! আমার সম্পর্কেও তাহলে এই আপনার কামনা ? রীগান বলে উঠল।

না, না রীগান, তুই তো আমার অভিশাপ কুড়োবি নে। তুই তো পিতার উপরে নির্দয় হতে পারবি নে ! গনেরিলের চক্ষু তো ভয়ংকর কিন্তু তোঁর চোখে তো সান্ত্বনা, আনন্দ—সে তো দগ্ধ করে না। আমার আনন্দে তোর ক্ষোভ নেই, আমার অনুচরদের তাড়িয়ে দিতে তুই চাসনে। আমার মুখের উপরে তোর দুয়ারের অর্গল তো রুদ্ধ হয় না। তুই তো কৃতজ্ঞতা জানিস, ভদ্রতা জানিস। তুই তো ভুলবিনে—আমি তোকে দিয়েছি আমার অর্ধেক রাজত্ব যৌতুক।

বল—কি তোমার ইচ্ছা ? রীগান শুধালে।

লীয়ার শুধালেন, কে এই শৃঙ্খল পরিয়েছে আমার অনুচরের পায়ে ?

বাইরে ভেরী-নিনাদ শোনা গেল।

কর্ণওয়াল বলে উঠলেন—ও কিসের ভেরী ?

রীগান বললে, আমি জানি—এ আমার ভগ্নীর আগমনের ঘোষণা। তিনি আসছেন।

অসওয়াল্ড এসে প্রবেশ করল !

অসওয়াল্ড, তোমার কর্ত্তা এলেন ?

লীয়ার, বললেন, এই সেই দাস—ওর গর্ব তো ওর কর্ত্তার প্রাসাদে। ওরে নীচ অধম দাস—দূর হয়ে যা।

কর্ণওয়াল বললেন, একি বলছেন মহারাজ ?

কে আমার দাসকে পরিয়েছে শৃঙ্খল ? রীগান—বোধ হয়—তুমি জান না ! কে আসে ?

গনেরিল এসে প্রবেশ করল। মহিমময়ী রাণী যেন! কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, দৃপ্ত ভঙ্গী। গনেরিলকে দেখেই রাজা লীয়ার বলে উঠলেন।

এই শ্বেতশ্মশ্রুর দিকে তাকিয়ে তোর লজ্জা হ'ল না? রীগান, তুই কি ভগ্নীপ্রেমে উন্মত্ত হয়ে ওর হাতে হাত দিতে পারবি!

গনেরিল বললে, কেন পারবেনা মহারাজ? আমার কি অপরাধ? বার্ধক্য যাতে দোষ দেখে—সেই কি দোষ?

রাজা লীয়ার বলে উঠলেন, হৃদয়, তুমি বড় কঠোর···কিছুতেই তো ভাঙবে না। বল—আমার অনুচরের পায়ে কে বেড়ী পরিয়েছে?

কর্ণওয়াল বললেন, মহারাজ আমি! ও দুরাত্মা,—ওর আরো কঠোর দণ্ড হওয়া উচিত।

তুমি! রাজা বিস্মিত।

রীগান বললে, পিতা, তুমি জরাজীর্ণ, দুর্বল, যাও—ভগ্নীর কাছে ফিরে যাও! তোমার অনুচরদের অর্ধেক বিদায় দাও! তারপরে এস আমার কাছে। আমি এখন গৃহ ছেড়ে এসেছি—আমি তোমার যোগ্য আদর-অভ্যর্থনা কি করে করব?

লীয়ার বলে উঠলেন, ওর কাছে ফিরে যাব! আমার পঞ্চাশজন অনুচর বাতিল? না, না, তার চেয়ে আকাশতলে আশ্রয় নেব। থাকব বায়ুর সঙ্গে মিতালি পাতিয়ে। নেকড়ে আর পেঁচার সঙ্গে বাস করব। ওর সঙ্গে ফিরে যাব? কেন—আমার কি ঠাঁই নেই? আছেন ফ্রান্স, তিনি তো বিনা যৌতুকে কনিষ্ঠা কন্যাকে গ্রহণ করেছেন! তাঁর সিংহাসনতলে গিয়ে দাসের মতো দাঁড়াব, তাঁর কৃপায় প্রাণ ধারণ করব! সেও ভালো। তবু তো ফিরে যাব না! তার চেয়ে দাস হব, অন্ন-ভিখারী হব, হব আমি অশ্বপালের দাস!

গনেরিল বললে, আপনার যা ইচ্ছা, তাই করুন!

শোন্, আমার সিদ্ধান্ত শোন্! আমাকে পাগল করে দিস্ নে! আমি তোকে আর বিরক্তি করব না! আর দেখা হবে না, কিন্তু তবু তুই

আমার রক্ত-মাংসে গড়া, আমারই কন্যা, নয়তো তুই এক দুষ্ট ব্যাধি, আমার দূষিত রক্তের ব্যাধি। না, না, ভৎর্সনা তো তোকে করব না! আমি রীগানের কাছেই থাকব। আমার একশত অনুচরও এখানেই থাকবেন।

রীগান বললে, তা কি সম্ভব! আমি তো আপনার অভ্যর্থনার আয়োজন করতে পারি নি। আমি তো এখনো প্রস্তুত নই। তার চেয়ে মহারাজ, ভগ্নীর কথা শুনুন, যারা আপনাকে মুক্তি দিতে চায়—তারা আপনার বার্ধক্যে ক্রুদ্ধ হবে না। আমার ভগ্নী তাঁর কর্তব্য কি তা জানেন।

এই কি তোমার কথা! বিস্মিত হলেন রাজা লীয়ার।

রীগান উত্তর দিলে, আমি শপথ করে বলতে পারি—পঞ্চাশজন অনুচরই কি যথেষ্ট নয়? তার বেশি কি প্রয়োজন? একই গৃহে দু'জনের কর্তৃত্বে তো বিশৃঙ্খলাই বাড়বে; এতো সম্ভবও নয়!

গনেরিল বললে, আপনাকে কি আমার ভগ্নীর অনুচরেরা সেবা করতে পারে না?

রীগান বললে, কেন পারবে না? যদি তারা কর্তব্যে অবহেলা করে, তাদের আমরা শাসন করতে পারব। যদি আপনি আমার কাছে আসেন—আমার মিনতি, মাত্র পঁচিশজন অনুচর নিয়ে আসবেন। তার বেশি এখানে স্থান হবে না।

রাজা লীয়ার বলে উঠলেন—আমি তো তোদের সব কিছু দিয়েছি—

রীগান বললে—ঠিক সময়েই দিয়েছেন।

লীয়ার বললেন, হাঁ, তোমাদের করেছি অভিভাবক, কিন্তু তবু রেখেছি অনুচরদের। রীগান, আমি কি পঁচিশ জন অনুচর নিয়ে তোমার কাছে আসব? তাই কি বললে?

হাঁ, আবার বলছি— তার বেশি নয়!

লীয়ার গনেরিলকে বললেন, তাহলে তোমার কাছেই যাব। পঁচিশের দ্বিগুণ পঞ্চাশ—তুমি আমার দ্বিগুণ ভালবাসা পাবে।

গনেরিল বললে, কিন্তু পঁচিশ জনেরই বা আপনার দরকার কি! দশ, পাঁচ হলেই হয়। সেখানে তো আপনার সেবার জন্য বহু অনুচর আছে।

রীগান বললে, একজনেরই বা দরকার কি?

রাজা বললেন, প্রয়োজন তো যুক্তি চায় না। সবচেয়ে যে গরীব ভিখারী সে তো প্রকৃতির দান ছাড়া অন্য প্রয়োজন অনুভব করে না। মানুষের জীবন তো পশুর মতোই সুলভ। তুমি তো ভদ্রমহিলা—যদি তাপ পাওয়াই উদ্দেশ্য হয়, তাহলে কি কাজ সাজের আড়ম্বরে! সূর্যাতপে কি শীত নিবারণ হয় না? ধৈর্য দাও দেবতা মণ্ডলী—ধৈর্য মাগছি! তোমরা তো দেখছ—বৃদ্ধ, নিঃসহায়, নিঃসম্বল আমি—দুঃখে জরার প্রপীড়িত, তোমারাই যদি কন্যাদের হৃদয় এমন বিদ্রোহী করে থাক তবে আর অমোকে নির্বোধ বানিয়ো না। আমাকে দাও ক্রোধ—নারীর অস্ত্র অশ্রু যেন আর পুরুষের গাল কলঙ্কিত করে না! দেব—এমন প্রতিশোধ দেব তোদের, সমস্ত পৃথিবী দেখবে! কি সে প্রতিশোধ নিজেও জানিনে কিন্তু সে প্রতিশোধ পৃথিবীর ত্রাস হয়ে থাকবে। ভাবছ, কাঁদব? না না কাঁদব না। হৃদয় খান খান হয়ে যাক তবু তো কাঁদব না। ওরে নির্বোধ, ওরে বিদূষক, আমি উন্মাদ হয়ে যাব।

লীয়ার উন্মাদের মতো ছুটে চলে গেলেন, তাঁর পশ্চাতে ছুটলেন গ্লস্টার, কেন্ট ও বিদূষক।

হঠাৎ কি মানুষের অকৃতজ্ঞতাকে অভিশাপ দিতে এল ঝড়। ঝোড়ো হাওয়ার শন্ শন্ শোনা গেল দূরে। আসছে প্রান্তরের উপর দিয়ে দেবতার অভিশাপ, বিদ্যুতে তার ইসারা, বজ্রে তার ঘোষণা। মানুষের ঐ অকৃতজ্ঞ মর্মর-কঠিন মন সে বুঝি চূর্ণ করে দেবে।

ঝড় আসছে, কর্ণওয়াল বললেন, চলুন ভিতরে যাই!

রীগান বললে, এ দুর্গে তো বৃদ্ধ আর তাঁর অনুচরদের ঠাঁই হবে না!

গনেরিল বললে, এ তাঁর দোষ, তিনি তাঁর নির্বুদ্ধিতার ফল ভোগ করুন।

রীগান বললে, আমি ওকে ঠাঁই দেব, কিন্তু ওঁর একটি অনুচরকেও নয়!

আমারও তাই মত। গ্লস্টার কোথায় গেলেন? গনেরিল শুধালে।

বৃদ্ধের সঙ্গে গেলেন। ঐ আসছেন।

গ্লস্টার এসে প্রবেশ করলেন।

রাজা ক্রুদ্ধ, তিনি জানালেন।

কোথায় ছুটলেন? কর্ণওয়াল শুধালেন।

ঘোড়সওয়ার হলেন, তার পরে কোথায় গেলেন জানিনে, গ্লস্টার জানালেন।

উনি নিজের নায়ক নিজে, ওঁর পথে উনি চলুন! কর্ণওয়াল বললেন।

অনুরোধ করার প্রয়োজন তো নেই, গনেরিল বলে উঠল।

গ্লস্টার বললেন, কিন্তু রাত আসছে, ঝড় উঠছে, বহু মাইল জুড়ে একটা ঝোপ নেই যে আশ্রয় নেবেন।

রীগান বললে, সাধ করে যদি কষ্ট ভোগ করেন কে কি করবে? উনি নিজে ঠেকে শিখবেন। আপনি দরজা বন্ধ করে দিন! ওঁর অনুচরেরা উদ্দাম, ওরা ওঁকে উত্তেজিত করে তুলবে, উনি একটা কিছু করে বসবেন।

কর্ণওয়ালও স্ত্রীর কথায় সায় দিলেন, আপনি দ্বার রুদ্ধ করুন! এ এক অশান্ত রাত। আমাদের রীগান সৎপরামর্শই দিয়েছেন। চলুন, ঝড়ের হাত থেকে বাঁচি।

ওঁরা একে একে দুর্গ-পরিখার সেতু বেয়ে অভ্যন্তরে চলে গেলেন। দুর্গদ্বার সশব্দে রুদ্ধ হল।

এখন শুধু ঝড়ের তাণ্ডব, শুধু বজ্রের গর্জন, বিদ্যুতের চমক। অরে সেই ঝড়ের মধ্যে নিঃসঙ্গ আরোহী কোথায় গেলেন রাজা?

হয় তো প্রকৃতির নিষ্ঠুরতার ভিতরে নিজেকে সঁপে দিয়ে ভুলে থাকতে চাইছেন সন্তানদের অকৃতজ্ঞতা ; হয়তো চিৎকার করে অভিসম্পাত বর্ষণ করছেন কন্যাদের উপর—দেবতাদের উপর। হয়তো, ক্ষিপ্ত হয়ে গেছেন তিনি।

কে জানে কি নিয়তি তাঁর!

আমরা তো রঙ্গমঞ্চে দেখছি নিয়তির খেলা, সূত্র ধরে আছে নিয়তি, পুতুল নাচাচ্ছে। এ পুতুল রাজা, তাঁর কন্যারা, সভাসদবর্গ সকলে। সেই রঙ্গমঞ্চে এবার যবনিকা নেমে এল। এবার বিরাম। নিয়তির পাকচক্রের কথা ভাবতে ভাবতে আমরা রুদ্ধশ্বাসে যবনিকা উত্তোলনের অপেক্ষায় থাকবো। আর ভাববো, এ নিয়তি কি গ্রহ-নক্ষত্রের পাকচক্রে —না রাজারই দোষে? তাঁরই কাজের ফলে?

তৃতীয় অঙ্ক

॥ এক ॥

ঝড় উঠেছে। ঝড়ের আলোড়নে বিধূনিত পৃথিবী, বজ্র-নির্ঘোষে পৃথিবীর চরম পরিণতির ধ্বনি। বিদ্যুৎ চমকে আসন্ন মহাধ্বংসের ইঙ্গিত। শুধু কি ঝড় উঠেছে প্রকৃতিতে? ঝড় কি মানুষের নৈতিক জগতে ওঠেনি? ঝড় কি ওঠেনি সমাজ-ব্যবস্থায়?

ঝড় উঠেছে বই কি।

সে ঝড়ে পুরানো সামন্ত-তন্ত্রের নীতিবাদ ধ্বসে পড়ছে, পরিবারের স্নেহের বন্ধন খসে পড়ছে। নীতি সেখানে নেই। কন্যা চায় না পিতাকে। পিতাকে যে-শ্রদ্ধা সে দেখাত, সে শ্রদ্ধা আর নেই। পিতার প্রতি ভালবাসা আর নেই! এখন পিতৃস্নেহ পদদলিত। আর সমাজ-ব্যবস্থায় ও তো ঝড় উঠেছে। সামন্ততন্ত্র যে-জমির বাঁধনে বেঁধে রেখেছিল তার সমাজকে, যে-জমির ভিত্তিতে তার বনিয়াদ গড়েছিল—সে-বনিয়াদ বৈশ্যযুগের আসন্ন ঝড়ে টলমল। তার মহিমা প্রায় অস্তগমনোন্মুখ! ভালবাসা যে জমির স্বার্থে, শ্রদ্ধা যে জমির নিরিখে, সেটা তার মহিমা দিয়ে ঢেকে রেখেছিল সামন্ততন্ত্র। কিন্তু সে মহিমার গিল্টি আর নেই। গিল্টি খসে পড়েছে। আর সঙ্গে সঙ্গে তার ন্যায়-নীতিও। পারিবারিক স্নেহ, মায়া-মমতার মাপকাঠী তৈরী হয়ে গেছে। সেই তৌলদণ্ড নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে নবযুগ!

মানুষকে এক করার মহিমা তার আছে, আছে মানবতাবোধ—কিন্তু সে-মহামানবতা-বোধ তো স্বার্থের বরফগলা জলে ডুবে যেতে পারে। যায় যদি যাবে কিন্তু নতুন মানবতাই তো এখন কাম্য! এই ক্ষয়িষ্ণু মহিমাকে আঁচড়ে ধরে থাকা তো চলবে না।

লীয়ার ঝড়ে হারিয়ে গেছেন, হারিয়ে ফেলেছেন তাঁর পরিবার, তার স্নেহ-দয়া-মায়ার বন্ধন। আবার মনের ঝড় তাঁর প্রবল হয়ে উঠেছে। এ-ঝড় সীজারের পতনের আগে চক্রীদের মনে এনেছিল অগ্নি-বিপ্লবের আভাস। এই ঝড় ম্যাকবেথকে মহা নিয়তির পথে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। এ ঝড় যেমন বাইরের প্রকৃতির, তেমনি অন্তরের প্রকৃতির।

এই ঝড়ে কোথায় গেলেন রাজা লীয়ার ?

জানি না।

আমরা এসেছি অসীম প্রান্তরে। এখনো ঝড় বইছে। আর সেই ঝড়ে কেণ্ট ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছেন রাজার খোঁজে। এমন সময় আর একজন সভাসদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

কেণ্ট তাঁকে শুধালেন মহারাজের কথা। কোথায় তিনি ?

সভাসদটি জানেন সন্ধান। তিনি বললেন, মহারাজ এখন উন্মাদ। তিনি ঝড়কে হুকুম করছেন—পৃথিবী ভাসিয়ে দিতে। তাঁর সাধ—সব ধ্বংস হয়ে যাক প্রলয়ে—সব তছনছ হয়ে যাক। এখন ভয়ংকর তাঁর রূপ। তিনি শুভ্র কেশ ছিঁড়ছেন, বাতাসে উড়ছে কেশগুচ্ছ। তাঁর সঙ্গী শুধু বিদূষক। সে রঙ্গরসে আনন্দ দিতে চাইছে রাজাকে।

সভাসদটি পরিচিত এবং রাজার প্রতি অনুরক্ত বলেই কেণ্ট তাঁকে জানালেন আলবেনী আর কর্ণওয়ালের মনোমালিন্যের কথা কিন্তু ত্ব'জনেই চেপে আছে। ওদের অনুচরেরা ফ্রান্সের গুপ্তচর। এবং শীঘ্রই হয়তো ফ্রান্স থেকে আসবে সৈন্যবাহিনী। ওরা গোপনে বন্দরে বন্দরে করেছে ঘাঁটি, কোথাও বা প্রকাশ্যে উড়িয়েছে পতাকা। ডোভারে গেলেই এ কথা জানা যাবে। রাজ্যে মহাসংকট উপস্থিত।

কেণ্ট সভাসদটিকে একটি মোহরের থলি দিয়ে বললেন, এটি নিন ! এর ভিতরে একটি আঙটি আছে, সেই আঙটিটি কর্ডেলিয়াকে দেখালেই তিনি চিনবেন। তিনিই ব্যবস্থা করবেন। আমি মহারাজের সন্ধানে যাচ্ছি।

সভাসদ কেণ্টের সঙ্গে করমর্দন করে বিদায় নিলেন।

॥ দুই ॥

প্রান্তরের অন্য প্রান্তে দেখা গেল মহারাজ লীয়ার আর বিদূষককে। এখনো ঝড়ের বেগ কমেনি ; প্রবল বেগে বইছে।

রাজা লীয়ারের যত সাদা চুল উড়ছে হাওয়ায়! তিনি ঝটিকাকে হাত তুলে আবাহন জানাচ্ছেন,—

বহে যাও, বহে যাও মত্ত ঝটিকা! দাও জলে ভরে দাও! উত্তুঙ্গ চূড়া দাও ডুবিয়ে! আর আগুন—তোমার গন্ধকবাহী জ্বালা নিয়ে এস, শুষ্ক বৃক্ষের অরণ্যভেদকারী বজ্র নিয়ে এস! আমার শুভ্র শিরে এসে পতিত হও—তাকে ঝলসে দাও! আর বজ্র এই পৃথিবীর সুগোল নিতম্বে আঘাত কর, তাঁকে দাও সমভূমি করে, প্রকৃতির ছাঁচ ভেঙে ফেল, সমস্ত বীজ ধ্বংস করে দাও—ঐ বীজে তো কৃতঘ্ন মানুষের উদ্ভব।

বিদূষক জল ঝড়েও নিজের রসবোধ হারায়নি। সে বললে, খুড়োমশাই, শুকনো খটখটে ঘরে বসে থাকা বাইরে বৃষ্টি ভেজার চাইতে ভাল। খুড়ো, মেয়ের আশ্রয়ে চল! এ রাত জ্ঞানী বা মূর্খ কাউকে রেয়াৎ করবে না।

লীয়ার কিন্তু রঙ্গরস শুনছেন না, তাঁর বিধূনিত হৃদয় ঝড়ের মধ্যে আবিষ্কার করেছে নিজের স্বরূপ—তাই তিনি ঝড়কে আহ্বান করছেন। মহানাদে গর্জন করে উঠুক মহা ঝড়, অগ্নি বর্ষণ করুক! বৃষ্টি ঝরুক! এরা কেউ তাঁর সন্তান নয়! তাইতো নিষ্ঠুরতার অপবাদ তিনি আর দেবেন না। রাজ্য তো তিনি তাদের ভাগ করে দেননি, সন্তান বলে তো ডাকেননি—কোন ঋণ তো তাঁর কাছে তাদের নেই। তাইতো তিনি বলে উঠলেন,

আমি ক্রীতদাসের মতো দণ্ডায়মান। রিক্ত, অধম, দুর্বল, ঘৃণ্য

বৃদ্ধ আমি—তোমাদের যা খুশি কর! তোমরা তো আমার ঐ হীন কন্যাদের সঙ্গে মিলে আমার এই পলিতকেশ মস্তকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছ। এ কি ঘৃণিত তোমাদের আচরণ!

বিদূষক বললে, যার মাথা গোঁজার ঠাঁই আছে, তার মাথায় দেবার টুপীও আছে—

মনের কাজ করে যে জন
পায়ের কেণো আঙুল দিয়ে ভাই,
কড়া পড়ে কাঁদবে সে যে
ঘুম তো তার নাই।

তারপর থেমে বললে, আমি তো আর কিছু বলব না।

এমন সময় কেণ্ট এসে ঢুকলেন।

ঝড়ে কোলের মানুষ চেনা যায় না, তিনি তাই শুধালেন—কে হোথায়?

এক বুদ্ধিমান আর এক বোকা—বিদূষক উত্তর দিলে।

কেণ্ট কাছে ছুটে এলেন। রাজাকে চিনতে পারলেন। তিনি গভীর দুঃখে বলে উঠলেন, হায়, আপনি এখানে! নিশাচরগণ, তারাও তো এ রাতকে ভালবাসে না। ক্রোধান্ধ আকাশ দেখে ভয় পায় রাত্রিচর প্রাণী—তাদের গহ্বরে গিয়ে আশ্রয় নেয়। আমি মানুষ, আমি তো কখনো—শুনিনি এমন বাতাসের আর্তনাদ, দেখিনি এমন প্রবলধারা!

লীয়ার বললেন, যে দুর্যোগ আমাদের মাথায় ঝরে পড়ছে, সে-ই এবার আমাদের শত্রুকে খুঁজে বার করুক! হতভাগ্য নরাধম কম্পিত হোক অন্তরে, তার পাপ তো অসীম, রক্তরঞ্জিত হস্ত লুকিয়ে রাখুক হত্যাকারী। ওরে মিথ্যাবাদী, ওরে প্রতারক, ওরে ব্যাভিচারী মানুষ,—টুকরো টুকরো হয়ে যাক তোর দেহ। অন্তরের পাপ বক্ষ বিদীর্ণ করে দিয়ে প্রকাশিত হোক। ক্ষমা

চেয়ে নে ঐ মহা ঝটিকার কাছে। আমিও মানুষ, আমি যত পাপ করেছি, তার চেয়ে ঝটিকার বেগ সয়েছি বেশী।

কেণ্ট জানালেন, কাছেই কুটীর আছে, সেখানে আশ্রয় নেবেন চলুন।

লীয়ার রাজী হলেন।

বিদূষক এবার গান ধরলে—

একটু যদি বুদ্ধি থাকে ভাই
ঝড়-বাদলে ভয় যে তার নাই
যেমন দশা মানিয়ে নেয় তাই
বাদল ঝরুক বারোটিমাস
তাতে তো ভয় নাই।

লীয়ার বললেন, সত্য কথা। চল—কুটীরে যাই, গহ্বরে গিয়ে আশ্রয় নিই।

কেণ্ট ও রাজা লীয়ার চলে গেলেন, এখন রইল শুধু বিদূষক। সে বললে, একখানা রাত বটে! আমিও যাব, তবে তার আগে একটু ভবিষ্যৎ বাণী করে যাব।

যখন পাদ্রীরা বিষয়ের থেকে বচনে দড় হবে
যখন শুঁড়ি মদে জল মিশিয়ে তাকে মাটি করবে,
যখন দর্জিদের ফ্যাসন বাতলাবে পোশাক-পোরোর দল
যখন কাফের পোড়ে না, পোড়ে মেয়েদের প্রেমিকেরা,
যখন আইনে সব মামলাই ঠিক!
যখন দেনার জ্বালা নেই, নেই গরীব সভাসদ
যখন কুৎসা থাকবে না জিভে
যখন ভিড়ে থাকবে না পকেটমার
তখনই তো ইংলণ্ডে গোলযোগ শুরু হবে।
ঐ ভবিষ্যৎবাণী করেছেন জাদু সম্রাট বার্লিন
কারণ তাঁর পরেই আমি জন্মেছি।

॥ তিন ॥

প্রান্তর থেকে গ্লস্টারের প্রাসাদ-দুর্গে আমরা ফিরে এলাম।

গ্লস্টার মনে আঘাত পেয়েছেন, বৃদ্ধ রাজার হয়ে সুপারিশ করতে গিয়েছিলেন আলবেণী ও কর্ণওয়ালের কাছে; তার ফলে তাঁর প্রাসাদই এখন বেদখল। তাঁরা শাসিয়েছেন, রাজার কথা বললে বা তাঁর হয়ে কিছু বলতে গেলে, তাদের বিরাগভাজনই হবেন। তিনি এড্‌মণ্ডকে এইসব কথাই বলছিলেন!

এড্‌মণ্ড এতে মনে মনে উল্লসিত, কিন্তু সে মনের ভাব চেপে বললে, এ অত্যন্ত বর্বর রীতি, অতি অস্বাভাবিক।

গ্লস্টার বললেন, তুমি আবার একথা বলতে যেয়ো না। ওদের দু'জনের মধ্যে বিবাদ বেঁধেছে। আজ আমি তা বুঝতে পেরেছি।

একটু থামলেন গ্লস্টার, তাঁর স্বরে রহস্যের আমেজ। চাপা স্বরে বললেন, বললেও বিপদ আছে। আমার গোপন কক্ষে লুকিয়ে রেখেছি চিঠি, চাবী বন্ধ করে রেখেছি। রাজার এই দশার প্রতিশোধ নেওয়া হবে। এরই মধ্যে সেনাদল এসে গেছে। আমরা রাজার পক্ষেই থাকবো। কর্ণওয়ালের সঙ্গে তুমি থাক, তিনি যেন বুঝতে না পারেন আমার অভিসন্ধি। যদি আমার কথা জিজ্ঞেস করেন, বোলো আমি অসুস্থ। এতে যদি আমার মৃত্যু হয় হোক, ওরা তো তার চেয়ে বেশী ভয় দেখাচ্ছে। আমার রাজার এই দশার প্রতিশোধ নিতে হবে। এড্‌মণ্ড, বহু রহস্যময় ঘটনা ঘটবে, সাবধান!

গ্লস্টার চলে গেলেন। এডমণ্ড একবার চেয়ে দেখলে, তারপর বলে উঠল, তুমি যা বারণ করলে, এখুনি তা শুনবেন কর্ণওয়াল। ঐ চিঠির কথাও জানাতে হবে। আমার পিতা যা হারিয়েছেন, আমি তা পাব। বৃদ্ধের পতন হলে যুবকদেরই তো উত্থান হয়!

॥ চার ॥

প্রান্তরের কুটীর। এখনো ঝড় বইছে।

রাজা লীয়ার, কেণ্ট ও বিদূষককে দেখা গেল।

কেণ্ট বললেন, এই তো আশ্রয়, আপনি প্রবেশ করুন প্রভু! রাতের অত্যাচার উৎপীড়ন বড় উগ্র—এতো আর সয় না!

ঝড়ো হাওয়া বয়ে গেল শন্ শন্ করে। রিক্ত প্রান্তরে উদ্দাম হাওয়ার মাতন। লীয়ার এক পা অগ্রসর হয়েছিলেন, আবার থেমে পড়লেন। বললেন,

এই একা আছি, ভাল আছি!

প্রভু, আপনি প্রবেশ করুন!

তুমি কি আমার বুক ভেঙ্গে দেবে

না, না, আমার বুকই যেন ভাঙ্গে। আমার নিবেদন, আপনি প্রবেশ করুন!

লীয়ার বললেন, তোমার মনে হচ্ছে, এই ঝড় বুঝি ভয়ংকর—হাঁ—তোমার কাছে তাই ; কিন্তু যেখানে তীব্র ব্যাধি—সেখানে তো ঝড় মন্দীভূত। ভল্লুককে তুমি পরিহার করবে বইকি—কিন্তু যদি পলায়ন করতে গিয়ে মহাসমুদ্রকে সম্মুখে দেখ—তোমাকে ভল্লুকের মুখোমুখী দাঁড়াতে হবে বই কি। যখন মন থাকে মুক্ত, দেহ তো তখন কোমল। আমার মনে ঝড় উঠেছে ; আমার সমস্ত অনুভূতি নিঃশেষ—শুধু আছে ঐ নাড়ির স্পন্দনটুকু। সন্তানের অকৃতজ্ঞতা! আহার প্রদানে উদ্যত-হস্ত কি দংশনে খণ্ড খণ্ড হবে? না, না, আর তো কাঁদব না। এমন দুর্যোগে আমি বহিষ্কৃত।

এবার আমি সইব—সইব। ওরে গনেরিল, ওরে রীগান, তোদের দয়ার্দ্র পিতা, সব তো দিয়েছে—তবে আর কেন? না, না, আর তো আশ্রয় নেই!

প্রভু, আমার মিনতি—আশ্রয় গ্রহণ করুন !

তুমি যাও—নিজের সুখ নিজে দেখ। ঝড়ে আমার ভাবনার সাগর উথলে উঠছে—আমি ভাবতে চাই। না, না, যাব। বিদূষক তুমি আগে চল।

বিদূষক ভিতরে প্রবেশ করল।

ভিতর থেকে এড্‌গার বলে উঠল, সাগরের জল মাপছি। এই তো এই বেচারীর কাজ। তাই না টম ?

এডগারকে দেখে ছুটে বাইরে এল বিদূষক।

বিদূষক বললে, খুড়ো, ভিতরে যেয়ো না। দানা আছে, কে আছ রক্ষা কর !

কেণ্ট বললেন, কে ?

বিদূষক বলে উঠল, দানা—দানা—তার নাম বেচারী টম।

কেণ্ট কুটীরের কাছে গিয়ে দেখে বলে উঠলেন, কে তুমি, তৃণ-শয্যায় শুয়ে আছ ?

পাগলের বেশে এড্‌গার বেরিয়ে এল।

ওরে দানা—পালা পালা
বাতাস বয় ঝালা পালা
যা—গিয়ে শো হিম-বিছানায়
গরম হগে হাতে পায়ে।

রাজা লীয়ার পাগল দেখে ভাবলেন, এরও তারই দশা ! তাই শুধালেন, কি হে ! মেয়েদের যথাসর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে ফতুর হয়েছ নাকি !

এডগার বললে, গরীব টমকে কে কি দেবে ভাই ! সয়তান তার পেছুনিয়েছে, কাদার পগার পেত্নীর আলো তাকে খালি ঘোরাচ্ছে। বেচারী টমকে কিছু দাওগো—সয়তান তাকে জ্বালাচ্ছে !

লীয়ার শুধালেন, একি ওর কন্যাদের কীর্ত্তি ! কিছুই কি রাখেনি। সবই দিয়ে দিয়েছে ?

বিদূষক বললে, না, একখানা কানি রেখেছে, নইলে আমরাই লজ্জায় পড়তাম।

কন্যা—কন্যার উপর অভিশাপ বর্ষিত হোক! রাজা বলে উঠলেন।

কেণ্ট বললেন, ওর কন্যা নেই।

না, না, মৃত্যু; বিশ্বাসঘাতকতা—এর চেয়েও নিষ্ঠুর ঐ কন্যার দল। এই রক্ত-মাংসে ঐ খুবলে-খাওয়া মেয়েদের সৃষ্টি করেছে।

এডগার আবোল-তাবোল বকতে লাগল।

বিদূষক বললে, এই কনকনে ঠাণ্ডা রাত দেখছি সবাইকে বোকা আর পাগল করে তুলবে!

লীয়ার শুধালেন, তুমি কে? কি ছিলে?

এডগার বললে, ছিলাম নফর, তবে দেমাক ছিল মনে। কিন্তু সে দেমাক তো গেছে। এখন তো—

কাঁটা বনে ঝড় বয়
হিমে হিমে হিম হয়।
শন্ শন্ শন্ শানা
তারে তুম তারে না না
আমার নফর ডফিন মাছ
চল্ চল্ দে রে বাচ্।

লীয়ার পাগলকে দেখে গভীর দুঃখে বলে উঠলেন, এই নগ্ন দেহে আকাশের এই চরম অত্যাচার সইবার চেয়ে কবরে আশ্রয় নিলে না কেন?

মানুষ তো এমনিই। গুটি পোকার রেশমের ধার ধারে না, বন্য জন্তুর কাছে চর্মের ঋণ তোমার নেই—ভেড়ার কাছে নেই পশমের ধার। এই বেড়ালের কাছে ধার করনা সুগন্ধ—এই তিন নিয়েই তো আমরা নাগরিক। তোমার মতো সুখী আর কে আছে!

লীয়ার এই বলে নিজের বেশ ছিঁড়ে ফেললেন।

ওগো খুড়ো, ঠাণ্ডা হও! বিদূষক বলে উঠল। এই রাতে সাঁতার ভাল জমবে না বাবা, এখন এই বন-বাদাড়ে একটু আলো যেন বুড়ো লম্পটের কলিজার মতো ধুকপুক করছে—আর সব ত' হিম। দেখ—দেখ—ঐ চলন্ত আগুন আসছে।

গ্লস্টার মশাল হাতে এসে প্রবেশ করলেন।

লীয়ার শুধালেন—কে তুমি?

কেণ্ট বলে উঠলেন—কে? কিসের সন্ধানে এসেছ?

গ্লস্টার পাল্‌টা শুধালেন—তোমরা কে? তোমাদের নাম কি?

এড্‌গার বললে, বেচারী টম। ব্যাঙ খায়, ব্যাঙাচি খায়, জল খায়, এখান থেকে ওখানে যায় চাবুকের তাড়নায়। তার হাতে পায়ে বেড়ী, সে গারদে বন্দী। ওর ছিল তিন-তিনটে রাজবেশ, ঘোড়া ছিল, আর ছিল হাতিয়ার। কিন্তু—

আজ সাতটি বছর ভাই, সাতটি বছর ভাই
টম খায় ইঁদুর এখন, অন্য খাবার নাই।

গ্লস্টার চিনতে পারলেন, রাজাকে বললেন, হায় মহারাজ, এর চেয়ে কি ভাল সঙ্গী পেলেন না!

এড্‌গার বললে, নরকের কুমার তিনিও ভদ্দর লোক!

গ্লস্টার বললেন, প্রভু, আমাদের রক্ত-মাংসে গড়া সন্তান আজ এমন নীচ যে, যা পায় তাতেই তার ঘৃণা।

আর তাই বেচারা টমের এই দশা।

গ্লস্টার বললেন, আমার সঙ্গে চলুন প্রভু; আমার কর্তব্যে তো অবহেলা হবে না! আমি আপনার কন্যাদের আদেশ শুনব না। যদিও তাঁদের আদেশে দ্বার রুদ্ধ করে রাখা—যেন এই উৎপীড়নকারী রাত্রি আপনাকে গ্রাস করে এই তাদের ইচ্ছা। তবু আমি এসেছি আপনার সন্ধানে। যেখানে খাদ্য আর অগ্নি আছে সেখানে আপনাকে নিয়ে যাব।

লীয়ার বললেন, দাঁড়াও—আগে এই দার্শনিকের সঙ্গে আলাপ কর। বল তো বজ্রপাতের কারণ কি?

কেন্ট বললেন, আপনি ওঁর কথা শুনুন—গৃহে ফিরে যান!

লীয়ার বলে উঠলেন—আমি এই জঙলীর সঙ্গে কথা কইব। তুমি কি মনে কর বল!

এড্‌গার উত্তর দিলে, সয়তানকে রোখা, অধমকে হত্যা করা।

লীয়ার বললেন, নির্জনে তোমার সঙ্গে আমি কথা কইব।

গ্লস্টারকে কেন্ট বললেন, আপনি ওকে আর একবার অনুরোধ করুন! ওঁর বুদ্ধি লোপ পাচ্ছে।

তার জন্য ওঁকে কি দোষী করতে পার? গ্লস্টার বলে উঠলেন। কন্যারা চায় ওঁর মৃত্যু। কেন্ট, আমাদের সেই প্রিয় সঙ্গী কেন্ট বলেছিল এমনিধারাই হবে। আহা বেচারী নির্বাসিত হল! বলছ—রাজা উন্মাদ হয়ে গেছেন! আজ, আমি নিজেই তো উন্মাদ। আমার এক পুত্র ছিল, আমার রক্তে তার জন্ম, আমি তাকে ভালবাসতাম খুব। সে চাইলে আমার প্রাণ। আমি যে তাকে বড় ভালবাসতাম!

আবার শন শন করে বয়ে গেলো ঝড়ো হাওয়া।

গ্লস্টার বলে উঠলেন, দুঃখে আমার বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে। উঃ—একি সবনাশা রাত্রি! মহারাজ, আমার মিনতি—চলুন—

দার্শনিক, তুমি আমার সাথী—লীয়ার ছদ্মবেশী এড্‌গারকে বলে উঠলেন।

কিন্তু টমের যে বড় শীত।

গ্লস্টার ছদ্মবেশী এড্‌গারকে বললেন, ঐ কুটীরে যাও, গিয়ে চাঙা হও।

চল আমরা সবাই যাই—রাজা বলে উঠলেন।

কেন্ট বললে, প্রভু, এই পথে চলুন!

না, না, দার্শনিক বন্ধুকে তো ত্যাগ করব না।

বেশ তো! ওকে সঙ্গে নিন।

হাঁ, গ্লস্টার বললেন, সঙ্গে নিন।

লীয়ার তাই এড্গারকে সঙ্গে নিলেন। ঝড়ের মধ্যে আবার যাত্রা শুরু হল। গ্লস্টার চলেছেন মশাল আলোকে পথ দেখিয়ে, তাঁর পেছনে রাজা, কেণ্ট, ও ছদ্মবেশী এড্গার।

॥ পাঁচ ॥

গ্লস্টারের প্রাসাদ দুর্গে আমরা ফিরে এলাম। এডমণ্ড গ্লস্টারের কাছে শুনেছে গোপন খবর। সেই সে খবর ফেরি করতে এসেছে কর্ণওয়ালের কাছে। সে জানে, এই খবর ফেরি করলে গ্লস্টারের খেতাব, সম্পত্তি, গদি সব তার হবে। সে খবর দিয়েছে,—কর্ণওয়াল উত্তেজিত। তাই দেখা গেল তিনি অস্থিরভাবে কক্ষে পাদচারণা করছেন। আর নীরব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এড্মণ্ড। কর্ণওয়াল হঠাৎ থেমে পড়ে বলে উঠলেন, যাবার আগে প্রতিশোধ নিয়ে তবে যাব।

আমার ভয় হচ্ছে, এড্মণ্ড বললে: রাজভক্তিকেই আমি বড় করে দেখছি—এতে নিন্দেই হবে।

কর্ণওয়াল বললেন, আমার এখন মনে হচ্ছে, তোমার পিতার মৃত্যু কামনা তোমার ভ্রাতা নিজের মন্দ স্বভাবের জন্য করেনি। এর কারণ তোমার পিতার মন্দ স্বভাব!

এড্মণ্ড বলে উঠল, হায়, হায়, আমার কি ভাগ্য! ন্যায়ের জন্য আমি অনুতপ্ত! পিতা যে ফ্রান্সের পক্ষে—এই পত্রে তার প্রকাশ।

আমার সঙ্গে রাণীর কাছে চল! কর্ণওয়াল বললেন।

যদি চিঠির কথা সত্য হয়, আপনার তো বহু কাজ।

সত্য হোক, মিথ্যা হোক, তুমি গ্লস্টারের অধিপতি হলে, তোমার পিতার অনুসন্ধান কর!

এড্মণ্ড উৎফুল্ল, আপন মনে বললে, যদি কর্ণওয়াল দেখেন পিতা রাজাকে সেবা করছেন, তাহলে আরো সন্দেহ বাড়বে। সে প্রকাশ্যে বললে, আমার রক্ত আর রাজভক্তিতে বিরোধ বাধলেও আমি একনিষ্ঠ রাজভক্তই থাকব।

কর্ণওয়াল খুশি হয়ে বললেন, আমি তোমাকে বিশ্বাস করি। পিতার বাৎসল্যের চেয়ে আমার স্নেহের মূল্য ঢের বেশি।

কর্ণওয়াল এড মণ্ডকে নিয়ে নিজের পত্নীর কাছে চলে গেলেন।

॥ ছয় ॥

প্রাসাদ-দুর্গ সংলগ্ন খামারবাড়ির একখানা ঘর।

সেখানে গ্লস্টার, লীয়ার, কেণ্ট, বিদূষক ও এড্গার এসে প্রবেশ করলেন। গ্লস্টার তাঁদের নিয়ে এসেছেন এখানে। তিনি বললেন, খোলা হাওয়ার চেয়ে এ জায়গা ঢের ভাল। এখানে আসুন, আমি যতদূর সম্ভব সেবা করব। আমি যাব আর ফিরে আসব।

গ্লস্টার চলে গেলেন।

এবার এড্গার আর বিদূষকে শুরু হল রঙ্গরস।

বিদূষক রাজাকে শুধালে, খুড়ো বল তো, যারা পাগল তারা ভদ্দরলোক না খিমদগার?

লীয়ার উত্তর দিলেন, দুটোর একটাও নয়—তারা হচ্ছে রাজা।

বিদূষক বললে, যে পাগল সে-ই বিশ্বাস করে নেকড়ের পোষমানায়, বালকের ভালবাসায় আর বেশ্যার শপথে।

লীয়ার তন্ময় হয়ে আছেন, তিনি হঠাৎ বলে উঠলেন—সবাইকে বন্দী করব! তারপরে করব বিচার! প্রমাণ চাই! সাক্ষী তলব দাও।

এড্গারকে বললেন, আপনি জোব্বাধারী বিচারক, আসন গ্রহণ করুন! বিদূষককে বললেন, আপনি ন্যায়ের যোয়াল বহন করেন,

—আপনি বসুন ওঁর পাশে। কেন্টকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আপনিও বিচারপতিমণ্ডলীর একজন, আপনিও এইখানে বসুন!

এড্গার, কেন্ট ও বিদূষক গোল হয়ে বসলেন।

বিচারপতিরা তো আসন গ্রহণ করলেন কিন্তু আসামী কই?

এড্গার তাকিয়ে দেখলে, একটা শেয়াল তাদের দিকে জুলজুল করে তাকিয়ে আছে। সে বলে উঠল ছাখো, কেমন একদৃষ্টে চেয়ে আছে, কাঠগড়ায় উঠেও নেক-নজরের সাধ! গান গেয়ে উঠল:

ওগো বেসী আমার,
নদী পেরিয়ে এস কাছে
ওগো বেসী আমার,

অমনি গানে উত্তর দিলে বিদূষক,

ওর ছেঁদা নাও
তাই বাধা পায়
সাহস তো হয় না।

লীয়ার দাঁড়িয়ে আছেন, কেন্ট তাঁকে বললেন, আপনি এসে এখানে বিশ্রাম নিন মহারাজ!

না, না, আগে বিচার দেখব—সাক্ষী আন! আপনারা বিচারক-মণ্ডলী আসন গ্রহণ করুন।

কল্পনায় তিনি গনেরিলকে এনে হাজির করলেন—আগে এর বিচার হোক! ওর নাম গনেরিল। আমি বিচারকমণ্ডলীর সম্মুখে শপথ করছি, ও ওর হতভাগ্য পিতাকে পদাঘাতে তাড়িয়ে দিয়েছে।

বিদূষক বললে, আসুন ভদ্রে, আপনার নাম গনেরিল?

সেকথা তো অস্বীকার করতে পারা যাবে না, রাজা বললেন। এই আর একজন! তিনি কল্পনায় রিগানকে দেখতে পাচ্ছেন। ওর দৃষ্টি ক্রুর, ঐ দৃষ্টিতে অন্তর পরিস্ফুট। ওকে থামাও! থামাও! অস্ত্র চাই—চাই তরবারী—চাই অগ্নি! এখানে পাপ, এখানে

অবিচার ছেয়ে আছে। ওরে ভণ্ড বিচারক, কেন ওকে পালিয়ে যেতে দিলি ?

কেন্ট বললেন, মহারাজ, আপনার সে ধৈর্য কোথায় গেল ?

লীয়ার উন্মাদ, কল্পনায় তিনি বলে উঠলেন—ঐ যে আমার কুকুরগুলো আমাকেই কামড়াতে আসছে।

যা—দূর হয়ে যা ! এড্গার কুকুর খেদাবার অভিনয় করলে।

লীয়ার বললেন, তাহলে এবার রিগানকে কাট-ফাঁড়—দেখ কি দিয়ে ওর দেহ তৈরী। কি কারণে এমন কঠিন হল মানুষের মন ? এড্গারকে বললেন, মশাই, আমি আপনাকে একশো জনের মধ্যে একজন করে নিলাম, কিন্তু আপনার ঐ পোশাক আমার পছন্দ নয় ! ওগুলো ছেড়ে ফেলুন।

তাঁর এই অসংলগ্ন কথা, আর উদভ্রান্ত ভাব দেখে কেন্ট আতঙ্কগ্রস্থ, তিনি বলে উঠলেন, মহারাজ এখানে এসে বিশ্রাম নিন। তিনি ঘরের মাঝখানে তৃণশয্যা দেখিয়ে দিলেন।

না, না, গোলমাল কোরোনা ; পর্দা ফেলে দাও ! আমরা সকালবেলা খাব সাঁঝের খাবার।

বিদূষক বললে, আর আমি দুপুরে গা এলিয়ে দেব বিছানায়।

এরই মধ্যে গ্লস্টার ফিরে এলেন।

গ্লস্টার বললেন, প্রভু আপনি কোথায় ?

এই তো এখানে, কেন্ট বললেন, উনি অপ্রকৃতিস্থ।

গ্লস্টার বললেন, ওঁকে তুলে নাও বন্ধু, ওঁর মৃত্যুর ষড়যন্ত্র আমি গোপনে শুনেছি। ডুলি তৈরী, ওঁকে নিয়ে শুইয়ে দাও। ডোভারের পথে চলে যাও বন্ধু, সেখানে গেলে পাবে অভ্যর্থনা আর আশ্রয়। বিলম্ব কোরো না, তাহলে ওঁর আর তোমাদের দু'জনের প্রাণই যাবে। চল, ওঁকে তুলে নিয়ে চল। আমি অর্থ দিচ্ছি, নিয়ে চলে যাও।

কেন্ট বিদূষককে বললেন, এস, আমাকে সাহায্য কর।

চল, চল, গ্লস্টার বলে উঠলেন।

সবাই চলে গেলেন, শুধু রইলেন এড্গার।

সে আপন মনে বললে, যখন দেখি আমাদের বরেণ্য যাঁরা, তাঁরা দুঃখ ভোগ করছেন, তখন আমাদের নিজেদের দুঃখকে আর দুশমন বলে মনে হয় না। দুঃখের যখন সাথী জোটে, তখন তো দুঃখ হালকা হয়ে যায়! আমাকে যে দুঃখ আজ নত করেছে, রাজারও সেই দুঃখ! টম, চল, চল, দূরে চল! নিজের আত্মরূপ প্রকাশের এখনো সময় হয়নি। তুমি লুকিয়ে থাক টম, লুকিয়ে থাক।

॥ সাত ॥

গ্লস্টারের প্রাসাদ-দুর্গ।

এখানে কর্ণওয়াল, রীগান, গণেরিল, এড্মণ্ড ও অনুচরদের দেখা গেল।

কর্ণওয়াল বললেন, তোমার প্রভু আলবেণীর কাছে যাও, এই পত্র দেখিয়ো। ফ্রান্সের সৈন্য এসে নেমেছে ইংলণ্ডে। আর ঐ বিশ্বাসঘাতক গ্লস্টারের সন্ধান কর।

কয়েকজন অনুচর চলে গেল।

রীগান বলে উঠল, ওকে এখুনি ফাঁসি কাঠে ঝুলাও।

গণেরিল বললে, ঐ বিশ্বাসঘাতকের চোখ উপড়ে নাও!

কর্ণওয়াল বললেন, এড্মণ্ড, তোমার ঐ বিশ্বাসঘাতক পিতার উপযুক্ত দণ্ড বিধান আমাদের করতেই হবে, কিন্তু সে তো তোমার দেখার যোগ্য দৃশ্য নয়! তুমি আমাদের ভগ্নীর সঙ্গে যাত্রা কর। বিদায় ভগ্নী, বিদায় গ্লস্টারের অধিপতি।

এমন সময় অসওয়াল্ড এসে ঢুকল।

রাজা কোথায়! কর্ণওয়াল শুধালেন।

অসওয়াল্ড জানালে, গ্লস্টার তাঁকে অন্যত্র নিয়ে গেলেন, তাঁর সঙ্গে

আছে পঁয়ত্রিশ ছত্রিশজন সঙ্গী, তাঁরা চলেছে ডোভারের দিকে। সেখানে তাদের জন্য অপেক্ষা করছে সশস্ত্র বন্ধুর দল।

কর্ণওয়াল একথা শুনে ব্যস্ত হয়ে বললেন, তোমার প্রভু-পত্নীর জন্য ঘোড়া সাজাও!

গণেরিল ভগ্নীর কাছে বিদায় নিয়ে চলে গেল। সঙ্গে এড্‌মণ্ড ও অসওয়াল্ড।

এবার কর্ণওয়াল আদেশ দিলেন, ঐ বিশ্বাসঘাতক গ্লস্টারের সন্ধান করে, তাকে তস্করের মতো বন্দী করে নিয়ে এস এখানে?

অনুচরেরা কর্ণওয়ালের আদেশ পালন করতে ছুটল। কর্ণওয়াল বললেন, বিচারের অনুষ্ঠান না করে ওর প্রাণদণ্ড দেওয়া চলবে না, কিন্তু ক্রোধের নিবৃত্তি করতে হবে শক্তি দিয়ে। মানুষ তাতে দোষী করবে, কিন্তু বাধা দিতে পারবে না। ঐ যে কে আসে? দেখে বলে উঠলেন, ঐ—ঐ তো সেই বিশ্বাসঘাতক।

গ্লস্টারকে নিয়ে প্রবেশ করল অনুচর।

কর্ণওয়াল আদেশ দিলেন, হাত বাঁধো।

গ্লস্টার বিস্মিত হয়ে বললেন, এ কি! আপনারা আমার অতিথি—গৃহকর্তার প্রতি অবিচার করবেন না!

কর্ণওয়াল আবার হুমকি দিলেন—ওকে বাঁধো!

হাঁ, শক্ত করে বাঁধো! বিশ্বাসঘাতক!—রীগান চিৎকার করে উঠল!

গ্লস্টার বললেন, আমি নই, ভদ্রে আপনি!

এই কাষ্ঠাসনের সঙ্গে বাঁধো—আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধো! ওরে অধম! রীগান গ্লস্টারের দাড়ি ধরে টানলেন।

এ কি অবিচার!

বিশ্বাসঘাতক।

গ্লস্টার আবার বললেন, ওরে দুষ্টা, এই রোমরাজী উৎপাটন করলি, এই অপরাধের জবাবদিহী করতে হবে, আমি গৃহকর্ত্তা—দস্তুর-মতো সে আতিথ্যের তুমি অপমান করেছ।

বল—ফ্রান্স থেকে কি পত্র পেয়েছ, বল? কর্ণওয়াল শুধালেন।

সহজ উত্তর দাও, সত্য আমরা জানি—রীগান যোগ করে দিলে।

গ্লস্টার বললেন, আমি একখানা পত্র পেয়েছি।

মিথ্যা কথা! রাজা কোথায় বল?

ডোভারে।

ডোভারে কেন?

গ্লস্টার বললেন, কাষ্ঠাসনে বদ্ধ আমি, আমাকে সইতেই হবে।

বল—কেন ডোভারে গেছেন? রীগান শুধালে।

কেন গেছেন? কারণ, আমি দেখতে চাইনে, তোমার ঐ নিষ্ঠুর নখে আমার চোখ উপড়ে নাও! আর তোমার ঐ ভয়ঙ্করী ভগ্নী তাঁর ঐ রাজধর্মে অভিষিক্ত মাংসে তার শূকরীর দন্ত বিদ্ধ করে না দেয়! জানি, জানি—এর প্রতিশোধ পাবে!

তোমাকে আর তা দেখতে হবে না—কর্ণওয়াল বলে উঠলেন, আমি তোমার চক্ষুর উপর পদাঘাত করব।

কর্ণওয়াল তার চক্ষু উৎপাটন করে তার উপর রাখলেন নিজের পা।

কে আছে—রক্ষা কর, রক্ষা কর! গ্লস্টার আর্তনাদ করে উঠলেন।

গ্লস্টারের প্রতি এই নির্মম অত্যাচারে শিউরে উঠেছে অনুচরগণ। তাদের একজন বললে, ক্ষান্ত হোন প্রভু!

রীগান বিস্মিত—কুকুরটা কি বলে?

অনুচর বললে, স্তব্ধ হও! যদি পুরুষ হতে তোমাকে আমি রণে আহ্বান জানাতাম।

কর্ণওয়াল তরবারী নিষ্কাষিত করলেন, আয়-আয়!

অনুচরের সঙ্গে শুরু হল অসি-যুদ্ধ।

রীগান অসি হস্তে এগিয়ে এসে পেছনে থেকে তরবারী বিদ্ধ করলে অনুচরকে।

অনুচর আর্তনাদ করে উঠল, আমি মরলাম—গ্লস্টার, আপনার

ত' এক চোখ আছে, এদের শোচনীয় পরিণাম আপনি দেখতে পাবেন!

অনুচরের মৃত্যু হল।

কর্ণওয়াল গ্লস্টারের আর এক চোখও উপড়ে ফেলে বললেন, আমরা তা হতে দেব না! কোথায়—কোথায় তোমার চোখের জ্যোতি গ্লস্টার।

অন্ধকার—সবই অন্ধকার! এড্‌মণ্ড—আমার এড্‌মণ্ড কোথায়? এড্‌মণ্ড, এ-হত্যার প্রতিশোধ নাও।

ওরে অধম, রিগান বলে উঠল, যে তোকে ঘৃণা করে, তাকে তুই ডাকছিস! ও-ই তো তোর বিশ্বাসঘাতকতার কথা আমাদের জানায়। সে তো তোকে করুণা করবে না।

গ্লস্টার হাহাকার করে উঠলেন, হায়—আমি কি নির্বোধ। এডগারের সর্বনাশ করেছি। দেবতা আমাকে ক্ষমা কর—তার মঙ্গল কর!

রীগান বললে, যাও, ওকে দূর করে দাও! ও পথ শুঁকতে শুঁকতে ডোভারে চলে যাক।

গ্লস্টারকে নিয়ে অনুচর চলে গেল। এবার রীগান কর্ণওয়ালের দিকে তাকিয়ে বললে—একি—তুমি এমন বিবর্ণ কেন?

আমি আঘাত পেয়েছি। চল! অনুচর, তুমি এই দাসকে ছুঁড়ে ফেলে দাও আবর্জনায়। রিগান—আমার রক্ত ঝরছে। আমার হাত ধর!

কর্ণওয়াল রীগানের হাতে ভর দিয়ে বেরিয়ে গেল।

অনুচরেরা বিরক্ত, তাদের একজন বললে, যদি ও সেরে ওঠে, আমি তো আর কুকাজে ডরাব না।

আর ঐ মেয়েমানুষটা যদি শান্তিতে মরে, তাহলে সব মেয়েমানুষ দানবী হয়ে দাঁড়াবে।

আর একজন বললে, চল, বুড়ো রাজার কাছে যাই।

কেউ অমত করলে, কেউ বা সায় দিলে। তারপর তারা চলে গেল।

চতুর্থ অঙ্ক

॥ এক ॥

প্রান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছে এড্‌গার, এমন সময় এক বৃদ্ধের হাত ধরে অন্ধ গ্লস্টার এসে প্রবেশ করলেন। তাঁর দুর্দশা দেখে শিউরে উঠল এড্‌গার। একি হীন দশা! এই তো সংসার। এরই আবর্তে পড়ে ঘৃণা জাগে মনে, বাঁচবার সাধ থাকে না।

বৃদ্ধ বলছে, আমি আপনার বাবার প্রজা, আপনারও প্রজা। আমার বয়েস আশী বছর।

গ্লস্টার বললেন, যাও—আমাকে ছেড়ে চলে যাও! তোমার সান্ত্বনায় তো আমার ফল হবে না!

কিন্তু আপনি যে পথ দেখতে পান না।

আমার তো পথ নেই। তাই চোখেও দরকার নেই। চোখ যখন ছিল পদে পদে হোঁচট খেয়েছি। ঠেকে ছাড়া তো মানুষ শেখে না। এড্‌গার, তোকে যদি ফিরে পাই—তবে তো আবার চোখ ফিরে পাব।

বৃদ্ধ বলে উঠল, কে?

তারপর দেখে বললে, ও পাগলা টম, বাউরা টম!

এড্‌গার মনে মনে বললে, হয়তো আরেক চরম দুঃখ আছে।

বৃদ্ধ এড্‌গারকে শুধালে, কোথায় যাচ্ছ?

গ্লস্টার বললেন, ও কি ভিখারী?

ভিখারীও আবার পাগলও।

গ্লস্টার বললেন, কাল ঝড়ে এমনি একজনকে দেখেছি, তার পরেই মনে পড়ল আমার পুত্রের কথা। কিন্তু তখনো বিদ্বেষে ভরা ছিল মন। এ কি সেই অর্ধ নগ্ন মানুষটি?

বুড়ো বললে, হাঁ, প্রভু।

যাও, এবার তুমি যাও! ডোভারে দেখা হবে, আমাকে ও পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।

কিন্তু ও যে পাগল!

বিপর্যয় যখন আসে, তখন পাগল অন্ধকে পথ দেখায়। আমি যা বলি কর, নয় তো তোমার যা খুশী করতে পার। মোট কথা, চলে যাও!

বৃদ্ধ চলে গেল।

গ্লস্টার এবার ছদ্মবেশী এড্‌গারকে ডাকলেন, ওগো নগ্ন জীব, এসো!

বেচারী টমের যে বড় শীত, এড্‌গার উত্তর দিলে।

এদিকে এস! ডোভারের পথ চেন?

সব চিনি, মায়া ফাটক অবধি চিনি, চিনি ঘোড়ার পথ, পদপথ।

নাও—এই টাকা নাও। দুর্ভাগ্যে তুমি নত। ডোভারের পথ চেন? সেখানে আছে এক পর্বত, তার উচ্চ শির অবনত হয়ে আছে সাগরের দিকে, তারই তীরে আমাকে নিয়ে চল! তোমার দুঃখ আমি ঘোচাব; আমার যা আছে সব দেব। চল, সেখানে নিয়ে চল! তারপর আর তো পথ দেখাবার দরকার হবে না। আমি নিজেই যেতে পারব।

আমার হাতে হাত দাও কর্ত্তা, টম তোমাকে নিয়ে যাবে। এড গার বৃদ্ধ পিতাকে হাতে ধরে নিয়ে চলল।

॥ দুই ॥

আলবানীর প্রাসাদের সম্মুখভাগের গণেরিল আর এড্‌মণ্ডকে দেখা গেল। গণেরিল বিস্মিত, তার অভ্যর্থনায় আসেনি কেউ? স্বামীর দেখা নেই। তিনি আসেন নি ছুটে, অথচ খবর তো সে পাঠিয়েছে। এমন সময় অসওয়ালডকে দেখা গেল। গণেরিল ক্রুদ্ধা; সে শুধালে,

কোথায় তোমার প্রভু?

অসওয়াল্ড জানালে, রাণী-মা তিনি ভিতরে আছেন। তাকে যখন বললাম, ফ্রান্সের সেনাবাহিনী এসে নেমেছে, তিনি হাসলেন। বললাম, আপনি আসছেন, তিনি মুখ নেড়ে বললেন—আরো খারাপ কথা। বিশ্বাসঘাতক গ্লস্টারের কথা বলতে আমাকে মাতাল বলে ধার্য করেছেন। বললেন, খবরটা কিন্তু আমি বাইরে এনে দেখাচ্ছি। যাতে সবচেয়ে অসন্তুষ্ট বোধ করবেন, তাতেই তিনি খুসী হয়ে উঠলেন।

গণেরিল এড্‌মণ্ডকে বললে, তাহলে আর আপনার অগ্রসর হয়ে কাজ নেই। উনি ভীরু, তাই চান না একাজ করতে, এড্‌মণ্ড—আপনি আমার ভগ্নিপতির কাছে ফির যান; সৈন্যবাহিনী সজ্জিত করে অগ্রসর হন রণক্ষেত্রে। আমি তাদের মাকু ওর হাতে দিয়ে নিজে ধারণ করব অস্ত্র। আর আমার এই অনুগত ভৃত্য আপনাকে খবর দেবে আর আপনার খবর নিয়ে আসবে! এই নিন—এই বলে মস্তকে চুম্বন করল গণেরিল—এই চুম্বন—যদি কথা কয়ে উঠতে পারত—তাহলে তুমি আনন্দে নৃত্য করে উঠতে এড্‌মণ্ড—সেই সুখ কল্পনা করেই চলে যাও। বিদায় প্রিয়!

যতদিন মৃত্যু না হয়, দেবী আমি আপনারই—এড্‌মণ্ড বললেন।

গণেরিল বলে উঠল, গ্লস্টার—আমার প্রিয় গ্লস্টার !

এডমণ্ড চলে গেল।

পুরুষে পুরুষে কি প্রভেদ ! নারী তোমাকে দিতে চায় তার সেবা ; আর এদিকে তার দেহ দখল করে আছে এক মূর্খ।

অসওয়াল্ড বললে, ঐ আসছেন প্রভু !

আলবেনী এসে প্রবেশ করলেন।

গণেরিল অভিমান করে বললে, একদিন ছিল আমার আগমনের সংবাদ পেয়েই ছুটে যেতে—

আলবেনী উত্তর দিলেন, গণেরিল, যে ধূলো ঐ বাতাস উড়িয়ে দেয় তোমার মুখে, সেই ধূলির চেয়েও তুমি তুচ্ছ। তোমাকে দেখে আমার ভয় হয়। যে-প্রকৃতি নিজের জন্মের উৎসকে ঘৃণা করে, তার অসংযম তো সীমাহীন। শাখা যেমন বৃক্ষ থেকে খসে পড়লে শুকিয়ে যায়—তারও তো সেই নিয়তি।

গণেরিল ক্রুদ্ধ ; সে বললে, আর শুনতে চাইনে ! এতো নির্বোধের কথা !

হাঁ, যে হেয় ভাল কথা তো তার কাছে মন্দই শোনাবে। জঞ্জালে তো জঞ্জালেরই গন্ধ থাকে। তুমি কি করেছ ? কন্যা তো নও, তুমি বাঘিনী। বৃদ্ধ পিতা, মহানুভব পিতা—তাঁকে উন্মাদ করে দিলে ! এই পাপের প্রতিবিধান যদি দেবতারা না করেন, তাহলে এর শীকার হবে মানবতাবোধ।

গণেরিল বলে উঠল, ভীরু, কাপুরুষ। তোমার গাল দু'খানি তো আঘাতের জন্যই সৃষ্টি, তোমার শির তো অন্যায় বর্ষিত হবার জন্যই মাথা পেতে দিয়েছে। কোথায় তোমার রণ-দামামা ? ফ্রান্স আমাদের শান্তিপূর্ণ দেশে তার পতাকা তুলেছে, সে চায় রাজা, নির্বোধ ! তুমি কি এখনো স্তব্ধ হয়ে বসে থাকবে ?

ওরে পিশাচী ! ক্রোধান্ধ আলবেনী চিৎকার করে উঠলেন।

আর তুমি মূখ মূর্খ, নিজের গর্বে উন্মত্ত মূখ! গণেরিল উত্তর দিলে।

এমন সময় দূত এসে জানালে, কর্ণওয়ালের ডিউক নিজের অনুচরের হস্তে নিহত। তিনি গ্লস্টারের চক্ষু উৎপাটন করেছেন। চোখ উৎপাটন করবার সময় এই কাণ্ড ঘটেছে।

আলবেনী চিৎকার করে উঠলেন, গ্লস্টারের চোখ উৎপাটিত। কি ব্যাপার?

দূত জানালে, যখন গ্লস্টারের চোখ উপড়ে ফেলছিলেন কর্ণওয়াল, তখন তাঁরই এক অনুচর বাধা দেয়। তিনি বাধা না মানাতে, তাঁকে সে অস্ত্রাঘাত করে। এই অস্ত্রাঘাতেই তার মৃত্যু হয়েছে।

আলবেনী বলে উঠলেন, তার মানে তো আছেন ঈশ্বর, আছে ন্যায়-বিচার, আছে পাপের প্রতিশোধ। কিন্তু হায়, বেচারী গ্লস্টার! দূত, তার আর একটি চোখ?

ছুটি চোখই উপড়ে ফেলেছে প্রভু। দূত এবার গণেরিলের দিকে তাকিয়ে বললে, এই পত্রের অবিলম্বে উত্তর চাই। আপনার ভগ্নীর পত্র নিন।

গণেরিল মনে মনে বললে, এ ভালই হল। কিন্তু মনে তার দেখা দিল সন্দেহ। বিধবা হয়েছে ভগ্নী, আমার প্রিয়তম গ্লস্টার তার কাছে আছে—এখন তো সন্দেহে বুক ফেটে যাবে। সে এবার দূতকে বললে, পত্র পড়ে আমি উত্তর দিচ্ছি। সে চলে গেল।

আলবেনী দূতকে শুধালেন, যখন এই চরম পাপ অনুষ্ঠিত হয়, তখন তাঁর পুত্র কোথায় ছিল?

আমাদের কর্ত্রীর সঙ্গে চলে আসেন।

কিন্তু তাকে তো দেখছিনে!

না প্রভু। ফিরে যাবার সময় তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে।

তিনি এ সংবাদ জানেন?

তিনিই তো কর্ণওয়ালকে রাজা গ্লস্টারের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তোলেন।

আলবেনী স্তব্ধ হয়ে গেলেন। এই তো পৃথিবী, এই তো তার আপন জন! কিন্তু গ্লস্টারের ঐ চোখের ঋণ তো তাঁকেই শুধতে হবে।

তিনি দৃঢ় সংকল্প! দূতকে বললেন, বন্ধু; এস আর কি জান বল! তিনি দূতকে নিয়ে চলে গেলেন।

॥ তিন ॥

এই সেই ডোভার, ইংলিস উপসাগরের উপকূলে দাঁড়িয়ে আছে। সাদা খড়ির পাহাড় ঘেরা ডোভার, চিরদিনই ফ্রান্স আর ইংলণ্ডের সীমারেখা সে টেনে দিয়েছে। এই সীমান্তের উপসাগর পেরিয়ে এসে ঘাঁটি করেছে ফরাসী সৈন্য। এই ডোভারই এখন সংযোগস্থল। এই ডোভারের মোহানায় এসে মিলেছে নিয়তির টানে নাটকের কুশীলব গণ। এই ডোভারের পথে ছুটেছেন রাজা লীয়ার ও তাঁর অনুচরের দল।

এই ডোভারে আমরা এলাম। সারি সারি ফারসী শিবির উপকূল থেকেই দেখা যাচ্ছে।

ফরাসী নিশান উড়ছে। কিন্তু এ নিশান আজকের ত্রিবর্ণ রঞ্জিত গণতন্ত্রের পতাকা নয়। এ-নিশান রাজকীয়। এর রূপ কি আমরা জানিনে। হয়তো এতে আছে কোন ধরণের নিশানা।

কেন্ট ও এক সভাসদকে শিবিরের সম্মুখে দেখা গেল। ফ্রান্সের রাজা চলে গেছেন, সেনাধ্যক্ষ রেখে গেছেন আর একজনকে এই খবর কেন্ট পেলেন। তিনি এবার শুধালেন,

পত্র পড়ে রাণী কি করলেন?

পত্র পড়ে তাঁর চোখ দিয়ে অঝোরে জল ঝরতে লাগল, মন তখন তাঁর বিদ্রোহী, কিন্তু আশ্চর্য ভাবে দমন করলেন নিজেকে।

তাহলে তিনি বড়ই আঘাত পেয়েছেন। তিনি কি কোন কথা বললেন ?

বাপের নাম করলেন কয়েকবার, আবার ভগ্নীদের পিশাচী বলে গাল দিলেন। আমি চলে এলাম। তিনি একা থাকুন, এই সময়ে তাঁকে বিরক্ত করা তো উচিত নয়।

কেণ্ট বললেন, এ-গ্রহের পাকচক্র, আমাদের ভাগ্য তো তারাই নিয়ন্ত্রিত করে। তা নইলে একই পুরুষ আর নারীর মিলনে এমন ভিন্ন প্রকৃতির সন্তান হয়। রাজা এই শহরে এসেছেন। যখন মন ভাল থাকে, আমাদের এখানে আসার উদ্দেশ্য বুঝতে পারেন। কিন্তু তিনি তো মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে কোন মতেই রাজী হন নি!

কেন ? সভাসদ শুধালেন ?

এ রাজার লজ্জা। তাঁর নিজের নিষ্ঠুরতায় তিনি কনিষ্ঠাকে বঞ্চিত করেছিলেন, তাঁর ন্যায্য দাবী এই কুক্কুরী কন্যাদের দিয়েছিলেন, এই ভীষণ অনুতাপ তো তাঁর মনে ভীষণ ভাবে কাজ করছে, তিনি লজ্জায় দেখা করতে যেতে পারছেন না।

হায়—কি দুঃখী! সভাসদ বলে উঠলেন।

আলবেনী আর কর্ণওয়ালের সৈন্যসংখ্যা কত ? কেণ্ট শুধালেন।

জানি না, শুধু এইটুকু জানি, তাঁরা রওনা হয়েছেন।

তাহলে প্রভু লীয়ারের কাছে চলুন! তাঁর সেবা করবেন, দেখাশুনো করবেন! কেণ্ট সভাসদকে নিয়ে চলে গেলেন।

॥ চার ॥

শিবিরের সম্মুখ ভাগে আমরা ছিলাম, এবার এসেছি শিবিরে, দামামা বাজছে, সেখানে উড়ছে ফরাসী নিশান। এর মধ্যে কর্ডেলিয়াকে দেখা গেল, তাঁর সঙ্গে একজন চিকিৎসক ও একজন সৈনিক।

কর্ডেলিয়া বললেন,—তাঁকে আমি দেখতে পাচ্ছি। তিনি যেন সাগরের মতই উন্মত্ত, তেমনি চঞ্চল। কখনো গাইছেন গান, কখনো প্রান্তরের বুনো ফুল দিয়ে মুকুট গড়ে মাথায় পরছেন। যাও, তাঁর সন্ধানে একশত সৈন্য পাঠাও! প্রতি প্রান্তর তন্নতন্ন করে খোঁজ—তাকে নিয়ে এস!

সৈনিক চলে গেল।

তিনি এবার চিকিৎসককে শুধালেন, মানুষের বুদ্ধিনাশ হলে সেই সুপ্ত বুদ্ধি কি আবার ফিরিয়ে আনা যায়?

চিকিৎসক বললেন, ভদ্রে, উপায় আছে। আরোগ্যের উপায় বিরামদায়িনী নিদ্রা। আবার নিদ্রারও ঔষধ আছে। সে ঔষধ যন্ত্রণাভরা চোখ দু'টিকে নিদ্রার আবেশে বুজিয়ে দেবে।

কর্ডেলিয়া বলে উঠলেন, আপনাদের শাস্ত্রে যত ঔষধ আছে সব আমার চোখের জলের সঙ্গে ঝরে পড়ুক। যাও তাঁকে খুঁজে বার কর। তাঁর ক্রোধ অসংযত, তাতে যেন জীবন না শেষ হয়ে যায়!

দূত এসে প্রবেশ করল সংবাদ নিয়ে—ব্রিটিশ শক্তি আসছে এগিয়ে।

কর্ডেলিয়া বললেন, আসুক—আমরাও প্রস্তুত। পিতা পিতা—তোমার কার্যে আমি ব্রতী। ফরাসী রাজশক্তি আমাদের সহায়, আমরা আমাদের পিতার অধিকার আবার প্রতিষ্ঠিত করব।

তিনি ছুটে চলে গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে নিষ্ক্রান্ত হলেন চিকিৎসক।

॥ পাঁচ ॥

গ্লস্টারের দুর্গের কক্ষে রীগান ও অসওয়াল্ড আলাপে রত।

আলবেনীর যুদ্ধযাত্রা সম্পর্কে সকলের সন্দেহ ছিল। কিন্তু গণেরিল তাকে উদ্বুদ্ধ করে নামিয়েছে যুদ্ধে। এদিকে রীগানও তার সৈন্য নিয়ে যাত্রা করবে আগামী কাল। সে অসওয়াল্ডকে আগামী কাল পর্যন্ত থেকে যেতে বললে।

তুমি আজ থাক, পথে বিপদের আশংকা আছে।

অসওয়াল্ড থাকতে চায় না। সে প্রভু-পত্নীর বিশ্বস্ত ভৃত্য, তাঁর কাজ তাকে শেষ করতেই হবে।

রীগান এবার শুধালেন, আমার বোন এড্‌মণ্ডকে কেন পত্র লিখেছেন? তাঁর যা কথা তুমিই তো মুখে জানাতে পারতে! আমার মনে সন্দেহ। আমাকে চিঠিখানা দেখাতে পার?

অসওয়াল্ড বললে, ভদ্রে, আমি—

রীগান বললে, আমি জানি, আমার বোন স্বামীর প্রতি অনুরক্ত নন্‌। তিনি ইদানীং এড্‌মণ্ডের প্রতি আকৃষ্ট। তুমি তো তাঁর অন্তরঙ্গ অনুচর। তাঁর সব কথাই জান।

আমি? অসওয়াল্ড বিস্ময়ের ভান করলে।

হ্যাঁ, তুমি জান। আর আমিও জানি। তাই তোমাকে পরামর্শ দিচ্ছি, এই চিঠিখানি নিয়ে যাও। আমার স্বামী মৃত। আমাকে বিবাহ করলে এড্‌মণ্ডের বেশি লাভ। তাঁর সঙ্গে আমি কথাও বলেছি। নাও, এই চিঠি তাঁকে দিয়ো। আর যদি সেই অন্ধ বিশ্বাসঘাতক গ্লস্টারের দেখা পাও, তার শির চাই। তুমি পাবে পুরস্কার। এবার এসো!

অসওয়াল্ড চলে গেল। রীগান চুপ করে বসে রইল। পর্দা নেমে এল।

॥ ছয় ॥

ডোভারের সন্নিহিত প্রান্তর। চাষীর বেশে সেখানে দেখা গেল: অন্ধ গ্লস্টারের হাত ধরে নিয়ে আসছে তাঁরই পুত্র ছদ্মবেশী এড্গার সমুদ্রের গর্জন তাদের কাণে ভেসে আসছে, কিন্তু গ্লস্টার শুনতে পাচ্ছেন না। তাঁর ইন্দ্রিয়বোধ অবলুপ্ত। এড্গার তাকে নিয়ে চলেছে টীলা আর সমতল ভূমির উপর দিয়ে, চড়াই-উত্রাই ভেঙে। খড়ির পাহাড় চারিদিকে, সমুদ্র গর্জন করছে। জেলেরা উপকূলে মাছ ধরছে। দূরে সাগরে পাল তুলে চলেছে জাহাজ।

গ্লস্টারকে এড্গার জানালে—এই ডোভার। গ্লস্টার তাঁকে বকশিস দিয়ে বিদায় চাইলেন। এড্গার দাঁড়িয়ে রইল। গ্লস্টার চান মরতে—তিনি ডাকলেন দেবতাকে, তারপর সাদা খড়ির পাহাড়ের চূড়া থেকে ঝাঁপ খেলেন। এডগার তাঁকে তুলে আনল। তাঁকে দাঁড় করিয়ে দিল! এমন সময় মাথায় বুনো ফুলের শিরোপা পরে উন্মাদ লীয়ার এসে প্রবেশ করলেন। তার মাথায়, দেহে ফুল, শুধু ফুল!

লীয়ার আপন মনে বকছেন—ওরা আমাকে ধরতে পারবে না—জাল করেছি বলে ছুঁতে পারবে না। আমি যে রাজা!

এড্গার আপন মনে বলে উঠল, হায়, একি দৃশ্য!

শিল্পের চেয়ে প্রকৃতি বড়। এই নাও, দাদন নাও! যুদ্ধ করতে আমি রাজী। বাঃ! বেশ উড়ছে ঐ বাজ পাখীটা।

এড্গার বলে উঠল, হা ঈশ্বর!

লীয়ার বলে উঠলেন—সরো—সরো! সরে দাঁড়াও!

গ্লস্টার রাজার স্বর শুনে চিনলেন।

লীয়ার আপন মনে বলে চললেন, গণেরিল—হাঃ হাঃ হাঃ! আমার

সঙ্গে কুকুরের খেলা খেললে! আমার প্রতি কথায় সায় দিলে। যাও—ওরা সত্য কথা চায় না। ওরা বলে—আমি রাজা—আমি সর্বশক্তিমান। কিন্তু আমার কেন কম্পজ্বর হয়?

গ্লস্টার বলে উঠলেন, রাজার স্বর না?

রাজা—আমি রাজা। আমি ক্রুদ্ধ হয়ে তাকালে প্রজারা কাঁপে। হাঁ, আমি রাজা। ঐ লোকটার প্রাণ-ভিক্ষা দিলাম! কি পাপ তোমার? ব্যাভিচার? মৃত্যুদণ্ড দিলাম। না, না! গ্লস্টারের জারজ-সন্তান তো আমার সু-জাত কন্যাদের চেয়ে ভাল।

গ্লস্টার কাছে এগিয়ে এসে বললেন, আপনার হাতে চুম্বন করতে দিন মহারাজ।

দাঁড়াও, আগে হাত মুছে ফেলি—এতে নশ্বর পৃথিবীর গন্ধ লেগে আছে।

মহারাজ, আমাকে চিনতে পারছেন?

তোমার চোখ ত্ব'টিকে চিনতাম। অন্ধ কিউপিড,—তোমাকে তো আমি ভালবাসব না! নাও—এই দ্বন্দ্বের আহ্বান-পত্রখানি পড়। লেখাটা ছ্যাখো!

গ্লস্টার বললেন, অক্ষর যদি সূর্যও হয়, তবু তো আমি পড়তে পারব না।

পড়—পড়!

চোখের কোটর দিয়ে কি পড়ব মহারাজ?

লীয়ার বলে উঠলেন, চোখ নেই, মুদ্রাধারে নেই বুঝি মুদ্রা? চারিদিকের ব্যাপারখানা দেখছ তো?

অনুভব করছি।

লীয়ার আপন মনে বললেন, ক্ষুদ্র দোষ ছিন্ন বস্ত্রের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে পড়ে, আর জোব্বা তো সব দোষ আড়াল করে রাখে। পাপকে গিল্টি করে দাও সোনায়, ন্যায়ের বর্শা তো তাকে আঘাত করতে গিয়ে ভেঙে খান্‌খান হয়ে যাবে। চোখে দাও আবরণ,

রাজনীতিবিদের মতো তাই ভিন্ন চোখ নিয়ে দেখ। এই কে আছিস—খুলে দে—আমার জুতো খুলে দে! টেনে খোল্—কষে টেনে খোল্!

এড্‌গার আপন মনে বললে—হায় একি দশা! এযে বুদ্ধি আর উন্মত্ততা মিশে আছে।

রাজা বললেন, আমার দুর্ভাগ্য দেখে যদি অশ্রু ঝরে, আমার চোখ দুটি নাও বন্ধু! তোমাকে আমি ভাল করে চিনি—তুমি গ্লস্টার। ধৈর্য ধরতে হবে। এখানে আমরা কাঁদতে এসেছি—তা কি জান না? পৃথিবীতে যেদিন নিঃশ্বাস নিয়েছি, সেইদিন থেকেই তো ক্রন্দন শুরু হয়েছে। অবধান কর—

যখন জন্ম নিলাম, তখন দুনিয়ায় এসেছি বলে কাঁদলাম—কাঁদলাম এই নির্বোধের রঙ্গমঞ্চে উঠেছি বলে। এ এক অপূর্ব ছলনা! ঘোড়ার খুরে মুড়ে দেওয়া হল তূলোর কাপড়! জামাইদের উপরে গিয়ে এবার পড়বো, মারবো—কাটবো।

এমন সময় অনুচরগণসহ একটি ভদ্রলোক এসে হাজির হলেন।

লোকটি এসেই বললেন, ঐ যে উনি—ধর—ধর!

আমি বন্দী? ভাগ্যদেবীর হাতের খেলনা আমি। আমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার কর! মুক্তি-পণ দেব ভাল। আর যদি মরতে হয় তো বীরের মত মরব। আমি রাজা—তোমরা তা জান?

আপনি মহারাজ—লোকটি বললে—আমরা আপনার আজ্ঞাবহ দাস।

তাহলে আশা আছে, লীয়ার বলে উঠলেন। পাবে, পাবে, ছুটে গেলেই পাবে। সাঁ—সাঁ—সাঁ!

লীয়ার ছুটে চলে গেলেন, অনুচরেরা তাঁর পিছনে ছুটল। লোকটি জানালে, কন্যারা ওঁর এই দুর্দশা করেছেন, আর-আর-এক কন্যা সেই দুর্দশা ঘোচাতে চাইছেন।

এড্‌গার তাঁকে বললে, মশাই—যুদ্ধের খবর কিছু শুনছেন?

সবই জানি।

কি আপনার মত! শত্রুবাহিনী কত দূর?

প্রায় এগিয়ে এসেছে। আর আমাদের ফ্রান্সের রাণীও অগ্রসর হয়েছেন।

ভদ্রলোক প্রস্থান করলেন।

গ্লস্টার বলে উঠলেন, হায়, আমার পাপ বুদ্ধি জাগ্রত হবার চেয়ে, এ জীবন যেন দেবতারা গ্রহণ করেন।

এড্‌গার বললে, আমারও তাই প্রার্থনা।

তুমি কে?

গরীব মানুষ—বরাতের ঘুষিতে ভীরু। নিজের দুঃখে পরের দুঃখ বুঝেছি—পরের দুঃখে সহায় হতে শিখেছি। দাও হাত দাও—নিয়ে চল!

ওঁরা চলে যাবেন, এমন সনয় অসওয়াল্ড এসে প্রবেশ করল, গ্লস্টারকে দেখেই সে খাপ থেকে তলোয়ার বের করে এগিয়ে গেল।

পুরস্কার ঘোষিত। তোমার ঐ চক্ষুহীন মস্তক হবে আমার সৌভাগ্যের সহায়। ওরে বিশ্বাসঘাতক—মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও!

গ্লস্টার বললেন, তুমি

অস্ত্রাঘাত করতে উদ্যত অসওয়াল্ড, তাকে বাধা দিলে এড্‌গার।

অসওয়াল্ড বলে উঠল—ওরে চাষা, একটা বেইমানকে সমর্থন করিস! যা—পালা! শেষে ওর বরাতের ছোঁয়ায় তুইও মরবি! ওর হাত ছেড়ে দে!

দেখ—পথ ছেড়ে দাও—এড্‌গার বললে। বুড়োর কাছেও ঘেঁসোনা—ঘেঁষলে এই তলোয়ার দিয়ে মাথা গুঁড়িয়ে দেব। সে তলোয়ার পোশাকের ভেতর থেকে বার করলে।

দু'জনের যুদ্ধ শুরু হল, অসওয়াল্ড পড়ে গেল।

আর্তনাদ করে উঠল অসওয়াল্ড, আমি মরলাম।

কিছুক্ষণ পরেই তাঁর মৃত্যু হল। সে মরবার সময় এড্‌মণ্ডকে

লেখা কর্ত্রীর চিঠির কথা বলে গেল। এড্‌গার বললে, তোকে আমি চিনি! তোর কর্ত্রীর পাপ কাজের তুই ছিলি সহায়। উচিত শাস্তি পেলি!

এড্‌গার ওর পোশাকের ভিতর থেকে পত্রখানি বের করলে। গণেরিলের লেখা চিঠি এডমণ্ডেরই উদ্দেশ্যে। সে লিখেছে, স্বামীকে হত্যা করতে হবে। যুদ্ধক্ষেত্রে সে জয়ী হয়ে ফিরে এলে তাদের আর মিলনের আশা নেই।

এড্‌গার চিঠি পড়ে শিউরে উঠল। রমণীর কামনা সীমাহীন। সে স্বামীকে চায় বলী দিতে। এডগার স্থির করলে, এই পত্র সে দেখাবে আলবেনীকে।—এমন সময় দামামা নির্ঘোষ শোনা গেল, সে তাঁর অন্ধ পিতার হাত ধরে চলল।

॥ সাত ॥

লীয়ার এখন কর্ডেলিয়ার আশ্রয়ে। তাঁরই শিবিরে দুগ্ধ ফেননিভ শয্যায় শয়ান। একটি সুন্দর সুর বাজছে তাঁরই মনোরঞ্জনের জন্য, তাঁর সেবায় নিযুক্ত কর্ডেলিয়া ও চিকিৎসক। কেণ্ট ও অন্যান্য অনুচরগণও আছে। কেণ্টের ছদ্মবেশ আছে, তবে কর্ডেলিয়ার কাছে আত্মপরিচয় দিয়েছেন।

কর্ডেলিয়া বললেন, কেণ্ট, এ জীবনে আপনার ঋণ কি করে পরিশোধ করব! আপনি এবার ছদ্মবেশ ত্যাগ করুন এই আমার অনুরোধ!

এখন নয়! তাহলে আমার অভীষ্টে বিঘ্ন ঘটবে। এখনও পরিচয় প্রকাশের সময় আসেনি।

বেশ, আপনার যা ইচ্ছা—কর্ডেলিয়া বললেন। চিকিৎসকের দিকে তাকিয়ে বললেন, কেমন আছেন রাজা?

এখনো নিদ্রায় বিভোর। চিকিৎসক উত্তর দিলেন।

তাঁকে নববেশ পরিয়েছো তো? অনুচরকে কর্ডেলিয়া শুধালেন।

হাঁ, অনুচর উত্তর দিলে।

চিকিৎসক বললেন, জাগরণের সময় কাছে থাকবেন, জাগরণে জ্ঞানের উদয় হবে। জোরে বাজাও!

জোরে বাদ্যধ্বনি শুরু হল। রাজা চোখ খুললেন।

কর্ডেলিয়া শুধালেন—কেমন আছেন?

লীয়ার চারিদিকে তাকিয়ে বললেন, কি করলে? আমাকে কবর থেকে তুলে আনলে—একি তোমাদের অবিচার! তুমি কোন্ পবিত্র আত্মা? কিন্তু আমি তো অগ্নিচক্রে আবদ্ধ, আমার নিজের চোখের জল তো গলন্ত সীসে। আমি তো জ্বলে-পুড়ে মরছি।

কর্ডেলিয়া বললেন, আমাকে চিনতে পাচ্ছেন প্রভু?

তুমি এক আত্মা? মরলে কবে?

এখনো জ্ঞান হয়নি, হতাশ কর্ডেলিয়ার স্বর।

এখনো জাগেননি। কিছুক্ষণ একা থাকতে দিন!

লীয়ার বললেন, কোথায় ছিলাম? কোথায় এসেছি! এ কি দিবসের আলো? না, না, আমি প্রতারিত। আমি কি বলব জানিনে। এই হাত—এও তো আমার নয়! দেখি—দেখি—ঐ ছুঁচ বিঁধিয়ে দেখি!

কর্ডেলিয়া বলে উঠলেন, আমার দিকে তাকান—আমাকে আশীর্বাদ করুন!

আমাকে পরিহাস কর না—এই তো শুধু আমার মিনতি—করুণ কণ্ঠে বলে উঠলেন লীয়ার। বৃদ্ধ আমি, অশীতি বর্ষের উপরে আমার বয়েস। মনে হয়—তোমাদের চিনি—তবু তো সন্দেহ জাগে! জানিনা—এ কোন স্থান—এ-কি বেশ—কাল কোথায় ছিলাম তাও জানিনে। আমাকে দেখে হেসোনা! আমার মনে হয়—এই আমার সন্তান কর্ডেলিয়া।

আমি সেই—বাবা, আমি সেই!

তোমার চোখের জল কি ভিজে? সত্যি ভিজে! যদি তাই-ই

হয় ; কেঁদোনা! যদি বিষ এনে থাকত দাও, পান করব! জানি—তুমি আমাকে ভালবাস না। তোমার ভগ্নীরা করেছে আমার প্রতি অবিচার। তোমার অবিচার করবার কারণ আছে, তাদের তো নেই!

না, না, আমার কোন কারণ নেই বাবা, আর্তনাদ করে উঠলেন কর্ডেলিয়া।

লীয়ার বললেন, আমি কি ফ্রান্সে?

না, আপনার নিজের রাজ্যে! কেণ্ট উত্তর দিলেন।

আমাকে পরিহাস করো না!

কর্ডেলিয়া হতাশ, চিকিৎসক তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, আপনি শান্ত হোন মহারাণী। ওর ঐ ক্রোধ নির্বাপিত, কিন্তু এখনো বিপদ আছে। ওঁর উন্মত্ত অবস্থায় যা কিছু ঘটে গেছে, ওঁকে তা জানতে দেবেন না। ওঁকে ঘরের ভিতরে রাখবেন। ওঁকে কেউ যেন বিরক্ত না করে।

কর্ডেলিয়া বললেন, বায়ু সেবনে যাবেন মহারাজ?

লীয়ার বললেন, তুমি সঙ্গে থাকবে তো মা। ভুলে যাও, ক্ষমা কর! আমি তো বৃদ্ধ, আমি তো মূর্খ!

সকলে চলে গেলেন, রইলেন শুধু কেণ্ট ও কর্ডেলিয়ার সভাসদ একজন।

সকলে বললেন, কর্ণওয়াল নিহত—এ কথা কি সত্য?

সত্য—কেণ্ট মাথা নাড়লেন।

কে তাঁর সেনাবাহিনী পরিচালনা করছে?

গ্লস্টারের জারজ-পুত্র।

লোকে যে বলে কেণ্টের সঙ্গে গ্লস্টারের পুত্র এড্গার জার্মানীতে আছেন।

গুজব নানা রকম শোনা যায়। এবারে আমাদের সতর্ক হতে হবে। ব্রিটিশ সেনাদল আগুয়ান হয়েছে।

রক্তস্রোতেই এ যুদ্ধের সমাপ্তি। আচ্ছা আসি!

দু'জনে দু'দিকে চলে গেলেন।

পঞ্চম অঙ্ক

॥ এক ॥

ডোভারের কাছে ব্রিটিশ শিবির। রণবাদ্য বাজছে। অদূরে সেনাদল কুচকাওয়াজ করছে। রীগান আর এড্‌মণ্ডকে দেখা গেল, সঙ্গে একজন অনুচর।

এড্‌মণ্ড বললে, আলবেনীর মনের ভাবখানা কি জানতে হবে। অনুচরকে বললে, তুমি সেইটেই জানতে চেষ্টা কর!

রীগান বললে, ভগ্নীর অনুচরটি এখনো এল না, নিশ্চয়ই বিপদ ঘটেছে!

হাঁ, তাইত মনে হয়, এড্‌মণ্ড উত্তর দিলে।

এবার প্রকাশ্যে এড্‌মণ্ডের প্রতি প্রেম জানিয়ে রীগান বললে, প্রিয়তম, তোমার জন্য আমার হৃদয় কত ব্যাকুল তা তো তুমি জান। বল—বল—আমার ভগ্নীকে কি তুমি ভালবাস?

হাঁ—বন্ধুসম্মানের সে-ভালবাসা, এড্‌মণ্ড সুচতুর; সে উত্তর দিলে।

তবে আমার সন্দেহই ঠিক—তোমরা এক-মন-প্রাণ এক-আত্মা।

না—না—তা নয় ভদ্রে!

আমি তা সইব না! প্রিয়তম—তুমি তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে পারবে না!

না, না, সে ভয় নেই—এড্‌মণ্ড বললে। ঐ আসছেন আপনার ভগ্নী আর তাঁর স্বামী।

রণদামামার নির্ঘোষ। আলবেনী, গণেরিল ও সৈন্যগণের প্রবেশ।

গণেরিল দু'জনকে দেখে ঈর্ষিত, সে আপন মনে বললে, পরাজয়

সইবে, কিন্তু ভগ্নী ওকে ছিঁনিয়ে নেবে আমার কাছ থেকে—তা আমি সইব না!

আলবেনী যুদ্ধের কথা বললেন, ফ্রান্সকে তাড়াতে হবে। কিন্তু তাদের পক্ষে আছেন রাজা। কি উপায়?

গণেরিল বলে উঠল, শত্রুর বিনাশ চাই!

এড্মণ্ডকে বললেন আলবেনী, তাহলে আসুন আমাদের যোদ্ধাদের নিয়ে মন্ত্রণাসভা বসাই—সেখানে যা স্থির হবে, তাই-ই করব।

এড্মণ্ড বললে, হ্যাঁ, তাই-ই হোক! পশ্চিম শিবিরে আমি আপনার সঙ্গে দেখা করব।

রীগান বললে, ভগ্নী কি সেখানে যাবে?

না, গণেরিল বললে।

তোমার যাওয়া উচিত।

আলবেনী ছাড়া সবাই চলে গেল, এমন সময় এড্গার ছদ্মবেশে এসে প্রবেশ করল।

সে এসেই বললে, আমার একটা কথা শুনবেন।

আলবেনী তার দিকে তাকিয়ে বিস্মিত, তিনি বললেন, বল!

যুদ্ধে নামার আগে এই চিঠিখানা পড়ে নেবেন। যুদ্ধে জয়ী হলে ভেরী বাজালেই যে এই চিঠির বাহক সে এসে হাজির হবে। আমার ছেঁড়া কানি পরনে, কিন্তু ওখানে যে কথা লেখা আছে তার জোর প্রমাণ এনে হাজির করব। আর যুদ্ধে যদি অক্কা পান তো, আপনার সঙ্গে সঙ্গেই আপনার ষড়যন্ত্র সাঙ্গ। বরাত ভাল হোক আপনার!

দাঁড়াও, চিঠি পড়ে নিই—তার পরে যেয়ো! আলবেনী বললেন।

নিষেধ আছে। যখন সময় হবে, ঘোষণাকারী বাজাবে দামামা, আমি এসে হাজির হব।

বেশ—যাও! আমি চিঠি পড়ব'খন।

এড্গার চলে গেল। বিপরীত দিক থেকে এড্মণ্ডের প্রবেশ।

সে জানালে শত্রু সম্মুখে। সৈন্য সজ্জিত করা প্রয়োজন। আলবেনী প্রস্তুত হতে চলে গেলেন। এডমণ্ড একা। সে আপন মনে বললে,

দুই ভগ্নীকে জানিয়েছি প্রেম। তারা এবার পরস্পরের ঈর্ষায় অন্ধ! এখন কাকে গ্রহণ করব? দু'জনকে? না একজনকে? না, একজনকেও না। বিধবা রীগানকে গ্রহণ করলে, গণেরিল জ্বলে উঠবে। ওর স্বামী বেঁচে থাকতে মনস্কামনা পূর্ণ হবে না। যুদ্ধের সময় তাঁর সাহায্য চাই। তারপরে গণেরিলই তাঁকে শেষ করে দিক। ও চায় লীয়ার আর কর্ডেলিয়াকে ক্ষমা করতে—কিন্তু তাতো হবে না। আমার নিজের রাজ্য আমাকেই রক্ষা করতে হবে।

এড্‌মণ্ড এক অখণ্ড বৃটেন রাজ্য ভোগের আশায় অধীর। সে তার কৌশলেই নিমগ্ন। তাই ভাবতে—ভাবতেই চলে গেল।

॥ দুই ॥

দুই শিবিরের মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ প্রান্তর। এখানে সৈন্যগণের কুচকাওয়াজ চলছে। দামামা বাজছে ঘন ঘন। নিশান দেখা যাচ্ছে।

এড্‌গার আর গ্লস্টারকে দেখা গেল। এড্‌গার পিতাকে এক গাছের ছায়ায় বসিয়ে বললে,

এখানে বিশ্রাম করুন! আর ঈশ্বরকে ডাকুন, যেন ন্যায়েরই জয় হয়। আমি যাই। যদি ফিরে আসি, আমি আপনার সেবা করব।

ঈশ্বর তোমার কল্যাণ করুন! গ্লস্টার আশীর্বাদ করলেন।

এড্‌গার চলে গেল। সে মিলিয়ে যেতেই তূর্যধ্বনি শোনা গেল। সে তাড়াতাড়ি ফিরে এসে বললে,

পালাতে হবে, এ স্থান ছেড়ে পালাতে হবে। নিন—এবার হাতে হাত দিন। যুদ্ধে ফ্রান্স পরাজিত। রাজা ও তাঁর কন্যা বন্দী। চলুন—শীঘ্র চলুন!

গ্লস্টার যাবেন না। বললেন,—না, আর এক পাও যাব না। এখানে পচে গলে মরব।

আবার সেই চিন্তা? আসুন—মানুষকে তো জগতে আসার আর যাবার সময় সইতেই হবে। তাকে তৈরী থাকতে হবে, আসুন।

হাত ধরে গ্লস্টারকে নিয়ে ছুটে চলল এড্‌গার।

॥ তিন ॥

নিয়তি তার জালে বদ্ধ করেছে শীকার, এ শীকার হতভাগ্য রাজা আর তাঁর প্রিয়তমা কন্যা। তাঁদের বন্দী করে নিয়ে এসেছে রণজয়ী বীর গ্লস্টারের জারজ-পুত্র এড্‌মণ্ড। সে সৈনিকদের আদেশ দিলে, এদের পাহারা দাও, যাঁদের উপর এদের বিচারের ভার, তাঁরা বিচার করবেন।

কর্ডেলিয়া জানেন, সে তো বিচার নয়—সে হবে বিচারের প্রহসন, প্রাণদণ্ড। কিন্তু নিজের প্রাণ যায় যাক্, তাতে তিনি ভীতা নন। তার দুঃখ রাজার জন্যে—রাজা লীয়ারকে তিনি বললেন, নিজের জন্য দুর্ভাগ্যের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করতে পারি, কিন্তু তোমার জন্যে আমার ভাবনা। আমার ইচ্ছা—আমার ভগ্নীদের সঙ্গে দেখা করি।

রাজা বলে উঠলেন, না, না, তার চেয়ে কারাগারে চল। আমরা খাঁচায়-বদ্ধ পাখীর মতো গাইব গান। প্রার্থনা করে কাটাব দিন—

এড্‌মণ্ড আদেশ দিলে—যাও—এদের নিয়ে যাও!

লীয়ার বললেন, এই আত্ম-বলিদান তো বৃথা নয় মা কর্ডেলিয়া, তোমাকে পেয়েছি। দেবতারা বিলাচ্ছেন সুগন্ধি। আমাদের তো কেউ আর বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না। চল যাই!

লীয়ার ও কর্ডেলিয়াকে নিয়ে অনুচরেরা চলে গেল।

এড্‌মণ্ড এবার সেনাদলের ক্যাপেটেনকে ডেকে বললে, ওদের পশ্চাতে পশ্চাতে যাও কারাগারে, আমার আদেশ মতো যদি কাজ কর—সৌভাগ্যের সড়ক তোমার প্রশস্ত হবে। জান তো, কোমল নয় অসি-ব্যবসায়ীর মন! কোন প্রশ্ন করো না? তুমি বল আদেশ পালন করবে, নয় তো—

প্রভু—আপনার আজ্ঞা পালন করব।

আমার আদেশ পালন কর অক্ষরে অক্ষরে। কাজ শেষ করে এসে বলবে।

ক্যাপটেন বললে, যদি পুরুষের মতো কাজ হয়, নিশ্চয়ই করব।

সে চলে গেল। বিপরীত দিক থেকে এসে প্রবেশ করলেন আলবেনী, গণেরিল, রীগান ও সৈন্যগণ।

আলবেনী যুদ্ধজয়ী বীর এড্‌মণ্ডকে সম্বর্দ্ধনা জানালেন।

এড্‌মণ্ড বললে, এবার যুদ্ধবন্দী রাজা আর ঐ ফ্রান্সের রাণীর বিচার হবে। তাঁদের আমি মুক্তি দিইনি—তাঁদের দেখলে সৈন্যগণের বল্লম আমাদের প্রতিই উদ্যত হত। কাল হবে তাদের বিচার—আজ তো বিচারের সময় নয়। আমরা রণক্লান্ত; বন্ধু হারিয়েছে বন্ধু। কর্ডেলিয়া-লীয়ারের ভাগ্য নির্ণয়ের আজ তো সময় নয়!

আলবেনী বললেন, আমাকে ক্ষমা করবেন, আপনি যুদ্ধে আমার অধীন, আমার সমকক্ষ তো নন।

রীগান এই কথায় বলে উঠল, এড্‌মণ্ড আমার সেনাবাহিনীর সেনাপতি, আমার অধিকারেই তার অধিকার। আর সেই অধিকারে ইনি আপনারই সমকক্ষ।

গণেরিল বললে, উত্তেজিত হোয়ো না। উনি নিজের গুণে মহান।

উনি আমার অধিকারে মহান, রীগান আবার জানালে।

গণেরিল বিদ্রূপ করে বললে, পতি হলেই তো ভাল হোত ভগ্নী।

বিদ্রূপকারিণীও ভবিষ্যৎবক্তা হয়, রীগান বললে।

চমৎকার!

রীগান বললে, আমি অসুস্থা, নয় তো উত্তর দিতাম। সেনাপতি, আপনি আমার সেনাবাহিনী নিন, আমার বন্দী, আমার পিতৃধন—সব নিন! আপনি আমার প্রভু, আমার স্বামী!

জীবনকে উপভোগ করতে চাও বুঝি রীগান! গণেরিল বলে উঠল।

তোমার ইচ্ছার উপরে তো তা নির্ভর করে না! আলবেনী বলে উঠলেন।

আপনার ইচ্ছা মতো ও কাজ হবে না, এড্‌মণ্ড বলে উঠল।

আলবেনী ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন—ওরে জারজ—তাই হবে।

তাহলে বাজুক দামামা, তোমার অধিকার ঘোষণা করুক! রীগান বললে।

থামো থামো! আলবেনী বললেন, এড্‌মণ্ড, তোমাকে আমি রাজদ্রোহের অপরাধে বন্দী করলাম। আর—গণেরিলকে দেখিয়ে বললেন—এই সোনার সাপটিও বন্দী হল! শোন, শোন রীগান—তোমার এই ভগ্নী এই নরাধমের সঙ্গে বিবাহ চুক্তিতে বহুদিন থেকেই আবদ্ধ। যদি বিবাহই করতে হয়, আমাকে কর। গ্লস্টার, তোমাকে আমি দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করছি। তিনি তার হাতের দস্তানা ছুঁড়ে ফেললেন।

এড্‌মণ্ডও প্রত্যুত্তরে তাই করলে। তারপর বললে।

আমাকে রাজদ্রোহী বলে কেউ সম্বোধন করতে পারে না। যে বলে, সে মিথ্যাবাদী। সেই মিথ্যাবাদী যদি কেউ থাকে সে ভেরী নিনাদ শুনে ছুটে আসুক। আমি প্রমাণ করব আমার চিত্তের বিশুদ্ধতা।

আলবেনী ডাকলেন, এই কে আছিস—ঘোষণাকারীকে চাই!

ঘোষণাকারী ভেরী নিয়ে এসে প্রবেশ করল। সে ভেরী বাজিয়ে ঘোষণা করলে—

যদি সেনাবাহিনীর মধ্যে, এমন কেউ থাকে, যে গ্লস্টার-স্বামী এড্‌মণ্ডকে রাজদ্রোহী প্রমাণ করতে পারে, তৃতীয়বার ভেরী নিনাদের সঙ্গে সঙ্গে সে এসে উপস্থিত হও! এড্‌মণ্ড নিজের নির্দোষিতা প্রমাণ করবেন।

ভেরী তিনবার বেজে উঠল, সৈন্যদল নিস্তব্ধ। তৃতীয়বার ভেরীর নিনাদ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে দূরে দূরে মিলিয়ে গেল, এমন সময় সশস্ত্র এড্‌গার এসে প্রবেশ করল।

ঘোষণাকারী শুধালেন, কে তুমি? কি নাম? পদ মর্যদা কি?

এড্‌গার বললেন, নাম আমার বিশ্বাসঘাতকতার দংশনে লুপ্ত, কিন্তু আমি আমার শত্রুর মতোই সম্ভ্রান্ত।

কে শত্রু? আলবেনী শুধালেন।

এড্‌মণ্ড! গ্লস্টারের অধিপতি—তাই না?

হাঁ আমি সেই—এড্‌মণ্ড বললে, কি বলবে বল!

কথা নয় অস্ত্র তোল! খোল অস্ত্র। তোমার হৃদয়ে যদি আমার কথা আঘাত করে, তোমার ঐ বাহু তার সে ব্যথা উপশম করে দেবে। তুমি বিশ্বাসঘাতক, ঈশ্বরের কাছে অপরাধী, ভ্রাতার কাছে, পিতার কাছে অপরাধী। একথা যদি স্বীকার না কর—এই বাহু, এই তরবারী তোমার বক্ষের উপর তার প্রমাণ দেবে।

তোমার নাম কি জিজ্ঞাসা করি। এড্‌মণ্ড বললে, তোমার বাইরের আকার দেখে তো যোদ্ধা বলেই মনে হয় না—তোমার কথায় আছে শিক্ষার প্রকাশ। তোমার মস্তকে রাজদ্রোহের অপরাধ আমি অর্পণ করলাম। আমার তরবারি বিদ্ধ করবে তোমার হৃদয়—বাজাও ভেরী! বাজাও!

পরপর ভেরী বেজে উঠল। শুরু হল যুদ্ধ। আর কয়েক মুহূর্তের মধ্যে এড্‌গারের আঘাতে লুটিয়ে পড়ল এড্‌মণ্ড।

রক্ষা কর, রক্ষা কর! আলবেনী চিৎকার করে উঠল!

গণেরিল বললে, গ্লস্টার, যুদ্ধের রীতি অনুসারে তুমি তো অপরিচিত

প্রতিদ্বন্দ্বীর আহ্বানে যুদ্ধ করতে বাধ্য নও। তুমি পরাজিত হওনি, তুমি প্রতারিত।

আলবেনী বলে উঠলেন, স্তব্ধ হও! নয় তো এই পত্রে তোমাকে স্তব্ধ করব। এড্‌মণ্ড, তোমার পাপ-পত্র তুমিই পড়! তিনি এড্‌মণ্ডকে পত্রখানি দিলেন।

যদি পত্রই দিয়ে থাকি, আমাকে কে বন্দিনী করবে—কার সাধ্য? বলে উঠল গণেরিল, তারপর সে ছুটে চলে গেল।

এড্‌মণ্ডের জীবন দীপ স্তিমিত, সে বললে, যে-অপরাধে অপরাধী করলে তার চেয়েও ঘোর অপরাধ আমি করেছি। কিন্তু সে তো গত—আমিও তো তাই। এড্‌গারের দিকে তাকিয়ে বললে, তুমি কে? উচ্চবংশজাত যদি হও তোমাকে ক্ষমা করি।

এড্‌মণ্ড, ছদ্মবেশী এড্‌গার বললে, তোমার চেয়ে রক্তে আমি হীন নই! আমার নাম এড্‌গার, তোমার পিতারই পুত্র। আমার পিতা যে পাপ-পঙ্কে তোমাকে জন্মদান করেছিলেন—তারই ফলে তিনি চোখ হারিয়েছেন।

সত্য—তোমার কথা সত্য—চক্র তো ফিরে এল, আবর্তন তো পূর্ণ হল। তাই তো আমি ধূলায় লুটাই।

আলবেনী বললেন, আকার দেখে তাই মনে হয়েছিল। এড্‌গার, আমি তোমাকে আলিঙ্গন করতে চাই। তোমাকে আর তোমার পিতাকে যদি ঘৃণা করে থাকি, আমার হৃদয় যেন দুঃখে খান্‌খান হয়ে যায়। তুমি কোথায় ছিলে এড্‌গার? কি করে জানলে পিতার দুর্দশার কথা?

এড্‌গার সবই বলে গেল, ছিল পিতার সঙ্গে সঙ্গে, তাঁর সেবা করেছে। সে ভিখারীর জীর্ণকন্থা ধারণ করেছিল। কিন্তু তিনি তো আর রইলেন না। কিছুক্ষণ আগে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

'আরো যেন কিছু বলতে চাও এড্‌গার?' মুমূর্ষু এড্‌মণ্ড বললে।

এড্‌গার বললে, পিতাকে হারিয়ে যখন কাঁদছিলাম, তখন ছুটে এল

একজন। সে এসে আমার পিতার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কাঁদলে। সেই জানালে গ্লীয়ারের মর্মঘাতী কাহিনী।

কে সে? আলবেনী শুধালেন।

কেণ্ট। নির্বাসিত কেণ্ট ছদ্মবেশে রাজারই সেবা করেছিলেন।

এমন সময় রক্তাক্ত ছুরিকা হস্তে একজন অনুচর প্রবেশ করলে।

এড্গার বলে উঠল—একি! রক্তাক্ত ছুরি? এর অর্থ?

তিনি নেই—অনুচর শুধু বললে।

কে নেই—বল—বল? আলবেনী উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন।

আপনার স্ত্রী, তিনি ভগ্নীকে বিষ খাইয়ে হত্যা করে নিজে আত্মঘাতী হয়েছেন। মৃত্যুকালে সব স্বীকার করে গেছেন।

এড্মণ্ড ক্ষীণকণ্ঠে বললে, ওদের দু'জনের সঙ্গে ছিল আমার চুক্তি—এইবার সে চুক্তি পূর্ণ হল।

এমন সময় কেণ্ট এসে প্রবেশ করলেন।

কেণ্ট এসেই বললেন, আমি আমার মহারাজের কাছে বিদায় নিতে এসেছি।

তিনি এখানে নেই?

আলবেনী বললেন, তাইত—এ আমাদের মহা ভুল। এড্মণ্ড—মহারাজ কোথায়, কর্ডেলিয়া কোথায়?

গণোরিল আর রীগানের মৃতদেহ বয়ে নিয়ে এল অনুচরেরা।

আলবেনী বললেন—দেখছেন—কেণ্ট দেখছেন?

কেণ্ট হায়-হায় করে উঠলেন।

এড্মণ্ড ক্ষীণকণ্ঠে বললে—ওঁরা এড্মণ্ডকে ভালবাসতেন। আমার জন্যে একজনকে বিষ দিলেন, নিজে আত্মহত্যা করলেন।

আলবেনী আদেশ দিলেন, ঢেকে দাও ওদের মুখ!

আমার নিঃশ্বাস ফেলতে কষ্ট হচ্ছে, এড্মণ্ড বললে। শেষে কিছু ভাল করে যাব, যদিও আমার স্বভাব তার উলটো। দুর্গে লোক পাঠাও!

আমি লীয়ার আর কর্ডেলিয়ার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়েছি। এখুনি পাঠাও !

যাও—যাও ছুটে যাও—আলবেনী অনুচরদের আদেশ দিলেন। এড্‌গার ছুটে চলে গেল ক্ষমার মঞ্জুরী ও নির্দেশ নিয়ে।

এড্‌মণ্ড এবার বললে, আলবেনী, আপনার স্ত্রীর আর আমার আদেশে কর্ডেলিয়াকে কারাগারে ফাঁসি দেওয়া হবে, আর রটানো হবে দুঃখে সে আত্মঘাতী হয়েছে।

এড্‌মণ্ড এলিয়ে পড়ল, আলবেনীর আদেশে অনুচরেরা তাকে বয়ে নিয়ে চলে গেল। এমন সময় কর্ডেলিয়ার মৃতদেহ কোলে নিয়ে ঢুকলেন লীয়ার। সঙ্গে এড্‌গার ও ক্যাপটেন।

লীয়ার বলে উঠলেন, কাঁদ্—চীৎকার করে কাঁদ্—তোরা ত প্রস্তরে গড়া মানুষ। তোদের ঐ চোখ যদি আমার থাকত, থাকত অমনি জিহ্বা—তাহলে এমন চীৎকার করে উঠতাম—আকাশ দীর্ণ হয়ে যেত। সে চলে গেছে—চির বিদায় নিয়েছে ! যখন মানুষ মরে—যখন বাঁচে—আমি বুঝি। ওতো মৃত্তিকার মতোই মৃত। আমাকে একখানা দর্পণ দাও—যদি ওর নিঃশ্বাসে ঐ দর্পণ আবিল হয়ে ওঠে, বুঝব—ও বেঁচে আছে—বেঁচে আছে !

কেন্ট মৃদুস্বরে বললেন, এই কি পরিণাম !

এ যে মর্মঘাতী—এড্‌গার বলে উঠল।

ঐ যে পল্লব নড়ছে—আছে—বেঁচে আছে ! সব দুঃখ—সব জ্বালা আমি ভুলে যাব ! লীয়ার চিৎকার করে উঠলেন।

কেন্ট জানেন, এ তাঁর মনের ভ্রম, তাই মিনতি করলেন।

কিন্তু লীয়ার তবু উদ্‌ভ্রান্তের মতো নিস্পন্দ কর্ডেলিয়ার দিকে তাকিয়ে আছেন—

তারপর বলে উঠলেন, চলে গেল, চলে গেল কর্ডেলিয়া ! যে তোকে হত্যা করেছে সেই দাসকে তো হত্যা করেছি।' একদিন ছিল, সেদিন অসি দিয়ে সবাইকে হত্যা করতাম। আজ আমি

বৃদ্ধ। কেণ্টের দিকে তাকিয়ে বললেন—কে-কে তুমি? তুমি—কেণ্ট না?

কেণ্ট বললেন—আপনার দাস, আপনার অনুচর।

লীয়ার আপন মনে বললেন, সে ছিল সৎ কিন্তু সে তো নেই!

প্রভু আমিই সেই।

সেই? সেই কেণ্ট তুমি?

আপনার দুঃখের আমি ছিলাম সঙ্গী।

কেণ্ট-কেণ্ট!

প্রভু, কেণ্ট আবার বললেন, আমিই সেই কেণ্ট। সব নিরানন্দ, সব মৃত। আপনার অন্য দুই কন্যাও মৃত।

আমিও তাই ভাবি—লীয়ার বললেন।

আলবেনী বললেন, উনি কি বলছেন জানেন না।

এমন সময় এড্মণ্ডের মৃত্যু সংবাদ নিয়ে এল এক ক্যাপটেন। সে সংবাদে কেউ ভ্রূক্ষেপও করলেন না। এবার আলবেনী বললেন,

মন্ত্রীগণ, সম্ভ্রান্ত নাগরিকগণ, আমার অভিপ্রায় ব্যক্ত করছি। এই বিরাট ধ্বংসের পরে এবার আনতে হবে শান্তি। যতদিন বৃদ্ধ রাজা জীবিত থাকবেন, ততদিন রাজ-শক্তি থাকবে তাঁর হাতে।

এড্গার আর কেণ্টকে বললেন, আপনারা আপনাদের অধিকার ফিরে পেলেন। বন্ধুরা তাঁদের গুণের পুরস্কার পাবেন, শত্রুরা পাবে শাস্তি। ওকি! দেখ—দেখ! তিনি হঠাৎ বলে উঠলেন।

লীয়ার বলে উঠলেন—আমার বাছাকে ফাঁসি দিয়েছে! আর তো আমার জীবনের প্রয়োজন নেই। কুকুর, ঘোড়া, ইঁদুর—তাদেরও আছে জীবন—আর ওর তো নিঃশ্বাস পড়ছে না। আর তুই ফিরবি নে—আর নয়—আর নয়—কখনো নয়! দাও—খুলে দাও এই বোতাম! দেখ—দেখ—ওর ঐ ঠোঁট দু'টির দিকে চেয়ে দেখ!

শোকের আবেগে লীয়ারের রক্ত চাপ বৃদ্ধি পেল, তাঁর মৃত্যু হল। আজকের দিনের এই তো থ্রম্বসিস। এই তো সন্ন্যাস রোগ।

প্রভু, প্রভু! সকলে চীৎকার করে উঠল সমস্বরে।

কেন্ট বললেন, ওঁকে আর উত্যক্ত কোরোনা! যেতে দাও!

এডগার বলে উঠলেন, সত্যই কি উনি নেই! এতদিন সইলেন কি করে তাই ভাবি। উনি যেন জীবনকে অন্যায়ভাবে রোধ করে রেখেছিলেন।

আলবেনী কর্ডেলিয়া আর রাজার মৃতদেহ নিয়ে যেতে অনুচরদের আদেশ দিলেন। তারপর কেন্ট এড্গারের দিকে তাকিয়ে বললেন, বন্ধু, তোমরা শাসন কর এই রক্তাপ্লুত রাজ্য।

কেন্ট বললেন, আমার তো সময় ফুরিয়ে এসেছে। আমায় প্রভু ডাকছেন, আমি তো না বলতে পারব না।

আলবেনী বললেন—আমাদের তো এই বিষাদের ভার বইতেই হবে। বৃদ্ধ চরম দুঃখ সয়েছেন; আমরা যারা যুবক, তারা তো এতদিন বাঁচব না, এত দেখতেও হবেও না!

এবার অন্ত্যেষ্টির বাদ্য বেজে উঠল। শোনা গেল নেপথ্যে পদ-শব্দ।

আমরা অনুভব করতে পারি, সৈন্যদল নিঃশব্দে চলেছে মৃতদেহ বহন করে। মৃদু শোকসঙ্গীত বাজছে।

এরই মধ্যে যবনিকা ধীরে, অতি ধীরে নেমে এল।